প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

"ঐতিহাসিক রহস্য," প্রথমভাগ, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে ভাগবত-সম্বন্ধীয় সমালোচন রহস্য-সন্দর্ভে ও অপর প্রস্তাবগুলি সমুদয় "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার পরম সুহৃদ বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুরোধক্রমে আমি এই প্রস্তাবগুলি বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকার পূর্ব্বক নানাবিধ প্রাচীন সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করি, পুনর্ব্বার তাঁহার এবং কতিপয় বান্ধবের বিশেষ উদ্যোগে প্রস্তাব-নিচয় সংশোধনানন্তর স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।

"ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন" এবং "মহাকবি কালিদাস" ইতিপূর্ব্বে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে বিনা মূল্যে বিতরণ জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাও এই গ্রন্থ মধ্যে এবারে সংশোধনানন্তর প্রকাশ করা গেল।

ইহার পরিশিষ্টে, আমার কোন কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছি তাহাই পুনর্মুদ্রিত হইল। এক্ষণে প্রাচীন-পুরাবৃত্ত-প্রিয় পাঠক মহোদয়গণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

এক একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে শ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আমার অধ্যাপক মহাভারত অনুবাদক ও "অকালকুসুম" গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ লিখিবার সময় আমায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ; তাঁহার প্রযত্নেই কথিত প্রবন্ধটী সঙ্কলিত হইয়াছে।

বহরমপুর।
১ বৈশাখ, ১২৮১ সাল।

শ্রীরামদাস সেন।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

ঐতিহাসিক রহস্য, প্রথমভাগ, দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এবারে ইহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত, পরিশোধিত, ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীমজ্ঞানন্দ বিষয়ক প্রস্তাবটি অতি সংক্ষেপে লিখিত হওয়া প্রযুক্ত একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ একটী প্রবন্ধ এই গ্রন্থের তৃতীয়ভাগে প্রকাশিত হইবে। বঙ্গদেশীয় কৃতবিদ্য পাঠক মহোদয় গণের প্রযত্নেই অতি অল্পকাল মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত খণ্ড নিচয় সমুদয় নিঃশেষিত হওয়াতে

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত হইল। ভরসা করি, এবারেও ভারতবর্ষের প্রাচীনতত্ত্বপ্রিয় পাঠক মহোদয়গণ এই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ঐতিহাসিকরহস্য ১মভাগ, এক এক বার পাঠ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন এবং তাহা হইলেই আমি সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, এই গ্রন্থের পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য অতি যত্নের সহিত আমার অধ্যাপক 'সাঙ্খ্যদর্শন' নামক উৎকৃষ্ট বিচারপূর্ণগ্রন্থ-প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ মহোদয় পরিদর্শন ও আদ্যোপান্ত সংশোধন পূর্ব্বক সমাধা করিয়া দিয়াছেন।

৪ঠা আশ্বিন
১২৮৪ সাল } শ্রীরামদাস সেন।

সূচি-পত্র।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত

সমালোচন।

Let all the ends thou aim'st at be thy country's !

SHAKESPEARE.

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত

সমালোচন *।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই, একথা সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাচীন রোমক এবং গ্রীকগণ পুরাবৃত্ত রচনায় বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুরা কাব্যপ্রিয়, তাঁহারা প্রকৃতঘটনা সমূহ অলৌকিক বর্ণনায় এত পরিপূর্ণ করিয়াছেন যে তাহা হইতে সার-ভাগ উদ্ধৃত করা দুরপরাহত। ইতিহাস-নিচয় গদ্যে রচনা করাই বিধেয়, পদ্যে কোন প্রস্তাব রচিত হইলে তাহা নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিতে হয়, সুতরাং তাহা অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইয়া থাকে। হিন্দুরা অভিধান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি যে সকল প্রস্তাব গদ্যে রচনার যোগ্য, তৎসমুদায়

* লঘু ভারত। কলীতিহাস—১।২ খণ্ড। শ্রীগোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ প্রণীত। বোয়ালিয়া ও তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

কণ্ঠস্থ রাখিবার জন্য শ্লোকে রচনা করিয়া গিয়াছেন। গদ্যে যে সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুগম হয়, পদ্যে তাহা হয় না; এজন্য ইতিহাস নিচয় গদ্যে রচনা করাই বিধেয়।

পুরাণনিচয় আমাদিগের প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাহা এত অসার, অলৌকিক এবং কাল্পনিক বিবরণে পরিপূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে অণুমাত্র সত্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ এবং পুরাণের পরস্পর মতভেদ ও অনৈক্য থাকা প্রযুক্ত তাহাতে কোন প্রকারে বিশ্বাস হইবার পথ নাই। হিন্দুরা প্রকৃত ইতিহাস রচনা প্রণালী জানিতেন না বলিয়া আমরা পূর্ব্বতন মহাবীর ও পণ্ডিতগণের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চৈতন্যদেব, জয়দেব গোস্বামী, গৌড়েশ্বর সেন রাজগণ আমাদিগের দেশে কয়েক শত বৎসর হইল বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের জীবনচরিত সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই অবগত নহি।

প্রাচীন লেখকগণ একজন সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজাকেও "সাগরাম্বরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদব্যাস যদি একালে জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়া ও ইংরাজ জাতির কিরূপ প্রতাপ বর্ণনা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে হইলে প্রথমে ঋগ্বেদসংহিতার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের ন্যায়

প্রাচীন গ্রন্থ ভূমণ্ডলে নাই। বেদে মানবজাতির রচনাকুসুম প্রথম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এ জন্য হিন্দুরা চতুর্বেদ চতুর্মুখ ব্রহ্মার রচিত বলিয়া যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, এবং এজন্যই জর্ম্মনদেশোদ্ভব সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায়গণ একমাত্র বেদাধ্যয়নে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

বৈদিকগ্রন্থ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। বস্তুতঃ রচনাপরিপাটী ও বস্তুনির্দ্দেশের তারতম্য অনুসারে ভাগ কল্পনা করিতে গেলে বৈদিকগ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত হয়। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র। পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা বৈদিকগ্রন্থকে ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং সূত্র, এই চারিশ্রেণি ভুক্ত করিয়া থাকেন। এই সকল গ্রন্থ কোন সময়ে উদিত হইয়াছিল, নিঃসন্দিগ্ধ-নির্ণয় করা যায় না। ইয়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ের বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ অনুমান করেন, বৈদিক মন্ত্রভাগ খ্রীষ্টজন্মের অন্যূন ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। কেহ কেহ বলেন ১২০০, কেহ কেহ ইহার দ্বিগুণিত কালও কল্পনা করিয়া থাকেন। ফল, বেদোৎপত্তির কাল নির্ণয় নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতীত করান সর্ব্বথা অসম্ভব।

"মন্ত্রভাগে বৈদিকধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা" এবং ব্রাহ্মণভাগে তাহার সম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। এইরূপ সামাজিক অবস্থা ও আচার ব্যবহারাদির সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হয়। মন্ত্রভাগে

যাহার ছায়ামাত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ ভাগ তাহাকেই বিশদ ও বিস্তার করিয়া তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন।

বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতাভাগ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, ঊষা, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, পূষা, রুদ্র, মিত্র প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র পরিপূর্ণ। ঋগ্বেদসংহিতা আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, আর্য্যেরা মধ্য এসিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর বা পিশাচাদি নামধেয় কৃষ্ণবর্ণ বর্ব্বর জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা অতীব সাহস সহকারে আর্য্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সম্বর নামক তাহা-দিগের [illegible] একশত [illegible] নগরীর অধিপতি হইয়া [illegible] ও দুর্গ হইতে পার্ব্বতীয় প্রদেশে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। আর্য্যগণ ভারতবর্ষীয় নিবিড় অরণ্যমালা অগ্নিসংযোগ দ্বারা ক্রমে ভস্মসাৎ করতঃ প্রাচীন অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে অকৃষ্টপচ্য (স্বভাবজাত) শস্য, ফল, মূল ও দগ্ধপশুমাংস দ্বারা উদর পোষণ করিতেন, পরে কৃষিপ্রসূত শস্য তাঁহাদের উপাদেয় ভক্ষ্য হইয়াছিল। তাঁহা-দিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসভূমি ছিল না। বেদুইন আরবগণের ন্যায় দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেন। মেষ পালন ও পশু-হনন তাঁহাদিগের প্রধান ব্যবসা ছিল, এবং দৈনিক কার্য্য সমাধানান্তে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেই বেদ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইবামাত্র বল্কল ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করতঃ

অস্ত্র লইয়া অকুতোভয়ে বর্ব্বর জাতির সহিত মহাসমরে নিযুক্ত হইতেন। পরে, ক্রমে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সহকারে নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। তাঁহারা পোতারোহণে নানা দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী বাণিজ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎসঙ্গে ভারতবর্ষের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল। ভীষণ শ্বাপদপূর্ণ অরণ্যানি সকল পরিষ্কৃত হইয়া জন-সমূহের আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। ঋগ্বেদসংহিতায় প্রথম অষ্টক, সপ্তদশ অনুবাক, অষ্টম বর্গের প্রথম সূক্তে লিখিত আছে, তুগ্ররাজ দ্বীপবাসী কোন এক শত্রু কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তাহার দমনার্থ তৎপুত্র ভুজ্যকে সুসজ্জিত রণপোতারোহণে প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রবল ঝটিকায় পোত সমুদ্রমগ্ন হইয়া যায় এবং কুমার ভুজ্য মহাকষ্টে প্রাণধারণ করিয়া উপকূলে উপনীত হন; এতৎপ্রমাণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যগণ ফিনি সিয়ানদিগের পূর্ব্বে পোত-কৌশল অবগত ছিলেন। তাঁহারা প্রথমে সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব রাজ্যে বাস করিতেন। "মনু-সংহিতা" পাঠে অবগত হওয়া যায়, কিছুকাল তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিয়া সরস্বতী নদীর পরপারে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন; এই সময় তাঁহাদিগের দ্বারা বহুসংখ্যক অসভ্য আদিমবাসিগণ সমরে পরাজিত হইয়া স্ব স্ব আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ছিল। প্রথমে তাঁহারা সরস্বতী হইতে গঙ্গার উপকূলস্থ ব্রহ্মর্ষিদেশে বাস করতঃ ক্রমে মধ্যদেশাভিমুখে

যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ আর্য্য-গণের বাসস্থল হইয়া উঠিল।

ইতিপূর্ব্বে কোন জাতিভেদ ছিল না; পরে সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে বৈদিক মহর্ষিগণ ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বিধবর্ণের উৎপত্তি প্রকাশ করিলেন*। মনু-সংহিতায় প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য ও উপাস্য দেবতার বিষয় সবিস্তরে লিখিত হইয়াছে। বেদ ও মনুসংহিতাপাঠে ভারত বর্ষের প্রাচীন অবস্থা এবং নৃপতিগণের রাজ্যশাসনপ্রণালী কিছুই উত্তম রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাল্মীকির "রামা-য়ণ" অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে রাম রাবণের যুদ্ধ এবং ভারত বর্ষের প্রাচীন বিবরণও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়াছে। "মহাভারত" কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও বহুজনপদের বিব-রণে পরিপূর্ণ। এ সময় হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসনপ্রণালী, শিল্প-নৈপুণ্যপ্রভৃতির উত্তম পরিচয় মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রপ্রস্থের সুচারু প্রাসাদবর্ণনা হিন্দু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সক-লেই অবগত আছে। বিপুল যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিয়া পাণ্ডবেরা স্বীয় রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পুরোচন নামক যবন (গ্রীক) জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এবং সৈনিক

* "[illegible]
[illegible]॥" বনপর্ব্ব, ১৪৫ অ

কার্য্যেও ঐ সকল যবন, শক, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ম্লেচ্ছজাতি নিযুক্ত ছিল*। ইন্দ্রপ্রস্থ আধুনিক দিল্লীর এক ক্রোশ ব্যবধানে "পুরাণ কেল্লা" নামক দুর্গের সন্নিকটে ছিল। এস্থান এক্ষণে মুসলমান নৃপতিগণের নগরীর ভগ্নাবশেষে পরিপূরিত রহিয়াছে। হিন্দু ভূপতিগণের প্রাসাদাদির কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কালে এই মহাতেজা কুরু-পাণ্ডবদিগের কীর্ত্তিকলাপ একেবারে লোপ হইল—এক্ষণে বোধ হইতেছে—

"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে, কে জানিত যুধিষ্ঠিরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে।"

* "স চ ম্লেচ্ছাধমঃ পাপী দগ্ধব্যশ্চ দুরাত্মনঃ" আদিপর্ব্ব।
"ম্লেচ্ছাস্ত যবনাশ্চৈব" ইত্যাদি মহাভারত দেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুরাণে কোন কোন হিন্দু নৃপতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। "শ্রীমদ্ভাগবত" ও "বিষ্ণু পুরাণে" শূদ্ররাজা নন্দবংশীয় নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত পুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী-স্বরূপে লিখিত আছে, "মহানন্দির ঔরসে ও শূদ্রাণীর গর্ভে মহাবীর্য্যবান্ কুমার মহাপদ্মনন্দির জন্ম হইবে। তাঁহার সময় হইতে ক্ষত্রিয় ভূপালগণের অবনতি ও ক্রমে ক্রমে ভারত রাজ্য শূদ্র নৃপতিবর্গের করতলস্থ হইবেক। তিনি স্বীয় অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য প্রভাবে ধরণীমণ্ডলের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়া দ্বিতীয় ভার্গবের ন্যায় রাজ্য শাসন করিবেন। তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্টপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া এক শত বৎসর পৃথিবী শাসন করিবে। কৌটিল্য (চাণক্য) নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ক্রোধ-হুতাশন প্রদীপ্ত হইয়া এই নব নন্দবংশ ধ্বংস করিবে এবং তৎকর্ত্তৃক মৌর্য্যবংশীয় নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।" "বৃহৎকথা" নামক গ্রন্থে পাটলীপুত্রের ও যোগানন্দের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১০৫৯ খ্রীঃ অঃ সোমদেব ভট্ট কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের পিতামহীর মনোরঞ্জনার্থ রচনা করেন। বিশাখদত্ত

"মুদ্রারাক্ষস" নামক নাটকে, চাণক্য পণ্ডিতের অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্রের সিংহাসনারোহণ ও নন্দ-বংশের ধ্বংস এবং রাক্ষসের প্রভুপরায়ণতার অতি উত্তম বর্ণন করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত মহানন্দের মুরানাম্নী নীচজাতীয়া দাসী গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মগধাধিপতি পাটলীপুত্র নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। মুদ্রারাক্ষসে পাটলীপুত্রের অপর নাম 'কুসুম পুর' লিখিত আছে। "বায়ুপুরাণের" মতানুসারে কুসুমপুর বা পাটলীপুত্র অজাতশত্রুর পৌত্র রাজা উদয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু "মহাবংশের" বর্ণনানুসারে উদয় অজাত-শত্রুর পুত্র ছিলেন। এই নগর শোণ বা হিরণ্যবাহু নদ-সন্নিধানে স্থাপিত ছিল।* সুতরাং আধুনিক পাটনা, প্রাচীন পাটলীপুত্র নামের অপভ্রংশ মাত্র। প্রথমাবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে অব-স্থিতি করিতেন, এবং এই প্রদেশে তক্ষশীলানিবাসী চাণক্য পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত অগণ্য হিন্দুনৃপতিগণের সহযোগে আলেক্জণ্ডরের গ্রীক্ সৈন্যগণকে একবারে ভারতবর্ষের শেষ সীমা হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দু-ভূপালবর্গের একতা নিবন্ধন আলেক্-জণ্ডরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর ভারতবর্ষের কোন প্রধান নগরাধিকার করিতে পারেন নাই; কেবল পঞ্জাবের কিয়দংশ মাত্র জয় করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনে-

* "মীণাক্ষিরণ্যবাহুর্নাম্" [illegible]।

আরোহণ করিলে তিনি চাণক্যকে প্রধান অমাত্যপদে অভি-
ষিক্ত করেন। তিনি তাহার উপদেশ ভিন্ন সহসা কোন কার্য্যে
হস্তক্ষেপ করিতেন না। মহাবীর আলেকজণ্ডরের মৃত্যুর পর
তাঁহার প্রধান সেনাপতি সিলুকস্ সিরিয়া হইতে বহু সৈন্য
সমভিব্যাহারে চন্দ্রগুপ্তকে দমন করণার্থ মগধাভিমুখে যাত্রা
করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত অসীম সাহস সহকারে তাঁহার
গতি অবরোধ করায় তিনি সসৈন্যে আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করেন
এবং অবশেষে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি-বন্ধনে বদ্ধ হন। তাঁহার
একটি রূপলাবণ্যবতী দুহিতা চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করেন।
চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্যা সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করিলেও হিন্দু
গ্রন্থকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই; কিন্তু গ্রীক পুরাবৃত্ত
লেখক ষ্ট্রাবো এ বিষয় প্রকারান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন।

মেগাস্থিনিস্ গ্রীক্ রাজদূত স্বরূপে পাটলীপুত্রে অবস্থিতি
করিতেন। তাঁহার দ্বারায় গ্রীক্গণের সহিত চন্দ্রগুপ্তের
বন্ধুত্ব ক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বাবিলন নগরীতে
সিলুকসের সমীপে সর্ব্বদা বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়া
তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেন। এ বিষয় সুবিখ্যাত যবন-ইতিহাস
লেখক জস্টিন প্লুতার্ক, আরিয়ান, প্রভৃতি স্ব স্ব ইতিহাসে
লিখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত তৎকালে ভারতবর্ষীয় সকল
নৃপতির শিরোরত্নস্বরূপ ছিলেন। তিনি ২৪ বৎসর রাজ্য
শাসন করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার

২৯১ খ্রীঃ পূঃ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে গ্রীক্‌-রাজদূত দেয়ানিসস্‌, নৃপতি টলমি ফিলেদেলফস্‌ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২৮০ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসার স্বীয় উপযুক্ত তনয় অশোকবর্দ্ধনকে তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন। তিনি ‘খস’নামক অসভ্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পিতার আজ্ঞানুসারে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৬৩ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসারের মৃত্যু হইল; এবং অশোক রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া তাঁহার সহোদর তিষ্য ভিন্ন সকল ভ্রাতাকে বিনাশ করতঃ মগধাধিপতি হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্য করায় তাঁহাকে সকলে “চণ্ডাশোক” বলিত। মহাবংশে লিখিত আছে, ইনি তিন বৎসর কাল যাবৎ হিন্দুধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাস নিবন্ধন প্রত্যহ ৬০,০০০ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। অশোক বৌদ্ধযতিগণের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক বিতর্ক করাতে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেন, তদবধি প্রত্যহ ৬০,০০০ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে ৬৪,০০০ বৌদ্ধ গুরুকে অতীব ভক্তিসহকারে ভোজন করাইতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে তিনি স্থানে স্থানে আচার্য্যবর্গ প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে কিয়ৎকালের মধ্যেই হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে তিরোহিত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সমুন্নতি হইতে লাগিল। কথিত আছে, তিনি ৮৪,০০০ বিহার এবং

কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষের সকল স্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা কাশী, প্রয়াগ এবং দিল্লীতে তাঁহার কৃত কয়েকটী স্তম্ভ দর্শন করিয়াছি। এক এক খণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত সুদীর্ঘ স্তম্ভের অঙ্গে পালি ভাষায় পশুহিংসা নিবারণ, ধর্ম্মশালাসংস্থাপন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, প্রভৃতি সংকার্য্য করিতে প্রজাবর্গের প্রতি নরপতি অশোকের আজ্ঞা খোদিত রহিয়াছে। ইঁহাকে প্রজাগণ অসীম ভক্তি করিত এবং ইনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। ইঁহার সময়ে ভারতবর্ষের যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল। ইনি সমুদয় ভারতবর্ষ এবং কাবুল দেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন; ইঁহার খোদিত পালিভাষার লিপি কাবুলে "কপর্দ্দগিরি" নামক অদ্রি-অঙ্গ শোভিত করিয়াছিল। এই লিপি মধ্যে আন্তোকস্, টলেমি, অন্তিগোনস্ এবং মগানামক নৃপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের এত উন্নতি হইয়াছিল যে, সৈবিরিয়া, চীন, গ্রীক্, প্রভৃতি বিদেশীয়গণও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তৎকালের গ্রীক্‌যতিগণকে "যবনধর্ম্ম রক্ষিত" বলিত। ধর্ম্মপ্রচারকগণ অকুতোভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিলাবর্গকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। এইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হওয়াতে পাপকার্য্য এককালে ভারতভূমি হইতে তিরোহিত হইল। পাণ্ডবগণ কিম্বা অন্য কোন ভূপতির সময়ে কখনই ভারতভূমির এতাদৃশ উন্নতি হয় নাই। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বিদ্যালয়, চিকিৎসা-

লয়, ধর্ম্মশালা, বিহার, চৈত্য সংস্থাপন এবং জলাশয়, প্রশস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত রথ্যা ও সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে অশোক, পালি ভাষায় "দেবানাম্ পিয় পিয়দসি" অর্থাৎ দেবতার প্রিয়, প্রিয়দর্শী এবং "ধর্ম্মাশোক" নামে খ্যাত হইলেন।

'দীপবংশ' এবং 'মহাবংশে' লিখিত আছে, অশোক-পুত্র মহামহেন্দ্র ইট্টেয়, উত্তিয়, সম্বল ভাদ্রশাল নামক স্থবির সমভিব্যাহারে সিংহলদ্বীপে পোতারোহণে গমন করিয়া তাঁহার খুল্লতাত নৃপতি তিষ্য এবং সমুদায় প্রজাকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। অশোকের সময়ে মগধদেশে বৌদ্ধ আচার্য্যগণের তিনটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় শাক্যসিংহের উপদেশসূত্রনিচয় সটীক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সংগ্রহের নাম "ত্রিপিটক"। বুদ্ধঘোষ নামক জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ, ইহার "অর্থকথা" পালি ভাষায় সিংহলদ্বীপবাসিগণের জন্য প্রস্তুত করেন।

২২২ খ্রীঃ পূঃ নৃপতি অশোকের মৃত্যু হয়। ইনি ৩৬ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, বায়ুপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণে ইহাঁর বিবরণ লিখিত আছে। ইহাঁর মৃত্যুর পর মৌর্য্যবংশীয় সপ্তজন বৌদ্ধ নৃপতি সুখ-সচ্ছন্দে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা হীনবল হইয়া আসিলে সঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। এই বংশীয় রাজা পুষ্পমিত্র ১৭৮ খ্রীঃ পূঃ একটী

প্রকাণ্ড বুদ্ধস্তূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেবভূতি সঙ্গবংশের শেষ নৃপতি। ইঁহার মৃত্যুর পর কণ্ববংশীয় ভূপালগণ ৩১ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এ সময় হিন্দুধর্ম্মের প্রবল জ্যোতিঃ দিন দিন বিকীর্ণ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে মলিন করিয়াছিল। অশোকের পরে কেহই ভারতবর্ষের একেশ্বর হইতে পারেন নাই। মগধরাজ্য কিছুকাল গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের অধীনে ছিল। মহারাজ গুপ্ত, গুপ্ত বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে ৩১৯ খ্রীঃ অঃ গুপ্ত অব্দের প্রথম বর্ষ গণনা করা যায়। এলাহাবাদ ও ভিটারীর লাট প্রস্তরে প্রখোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, "মহা রাজ অধিরাজ" সমুদ্র গুপ্ত ভারতবর্ষের একজন প্রবলপরাক্রম ভূপতি ছিলেন। ইনি গুপ্তবংশীয় চতুর্থ নৃপতি। সমুদ্রগুপ্ত শত্রুবর্গের কৃতান্ত স্বরূপ এবং সজ্জনের সাক্ষাৎ জনিতা স্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজ অসীম ভুজবলে সিংহল, সৌরাষ্ট্র, নেপাল, আসাম প্রভৃতি বিবিধ রাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এসময় হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির শাসনাধীনে ছিল।

উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকাদি প্রচারিত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়াছে। তিনি ৫০০ হইতে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। কান্যকুব্জের

রাজ সিংহাসনে যে সকল হিন্দুনৃপতি আসীন ছিলেন, তাহার মধ্যে হর্ষবৰ্দ্ধনের নাম ভুবনবিখ্যাত। ৬২৯ হইতে ৬৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধপরিব্রাজক "হিয়াঙ্গ সাঙ" তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থকার ধারানগরাধিপতি ভোজরাজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভোজরাজ বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন, এবং স্বীয় অসীম কবিত্ব শক্তি প্রভাবে "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লাল কৃত "ভোজপ্রবন্ধে" লিখিত আছে, "ধারানগরে কেহ মূর্খ ছিল না। শ্রীমান্ ভোজরাজকে সতত বররুচি, সুবন্ধু, বাণ, ময়ূর, বামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র প্রভৃতি ৫০০ শত বিদ্বান্ ব্যক্তি বেষ্টন করিয়া থাকিতেন।" পালবংশীয়, এবং গঙ্গাবংশীয় ভূপালবর্গ গৌড় ও উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের বিস্তারিত বিবরণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাচীন তাম্রশাসন, প্রস্তরফলকে প্রখোদিত বংশাবলী বর্ণন, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি হইতে এই সকল বংশের বিবরণ কথঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও "হিয়াঙ্গ সাঙ" ভারতবর্ষের সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের

অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে আমরা অনেক বিবরণ জানিতে পারিতেছি। সুপণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাম্রশাসন পত্র হইতে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, "সোমবংশীয়" গৌড়দেশস্থ সেনরাজ দিগের বংশাবলীর প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভ্রম নিরসন করিয়াছেন। এক্ষণে আর সেন রাজারা বৈদ্য বলিয়া কাহার ভ্রম হইবে না। "ক্ষিতীতিহাস" ১০৭ পৃষ্ঠায় "সেনবংশোপাখ্যানে," তাঁহাদিগকে গ্রন্থকার মহাশয় বৈদ্য স্থির করিয়াছেন, কিন্তু উমাপতিধরের কবিতায় তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে।

সংস্কৃতভাষায় ইতিহাসমধ্যে "রাজতরঙ্গিণী" অতীব প্রাচীন ও প্রামাণিক। এখানি কাশ্মীর দেশের পুরাবৃত্ত। ইহার প্রথমাংশ, ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দপর্য্যন্ত কাশ্মীরীয় ইতিহাসঘটিত ও কহ্লন পণ্ডিত বিরচিত। দ্বিতীয়াংশ "রাজাবলী" যোণরাজকৃত। এই অংশ খণ্ডিত পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়াংশ যোণরাজ-ছাত্র শ্রীবর পণ্ডিত বিরচিত, এবং চতুর্থাংশ প্রাজ্যভট্ট প্রণীত। শেষাংশে আকবর প্রেরিত কাসিম খাঁ কর্ত্তৃক কাশ্মীর জয় ও শাহা আলমের রাজ্য শাসনপর্য্যন্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই কাশ্মীর দেশীয় রাজকীয় ইতিহাস, মৃত মূর্করাফট* সাহেব কাশ্মীর নিবাসী শিবস্বামীর নিকট হইতে বহু যত্নে সংগ্রহ করেন;

* Moorcroft.

পরে আসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চারি অংশ একত্রে মুদ্রিত হয়। পারীস্ নগরীতে টুযর সাহেবও ইহার কিয়দংশ (ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদ সহ) মুদ্রিত করিয়াছেন * কহ্লণ প্রণীত প্রথমাংশে বিখ্যাত হিন্দু নৃপতিগণের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ১১১৫ খ্রীঃ অব্দে কহ্লণ, চম্পকতনয় সিংহদেব ভূপতির কাশ্মীর শাসনকালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি "নীলপুরাণ" ও অপর একাদশ খানি প্রাচীন গ্রন্থ, ধর্ম্ম শাস্ত্র, তাম্র শাসনপত্র প্রভৃতি হইতে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। কহ্লণ কৃত রাজতরঙ্গিণীর প্রথমে পৌরাণিক বিবরণ, তৎপরে ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ গোনর্দ্দভূপতির রাজ্যকাল হইতে ৯৪৯ শকে সংগ্রামদেবের রাজ্য শাসন পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষদেব "রত্নাবলী" ও "নাগানন্দ" রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণী প্রণেতা তাঁহার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। ললিতাদিত্য, মধ্য আসিয়া পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন এবং গোপাদিত্য, নরেন্দ্রাদিত্য, রণাদিত্য প্রভৃতি হিন্দু ভূপালবর্গ কর্ত্তৃক অতি সুনিয়মে কাশ্মীর রাজ্য শাসিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের একখানি মাত্র সংস্কৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ

* সম্প্রতি সংস্কৃত বিদ্যা বিশারদ বুলার সাহেব ইহা অতি উত্তম রূপে মুদ্রিত করিতে যত্নশীল হইয়াছেন।

জনৈক ব্রাহ্মণের রচিত, নাম "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত।" কবিবর ভারতচন্দ্র এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "মানসিংহ" রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালিগ্রন্থ তথা প্রস্তরফলক ও তাম্র-শাসনে যে সকল প্রধান প্রধান ভারতবর্ষীয় নৃপতির বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রস্তাবে সংগৃহীত হইল।

মহাকবি কালিদাস।

"কালিদাস পূজ্যতম কবির সমাজে।"

"यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो

भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः।

हर्षो हर्षो हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः

केषां नैषा कथय कविता-कामिनी कौतुकाय॥"

प्रसन्नराघवनाटकम्।

"Káledása, the celebrated author of the Sakoontalá, is a masterly describer of the influence which Nature exercises upon the mind of the lovers.

* * * * * * *

Tenderness in the expression of feeling and richness of creative fancy, have assigned to him his lofty place among the poets of all nations."—ALEXANDER VON HUMBOLDT.

কালিদাস*।

মহাকবি কালিদাসের নাম ভুবন-বিখ্যাত। তাঁহাকে ভারতীয় কালিদাস বলিলে অপমান করা হয়! শেক্সপিয়র যেরূপ সুমধুর কবিতার নির্ম্মল প্রস্রবণে জগতীস্থ মানবগণের মন সিক্ত করিয়াছেন, কালিদাসের কবিতাও তদ্রূপ সমস্ত জনগণের হৃদয়কন্দরে প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়াছে। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, যিনি এক বার কালিদাসের মধুমাখা অমূল্য কবিতা-কলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে জাতিভেদ ভুলিয়া তাঁহাকে "আমাদিগের কবি কালিদাস" বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার কাব্যসমূহ

* "मेघदूतम्" महाकविकालिदासविरचितम्। मल्लिनाथसूरिविरचितसञ्जीवनीटीकासमेतम्। बहुल ग्रन्थ सङ्कलित सदर्थ व्याख्या सहितम् पाठान्तरैश्च काश्मीरीयद्विजश्रीप्राणनाथपण्डितेन प्रकाशितम् भाषान्तरितञ्च। कलिकाता।

"कुमारसम्भवम्।" सप्तमसर्गान्तम्। महाकविकालिदासकृतम्। श्रीमल्लिनाथसूरिविरचितया सञ्जीवनी समाख्यया व्याख्यया गवर्णमेण्ट संस्कृत पाठशालाध्यापक श्रीतारानाथ तर्कवाचस्पति भट्टाचार्य्यकृत तट्टीकाः सव्याकरणसूत्रविवरणोद्भासितयान्वितम् तेनैव संस्कृतम्। कलिकाता।

অত্যল্পকালের মধ্যে ইংরাজী, জর্ম্মণ, ফরাসীশ্, দেন্, এবং ইতালীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল অনুবাদ সাহায্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি পাঠ করিয়া রচয়িতার অসামান্য ক্ষমতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং আমাদিগের চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্যগণ অপেক্ষা বিদেশীয় অনুবাদকগণ কালিদাসের কবিতার বিমল রসাস্বাদনে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স্, উইলসন্, লাসেন, উইলিয়ম, হিএট্স্, ফাসি, ফোককৃস্, সেজি এবং অদ্বিতীয় জর্ম্মণ কবি ও পণ্ডিত গেটে এবং বহুবিদ্যাবিশারদ শ্লেগল এবং হম্বোল্ট কালিদাসকে কবিশ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়া ইয়ুরোপখণ্ডে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন। গেটে, জর্ম্মণদেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। জর্ম্মণ দেশের ত কথাই নাই; ইংলণ্ডে কারলাইলের ন্যায় লেখক-চূড়ামণি তাঁহার গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়াছেন। তাঁহার মতে শেক্সপিয়রের "হ্যাম্লেট্" অপেক্ষা গেটের "ফষ্ট্" এক খানি উৎকৃষ্ট নাটক; বায়রণ্ তাহার ছায়ামাত্র লইয়া "ম্যানফ্রেড্" রচনা করিয়াছেন; সুতরাং গেটে এক জন সাধারণ কবি নহেন। অতএব তাঁহার ন্যায় প্রধান কবি, কালিদাসের কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করিলে সে কথা গুরুতর বোধ করিতে হয়। তিনি উইলিয়ম্ জোন্স কৃত ইংরাজী অনুবাদের জর্ম্মণ অনুবাদ পাঠে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফল

ম্ভের অভিলাষ করে,—যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশী-করণকারী বস্তুর অভিলাষ করে,—যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে,—যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী, এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে,—তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি—তাহা হইলেই যথেষ্ট বলা হইল।"* একজন বিদেশীয় কবি শকুন্তলার এতাদৃশ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যথার্থ কবিত্ব-রস-পানে এক কালে বিমুখ—তাঁহারা নস্য লইয়া গম্ভীরস্বরে কহিবেন, "মাঘ উৎকৃষ্ট কাব্য।" † তাঁহারা চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে কালিদাসকৃত কোন কাব্য পাঠ করিতে না দিয়া ব্যাকরণের সঙ্গে "ভট্টি" ও "নৈষধ" পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ ভিন্ন কালিদাসের গ্রন্থের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাদৃক্ আদর করেন না—এমন কি, এক ব্যক্তিকে "মেঘদূত" অপেক্ষা জীব গোস্বামীর "গোপালচম্পূ" নামক আধুনিক

* সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

"Willst du die Bluthe des fruhen, die Fruchte des spateren Jahres,
Willst du was reizt und entzuckt, willst due was sattigt und nahst,
Willst du den Himmel, die Erde, mit einem Namon begreifen;
Nennich Sakontala, Dich, und so ist Alles gesagt."—GOETHE.

† उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम् ।
नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः ॥

অপকৃষ্ট কাব্যের প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু এ সকল বঙ্গদেশীয়গণের কথা—কিন্তু পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয়-কবিগণের মধ্যে কালিদাসকে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করেন। বোম্বাই প্রদেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভাউদাজী কালিদাসের গ্রন্থ কবিতা মাত্র পাঠে ক্ষান্ত না হইয়া, বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকার করতঃ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও তাম্রশাসন পত্র হইতে তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রস্তাব প্রামাণিক বোধ করিয়া তাহা হইতে কোন কোন অংশ গ্রহণ করিলাম।

কালিদাস, বিখ্যাত-নামা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন; ইহা ভিন্ন তাঁহার প্রামাণিক জীবন-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত অন্য কোন বিবরণ সাধারণ লোকে অবগত নহেন। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে লম্পট স্থির করিয়া উলঙ্গ আদিরস ঘটিত কবিতাবলী তাঁহার নামে প্রচার করিয়া থাকেন। চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ যুবকেরা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই সেই সকল উদ্ভট শ্লোক অভ্যাস করিয়া ধনিগণের মনোরঞ্জন করতঃ বার্ষিকী বৃত্তি গ্রহণ করেন। ফলে, সে সকল উদ্ভট কবিতা কালিদাসের কৃত নহে, আধুনিক কবিরচিত। "প্রফুল্ল-জ্ঞাননেত্র" নামক একখানি বাঙ্গালা পদ্যময় বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে কালিদাসের জীবনচরিত্র মধ্যে প্রচলিত রসিকতাজনক গল্প প্রকাশ করিয়া,

গ্রন্থকার স্বীয় কলুষিত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; সম্প্রতি ইংরাজী ভূমিকা সহ যে এক খানি "রঘুবংশ" সটীক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও সেই সকল কাল্পনিক গল্প সংকলিত হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

কালিদাস স্বকৃত কোন গ্রন্থেই আপন পরিচয় কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই। লিখিত আছে যে,—

> धन्वन्तरि-क्षपणकामरसिंह-शङ्कु-
> वेतालभट्ट-घटकर्पर-कालिदासाः।
> ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां
> रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य॥

এই মাত্র নবরত্নের পরিচয়ে তাঁহার পরিচয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তল" গ্রন্থকর্ত্তার এই পরিচয়ে কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারা যায় না। সুতরাং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর বিগত হইল, কোলাচল মল্লিনাথ সূরি কালিদাসের কাব্যসমূহের টীকা রচনা করেন; তাঁহার টীকা, দক্ষিণাবর ও নাথের টীকা দৃষ্টে রচিত হয়।

ভাষাতত্ত্ববিৎ লাসেন্ কহেন, কালিদাস দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। লাসেন্ লাট প্রস্তর-ফলকে সমুদ্রগুপ্তের "কবিবন্ধু" "কাব্যপ্রিয়" প্রভৃতি প্রশংসা-বাদ দৃষ্টে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে তাঁহার সভাসদ্ বিবেচনা করিয়াছেন।

বেনট্‌লি, মস্থর পাভিয় "জর্ণেল এসিয়াটীক" নামক পত্রিকার "ভোজপ্রবন্ধের" ফরাশীস্ অনুবাদ ও "আইন্ আকবরী" দৃষ্টে লিখিয়াছেন, ভোজরাজার ৮০০ শত বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন। এ কথা সম্পূর্ণ অশুদ্ধ। বেনট্‌লি স্বীয় গ্রন্থে এরূপ অনেক প্রলাপ বাক্য লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে হিন্দুদিগের ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ বিমূঢ় বিবেচনা হয়। কর্ণেল্ উইল্‌ফোর্ড, প্রিন্সেপ ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

"ভোজপ্রবন্ধের" প্রমাণানুসারে গুজরাট, মালওয়া এবং দাক্ষিণের পরিভ্রমণ করেন, কালিদাস ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র উজ্জয়িনী নিবাসী ভোজ রাজের সভাসদ্ ছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজপাটে কতিপয় বিক্রমাদিত্য ও ভোজ আসীন হইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে শেষ ভোজ নৃপতির রাজ্য কাল ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ স্থির হইয়াছে, এবং ইহাতে বোধ হয়, শেষ বিক্রমাদিত্যকে ভোজ বলিত ও তাঁহার নবরত্নের সভা ছিল। আমরা "ভোজপ্রবন্ধ" পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে, মালব দেশের অন্তর্গত ধারানগরাধিপ ভোজ সিন্ধুলের পুত্র এবং মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র। শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার পিতৃব্য মুঞ্জ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং ভোজ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া বহু বিদ্যা অর্জ্জন করেন।

ভোজ ক্রমে সদ্গুণ সম্পন্ন ও বিখ্যাত হওয়াতে তাঁহার খুল্লতাত তদ্দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এবং কি প্রকারে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবেন, এই ভয়ানক চিন্তা তাঁহার হৃদয়কন্দরে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্বীয় করদ নৃপতি বৎস রাজকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া আপন দুষ্ট অভিসন্ধি জ্ঞাপন করতঃ ভোজকে অচিরে অরণ্য মধ্যে বিনাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি ভোজকে গোপনে রাখিয়া পশু-শোণিতে লোহিতবর্ণ অসি, মুঞ্জ ভূপকে উপহার দিলেন। তদ্দৃষ্টে তিনি সানন্দচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোজ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে?" বৎসরাজ তচ্ছ্রবণে পত্রোপরি লিখিত একটি কবিতা প্রদান করিলেন—"মান্ধাতা, যিনি কৃত-যুগে নৃপকুলের শিরোমণি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাবণারি রামচন্দ্র, যিনি সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করেন, তিনি কোথায়? এবং অন্যান্য মহোদয়গণ এবং রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী কাহারো সহিত গমন করেন নাই, এবারে তিনি আপনার সহিত রসাতলগামিনী হইবেন।" ইহা পাঠ করিবামাত্র মুঞ্জের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং ভোজের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎপরে তিনি জীবিত আছেন শুনিয়া বৎসরাজ দ্বারা তাঁহাকে আনাইয়া, ধারা রাজ্য প্রদান করণানন্তর, ঈশ্বরারাধনার নিমিত্ত অরণ্যপ্রবেশ করিলেন। ভোজ পিতৃসিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য পণ্ডিত-

গণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়াছিলেন। আমরা "ভোজ-প্রবন্ধে" কালিদাসের নাম সহ নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি;—কর্পূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল, শ্রীদ-চন্দ্র, গোপালদেব, জয়দেব, (প্রসন্নরাঘব গ্রন্থকার), তারেন্দ্র, দামোদর সোমনাথ, ধনপাল, বাণ, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মল্লিনাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচকুন্দ, রামচন্দ্র, রামেশ্বর ভক্ত, হরি-বংশ, বিদ্যাবিনোদ, বিশ্ববসু, বিষ্ণুকবি, শঙ্কর, সম্বদেব, শুক, সীতা, সীমন্ত, সুবন্ধু, ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, বল্লালসেন "ভোজ-প্রবন্ধ" ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন; ইহাতে বোধ হয়, তিনি, ভোজরাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বিবেচনায়, তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির জন্য কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণকে কেবল অনুমান করিয়াই ভোজের সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন। "ভোজ-প্রবন্ধে" যথন উল্লিখিত কবিগণের নাম পাওয়া যায়, তখন উহা প্রামাণিক গ্রন্থ কি প্রকারে বলিব? এই ভোজরাজ "চম্পূ-রামায়ণ," "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ," "অমরটীকা," "রাজ-বার্ত্তিক," এবং "চারুচর্য্য" রচনা করেন; কিন্তু এই সকল গ্রন্থের এক-খানির মধ্যেও তিনি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নামোল্লেখ করেন নাই। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ অলঙ্কার গ্রন্থ; এ বিধায় অন্ততঃ উহাতে উল্লেখ থাকার সম্ভব ছিল।

"বিশ্বগুণাদর্শ" গ্রন্থকার বেদান্তাচার্য্য কালিদাস, শ্রীহর্ষ

এবং ভবভূতি এক সময়ে ভোজরাজের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন লিখিয়াছেন, যথা ;—

"মাঘশ্চৌরো ময়ূরো মুররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্ধঃ,
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ।"

কিন্তু ইহাতে তিনিও "ভোজপ্রবন্ধ" প্রণেতা বল্লালের ন্যায় মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কেননা শ্রীহর্ষ, কালিদাস, এবং ভবভূতি তুল্যসময় বর্ত্তমান ছিলেন না ; এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপতির নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য যে, ৫৭ খ্রীঃ পূঃ শকদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া সম্বৎ স্থাপিত করেন, তাঁহার রাজসভা কালিদাস উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কি না, দেখিতে হইবে। হম্‌বোল্‌ট বলেন, কবিবর হোরেশ এবং বর্জ্জিল কালিদাসের সমকালিক ছিলেন। এ কথা অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত স্বীকার করেন। কর্ণেল টড্ "রাজস্থানের ইতিহাস" মধ্যে লিখিয়াছেন, "যত দিবস বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত কাল ভোজ প্রমর ও তাঁহার নবরত্নের জীবন্তভাব লোপ হইবে না।" কিন্তু বহুগুণ-মণ্ডিত তিন জন ভোজ রাজের মধ্যে কাহার নবরত্ন সভা ছিল, এ কথা বলা দুরূহ। কর্ণেল টড্ তিন জন ভোজ রাজের সম্বৎ ৬৩১। ৭২১ এবং ১১০০, এই পৃথক্ পৃথক্ কাল নিরূপণ করিয়াছেন।

"সিংহাসন দ্বাত্রিংশতী," "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" ও "বিক্রম চরিত" মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বহুবিধ অলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ। তন্মধ্য হইতে ঐতিহাসিক কোন সত্য লাভ করা দুর্ঘট। মেরুতুঙ্গকৃত "প্রবন্ধ চিন্তামণি" এবং রাজশেখর-কৃত "চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধ" মধ্যে বিক্রমাদিত্যকে, শৌর্য্যবীর্য্যশালী মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে নবরত্নের ও কালিদাসের বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই।

জৈনগ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, জনৈক সিদ্ধসেন সূরি নামক জৈন পুরোহিত বিক্রমাদিত্যের উপদেষ্টা ছিলেন। একথা কত দূর সঙ্গত, আমরা বলিতে পারি না। অন্য এক জন জৈন-লেখক কহেন, ৭২৩ সম্বতে ভোজ রাজের সময়ে উজ্জয়িনী নগরীতে বহু সংখ্যক লোক বসতি করিত। ইনি এবং বৃদ্ধ ভোজ উভয়ে বৌদ্ধ ছিলেন। এ সকল জৈন গ্রন্থ হইতে সংকলন করা হইল। সংস্কৃত অন্যান্য গ্রন্থে এ সকল প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বৃদ্ধ ভোজ মনাতুঙ্গ সূরির শিষ্য ছিলেন। মনাতুঙ্গ, বাণ ও ময়ূর ভট্টের সমসাময়িক জৈনাচার্য্য। বাণকৃত "হর্ষচরিত" পাঠে সপ্রমাণ হয়, তিনি সপ্তশত খ্রীষ্টীয় অব্দে শ্রীকণ্ঠাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিই কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য এবং ইহাঁর নিকট চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ আহূত হইয়াছিলেন। কবি বাণ, হিয়াঙ-সিয়াঙ কৃত গ্রন্থ পাঠে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। হর্ষবর্দ্ধনে

"এ পর্য্যন্ত কাম্বোজ, গৌড়, অন্ধ্র, মালব ও সৌরাষ্ট্র দেশীয়গণ, বিখ্যাত দাতা বিক্রমের গুণ গান করিয়া থাকেন।"

"জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের যে উল্লেখ আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল। এই গ্রন্থ ১৪২৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ। তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং তদ্দৃষ্টে বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য ৫৬ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, ও কালিদাস স্বীয় তিন খানি কাব্য ৩২ খ্রীঃ পূঃ কিছু দিবস আগে এবং "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" ৩২ খ্রীঃ পূঃ ও নাটক সমূহ তৎপরে রচনা করেন। আমরা যে ১০ সংখ্যক শ্লোক "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" হইতে অবিকল কালিদাসের লেখনী নিঃসৃত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই শ্লোক এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকল লোকেই আবৃত্তি করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা যে কোন্ গ্রন্থের শ্লোক, তাহা অতি অল্প লোকে জানে। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" ভিন্ন অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এক্ষণে পাঠকগণ বলিতে পারেন, কালিদাস প্রণীত গ্রন্থে যখন জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ অবগত হওয়া যাইতেছে, তখন অন্য গ্রন্থ দেখিবার প্রয়োজন কি? এ কথা সত্য; কিন্তু এখানি কি মহাকবি কালিদাস প্রণীত?—কখনই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা তর্কবাচস্পতি মহাশয়

অপেক্ষা কি অধিক পণ্ডিত যে তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিব ? এ স্পর্দ্ধা আমাদিগের নাই। আমরা বাচস্পতি মহাশয়কে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, এক বার "রঘু," ও "কুমারের" রচনার সহিত "জ্যোতির্ব্বিদাভরণের" রচনাপ্রণালীর তারতম্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, মহাকবি কালিদাসের লেখনী এ গ্রন্থ কখনই প্রসব করে নাই; উহা অপর কোন কালিদাস কৃত। তিনি আপন গুণগরিমা বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থের অবতরণিকায় আপনাকে "নবরত্নের" অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভাওদাজী কহেন, এই দ্বিতীয় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের ৭০০ শত বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন; এবং বহু প্রমাণ দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ইনি জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী। পুনশ্চ, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণে" লিখিত আছে, জিষ্ণু * (ব্রহ্মগুপ্তের পিতা) বিক্রমাদিত্যের "নবরত্নের" সঙ্গে একত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থকার উজ্জয়িনী নগরীতে

* ১৮৭৩ সাল ডিসেম্বর মাসের "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পুস্তকে বাঙ্গালা পুস্তক সমালোচন মধ্যে, এক জন কৃতবিদ্য সমালোচক আমাদিগের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে জিষ্ণু শব্দের এস্থলে আভিধানিক অর্থ জয়ী বলিলে কোন গোলযোগ থাকে না, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদাভরণে শঙ্কু, বররুচি, মণি, অংশুদত্ত, জিষ্ণু প্রভৃতি কবিগণের নাম লিখিত আছে। ইহাতে জিষ্ণু ও অন্যান্য কবির ন্যায় এক ব্যক্তির নাম স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে। এই জিষ্ণু ব্রহ্মগুপ্তের পিতা। "জিষ্ণুসুত ব্রহ্মগুপ্তেন" ইত্যাদি ব্রহ্মগুপ্ত সিদ্ধান্ত দেখ।——

অধ্যাপক বেবর্ রামায়ণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে রঘুবংশদাব মহাকবি কালিদাস, অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটক ও মেঘদূতের প্রণেতা কি না এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার রঘুকার কালিদাস এবং নাটক ও মেঘদূতকার কালিদাস বিভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। আমরা বেবরের ন্যায় সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির এতাদৃশ কথায় বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। কেন না, এরূপ সন্দেহ কালিদাসের কাব্য নিচয়ের বিখ্যাত টীকাকার গণের কাহার(ও) মনে উপস্থিত হয় নাই। মল্লিনাথ রঘুবংশের টীকার প্রারম্ভে স্পষ্ট কহিয়াছেন "ব্যাখ্যাতং কালিদাসীয় কাব্যত্রয়মনাকুলম্" এখানে "কাব্যত্রয়" বলাতে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত এই তিন খানি কাব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। দিনকর কালিদাসের কাব্যের এক জন টীকাকার। তিনি ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই টীকা লিখিয়াছিলেন। চরিত্রবর্দ্ধনের টীকা দৃষ্টে তাঁহার টীকা লিখিত হয়। এই উভয় টীকার মধ্যে মেঘদূত যে অপর কোন কালিদাস কৃত, এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন বিস্তারকার, কৃষ্ণভট্ট, নাথ, ও দক্ষিণাবর্ত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ কেহই মেঘদূত ও নাটক সমূহ যে অপর কোন কালিদাসের কৃত, এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং অধ্যাপক বেবরের বাক্য নিতান্ত অলৌকিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

তাঞ্জোরের পুস্তকালয়ে কালিদাস-কৃত "নানার্থশব্দরত্ন" নামক একখানি কোষ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু উহা মহাকবি কালিদাসের কৃত নহে। কেননা "মেদিনীকোষে" মেদিনীকর সমস্ত প্রাচীন কোষের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে "নানার্থশব্দরত্নের" নাম পাওয়া যায় না। যথা—

"उत्पलिनी-शब्दार्णव-संसारावर्त्त-नाममालाख्यान्।
भागुरि वररुचि शाश्वत-वोपालित रन्तिदेव हर कोषान्॥
अमर शुभाङ्क हलायुध गोवर्द्धन-रभस पाल कृतकोषान्।
रुद्रामर-दत्ताजय गङ्गाधर धरणिकोषांश्च।
हाराबल्यभिधानं त्रिकाण्डशेषञ्च रत्नमालाञ्च॥
अपि बहुदोषं विश्वप्रकाशकोषञ्च सुविचार्य॥
वाभट-माधव-वाचस्पति धर्म्म-व्याडि-तारपालाख्यान्।
अपि विश्वरूप विक्रमादित्य-नामलिङ्गानि सुविचार्य॥
कात्यायन-वामन-चन्द्रगोमि-रचितानि लिङ्गशास्त्राणि।
पाणिनिपदानुशासन पुराण-काव्यादिकञ्च सन्निरूप्य॥"

"নানার্থ শব্দরত্ন" যদি কালিদাসকৃত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই "অমর," "বিশ্বপ্রকাশ," ও "শব্দার্ণব" প্রভৃতি কোষে এবং "অমর কোষের" বিবিধ টীকায়, তথা মল্লিনাথকৃত "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব," প্রভৃতি কোন না কোন কাব্যের টীকায়, তাহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইত। "নানার্থ শব্দ-রত্নের" একখানি "তরলা" নামী টীকাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে

উহা নিচুল যোগীন্দ্র-প্রণীত। ইনি ভোজরাজের আজ্ঞায় টীকা রচনা করিয়াছেন। যথা—

“ইতি-শ্রীমন্মহারাজ-ভোজরাজ-প্রবোধিত-নিচুল কবিনির্ম্মিতায়াং মহাকবি কালিদাসকৃত নানার্থশব্দরত্নদীপিকায়াং তরলাখ্যায়াং প্রথমং (দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়ং) নিবন্ধনম্।”

এই নিচুলকবি যদি কালিদাসের সহাধ্যায়ী নিচুল হয়েন, তাহা হইলে “নানার্থশব্দরত্ন” কবি কালিদাসের কৃত বলিলেও শোভা পায়। কিন্তু আমরা নিচুলের নাম গন্ধও “ভোজচরিত” মধ্যে পাইতেছি না। ইহাতে কি প্রকারে তাঁহাকে ভোজরাজের পার্ষদ বলিব?

“ভাগার্থচম্পূ” গ্রন্থকার এক জন কালিদাস। ইনি আপনাকে “অভিনব কালিদাস” নামে পরিচয় দিয়াছেন।

কর্ণেল্ উইল্‌ফোর্ড্ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে “শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য” হইতে কএকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রামাণিক বিষয় নাই। “শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য” জৈন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধনেশ্বর সূরি, বল্লভীরাজ শিলাদিত্য নৃপতির অনুমত্যনুসারে শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, “বীর (মহাবীর) তিন বৎসর পাঁচ মাস এবং পঞ্চদশ দিবস নির্ব্বাণের পরে ইন্দ্র নামক এক জন ধর্ম্মবিরোধী জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার পঞ্চম-স্বর খ্যাতি হইবে। তাহার ৪৬৬ বৎসর ৪৫ দিবস পরে বিক্রমার্ক রাজ

জন্মগ্রহণ করিয়া জিনের ন্যায় সিদ্ধসেন সূরির উপদেশ গ্রহণ করতঃ পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন এবং তৎকর্ত্তৃক চলিত অব্দ স্থগিত হইয়া নব অব্দ স্থাপিত হইবেক।" ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, বর্দ্ধমান বা মহাবীরের ৪৭০ বৎসর পরে সম্বৎ স্থাপিত হয়। এই প্রমাণ শ্বেতাম্বর জৈনেরা গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কর্ণেল উইল্‌ফোর্ড ও তাঁহার পণ্ডিতগণ বীরবিক্রমকে বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছিলেন। তাহাতে ৪৭০ বৎসরের ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে। "শত্রুঞ্জয়মাহাত্মের" মতানুসারে বল্লভীরাজ শিলাদিত্য বিক্রমের ৪৫৭ বৎসর পরে (৪২০ খ্রীঃ অঃ) সৌরাষ্ট্র হইতে বৌদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া শত্রুঞ্জয় এবং অন্যান্য তীর্থ স্থান পুনর্গ্রহণ করতঃ জৈন মন্দির সমূহ সংস্থাপিত করেন। আজি কালি, উইল্‌ফোর্ডের কথায় কেহ বিশ্বাস করেন না। তাঁহার সকল কথা এক্ষণকার ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা খণ্ডন করিয়াছেন।

"রাজতরঙ্গিণী" পাঠে স্থির হইতেছে যে খ্রীষ্টীয় পাঁচ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজ্য করেন, এবং তিনি মাতৃগুপ্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরের শাসনকর্তার পদ প্রদান করেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য একশত বৎসর রাজ্য করিয়া (৫৪১ খ্রীঃ অব্দে) পরলোক গত হয়েন।

উইল্‌সন্ সাহেব, হর্ষ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "আসীয়াটিক

নিসার্চেস্" পুস্তকে লিখিয়াছেন, শকারি বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে এই নামধেয় আর এক জন ভূপালের নাম পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিশেষ বিবরণ কিছুই লেখেন নাই। মুসলমান লেখকগণ বিক্রমাদিত্যের পুনঃ পুনঃ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন ঐতিহাসিক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না বা প্রকট করেন নাই।

রাজপুত্র কুলকবি চন্দবর্দাই তৎকৃত "পৃথ্বীরাজ চৌহানরাসে" মধ্যে শেষ নাগ, বিষ্ণু, ব্যাস, শুকদেব, এবং শ্রীহর্ষকে বন্দনা করিয়া কালিদাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ছন্দং কালিদাস সুভাষা সুবদ্ধং।
জিনে বাগবাণী সুবাণী সুবদ্ধং॥
কিয়ো কালিকা মুখ্য বাসং সুসুদ্ধং।
জিনে সেতুবন্ধো বিভোজন প্রবন্ধং॥"

এই কবিতায় কালিদাসকে ষষ্ঠ বলা হইয়াছে, ইহাতে হিন্দী কবিতার রসগ্রাহী গ্রাউন্ সাহেব কহেন যে, শ্রীহর্ষের পরে কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় কবিচন্দ্র ভট্ট শব্দালঙ্কারে বিভূষিত নৈষধের কবিতায় মোহিত হইয়া শ্রীহর্ষের নাম কালিদাসের পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছেন। একপকার অনেক আধুনিক কবি রঘুবংশ অপেক্ষা নৈষধের মান্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত কবিচন্দ্র শ্রীহর্ষের সমসাময়িক,

এজন্য তাঁহার সম্মানবৃদ্ধির নিমিত্ত কালিদাসের পূর্ব্বে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন প্রতীয়মান হয়।*

অমরকোষের টীকাকার বৈয়াকরণ "ক্ষীর স্বামী" তাঁহার গ্রন্থে কুমারসম্ভবের ও রঘুবংশের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, তাঁহার সময়ে কালিদাসের কাব্যনিচয় বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, ক্ষীর পণ্ডিত কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড়ের পার্ষদ ছিলেন। জয়াপীড় ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় কাশ্মীরে মহাভাষ্য প্রচারিত হয়।

কহ্লণপণ্ডিত "রাজতরঙ্গিণীর" তৃতীয় তরঙ্গে যে বিক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শকাব্দ স্থাপনের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহাকে কবিবন্ধু ও বিবিধগুণ-মণ্ডিত বলা হইয়াছে। তাঁহার মাতৃগুপ্ত, বেতালমেণ্ঠ, এবং ভর্ত্তৃমেণ্ঠ সভাসদ্ ছিলেন। "মেণ্ঠ" শব্দ ভট্টবাচক; তাহা হইলে বেতালমেণ্ঠ ও ভর্ত্তৃমেণ্ঠ, বেতালভট্ট, ও ভর্ত্তৃভট্ট এক হয়। কোন কোন জৈনগ্রন্থে "মেণ্ঠ" শব্দের পরিবর্ত্তে [illegible] এইরূপ লিখিত আছে। "বিশ্ব-

* উদ্ধৃত কবিতার [illegible]পাঠে বোধ হয়, চন্দ্র কবি কালিদাসকে সেতু-কাব্য এবং ভোজপ্র[illegible] বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থ খানি বল্লালকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার মধ্যে গ্রন্থকার কালিদাসের মুখের কতিপয় সুমধুর কবিতা প্রদান করাতে, চন্দ্র কবির উহা কালিদাসকৃত বলিয়া ভ্রম [illegible] থাকিবেক। আমরা এ বিষয় ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকুয়ারী পত্রের দুই সংখ্যায় [illegible]প্রমাণ করিয়াছি।

কোষ” অনুসারে সংস্কৃত ভাষায় “মেন্থ” শব্দের অর্থ প্রধান। বেতালভট্ট বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্গত এবং ভর্তৃহরি “নীতিবৈরাগ্য” ও “শৃঙ্গার শতক” গ্রন্থকার। ইনি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু মাতৃগুপ্ত কে?—কহ্লণ “রাজতরঙ্গিণীর” তৃতীয় তরঙ্গে ১০১ শ্লোক হইতে ২৫০ শ্লোক মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণে মাতৃগুপ্তের বিষয় লিখিত আছে। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং কাশ্মীরের শাসনকর্তা। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের অপর একটী নাম। কিন্তু পুরুষোত্তমকৃত “ত্রিকাণ্ড শেষ” মধ্যে কালিদাসের—রঘুকার, কালিদাস, মেধাকদ্র এবং কোটিজিৎ এই ৪টি মাত্র নাম লিখিত আছে। মাতৃগুপ্তকৃত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই, অথচ কহ্লণ পণ্ডিত তাঁহাকে প্রধান কবি বলিয়াছেন। রাঘবভট্ট শকুন্তলার টীকা মধ্যে মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপাঠে বোধ হয়, সে গুলি প্রধান কবির রচিত এবং সে গুলি কালিদাসের লেখনী নিঃসৃত বলিলেও শোভা পায়। রাজা প্রবরসেনের * মনোরঞ্জনার্থ কালিদাস “সেতু-কাব্য” নামক একখানি প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন।

---

* নৃপতি প্রবরসেন-কৃত “দশাস্য বধ প্রবন্ধ” নামক প্রাকৃত ভাষার এক খানি কাব্য আছে; উহা পঞ্চদশ সর্গে বিভক্ত। কুল নাথ ইহার সংস্কৃত ভাষায় টীকা লিখিয়াছেন, তাহার প্রারম্ভ বাক্য এই—

“সেতুপ্রবন্ধ” নামক কাব্যের টীকাকার রামদাস কহেন, বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞানুসারে কালিদাস উক্ত কাব্য রচনা করেন। যথা—

“धीराणां काव्यचर्चाचतुरिमविधये विक्रमादित्यवाचा
यं चक्रे कालिदासः कविमकुटमणिः सेतुनाम प्रबन्धं।
* * * तद्व्याख्यार्थं परिषदि कुरुते रामदासः स एव
ग्रन्थं जल्लालदीन्द्रक्षितिपतिवचसा रामसेतुप्रदीपम्।”

সুন্দরকৃত “[illegible]” গ্রন্থের টীকাকার রামাশ্রম কালিদাসকে “সেতুকাব্য” রচক বলিয়াছেন। বৈদ্যনাথকৃত “প্রতাপরুদ্র,” দণ্ডিপ্রণীত “কাব্যাদর্শ” এবং “সাহিত্যদর্পণ” গ্রন্থে সেতু কাব্যের উল্লেখ আছে। বিতস্তা নদীর উপরি প্রবরসেন নৃপতি যে সুন্দর নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেতু কাব্যে তাহারই বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইনি “অভিনব” বা দ্বিতীয় প্রবরসেন। ইহাঁর পিতামহ শ্রেষ্ঠসেন “রাজ-তরঙ্গিণীর”

“श्रीचन्द्रभूत् [illegible] प्रथमा
देवी प्रसादात् स सिरः कुलनायकाख्यो।
व्याख्यायते प्रवरसेननृपस्य सर्गा
[illegible]प्रबन्धम्॥”

প্রবরসেন নৃপতি যে একজন কবি ছিলেন, এ বিষয়ের উল্লেখ কহলণ রাজতরঙ্গিণীতে নাই। ইহাতে বোধ হয় কোন কবি স্বনাম গোপন করিয়া তাঁহার নামে এই “রাবণবধ” কাব্য প্রচার করিয়াছেন। ইহার প্রথম সর্গে সমুদ্র বর্ণন আছে, তৎপাঠে গ্রন্থকর্ত্তার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিতে হয়।

"প্রথম প্রবরসেন" নামে বিখ্যাত। পিল্লেপ্ এই দুই জন ভিন্ন অন্য কোন প্রবরসেনের নাম লেখেন নাই। দ্বিতীয় প্রবরসেন মাতৃগুপ্তের পরে কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্যের সভাসদ্ কবিবর "হর্ষচরিতে" * প্রবরসেনের ও "সেতুকাব্য" প্রণেতা কালিদাসের এই রূপ প্রশংসা করিয়াছেন ; যথা—

कीर्त्तिः प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वला
सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना।
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु
प्रीतिर्मधुरसार्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥

এই কালিদাস যদি প্রবরসেনের সমকালিক হয়েন, তাহা হইলে ইনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনি এবং মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি, ইহা "রাজতরঙ্গিণীর" প্রমাণে অবধারিত হইতেছে, এবং ইনিই মহাকবি কালিদাস—একথা ভাওদাজীও লিখিয়াছেন ; সুতরাং আমাদিগের মহাসংশয় উপস্থিত হইল। এক্ষণে কালিদাসকে লইয়া মহা প্রমাদ উপস্থিত

* সম্প্রতি কলিকাতায় ছাপাখানা হইতে শ্রীহর্ষচরিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহা প্রকাশক কর্তৃক সংস্কৃত (না হওয়া অসংস্কৃত) [illegible] হওয়াতে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে, এ জন্য তাহা [illegible] গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

বিক্রমাদিত্যও অনেকগুলি—তাহার মধ্যে উপরের লিখিত বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণানুসারে শকারি বিক্রমাদিত্য একজন পৃথক ব্যক্তি। কথিত আছে, মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মুলতানের নিকটস্থ কারার নামক স্থানে শকগণকে পরাজিত করতঃ "শকাব্দ" স্থাপন করেন। আমরা বাল্যকালে জানিতাম, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে দমন করিয়া অব্দ স্থাপন করেন ও তাঁহার নবরত্নের সভায় কালিদাস ৫৭ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা খণ্ডন হইতেছে। সম্প্রতি কালিদাসকে আধুনিক স্থির করিবার চেষ্টা পাওয়াতে অনেকেই আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্তু আমরা বিচারক হইয়া বিবাদ করিবার জন্য সাহিত্য-রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হইতেছি না। আমরা যেখানে যে প্রমাণ পাইলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, তাঁহারা দেখুন, কালিদাসের বিষয়ে কিরূপ সংশয় হয়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। "রাজতরঙ্গিণীর" মতে হর্ষ বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করেন; তাহা হইলে মাতৃগুপ্ত আমাদিগের কালিদাস, এবং উল্লিখিত জনশ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর দেশে ৪ বৎসর ৯ মাস এক দিবস রাজ্য করিয়া, বিক্রমাদিত্য পরলোক গত হইলে, উক্ত রাজ্যের যথার্থ উত্তরা-

ধিকারী প্রবরসেনকে উহা প্রত্যর্পণ করতঃ যতি-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে আগমন করেন ; এবং প্রবরসেনের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া "সেতু-কাব্যে" তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত স্ত্রীর বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, এটি মেঘদূতের ঘটনার সহিত ঐক্য হইলে কবির স্বীয় বিবরণ বলিলেও বলা যায়। তিনি আপন শোক যক্ষমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং রামগিরির শৃঙ্গে বসিয়া আষাঢ়ের এক খানি নবীন মেঘকে স্বীয় প্রেয়সীর নিকট বার্ত্তা লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। কবি প্রিয়াবিরহ মেঘদূতে বিন্যস্ত করিয়াছেন, এজন্য স্বভাবতঃ তাঁহার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা উত্তম রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম কমলা ছিল। কালিদাস যেরূপ হিমালয়ের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কখনই এতাদৃশ উৎকৃষ্ট হইত না ; ইহাতে বোধ হয়, তিনি কাশ্মীর প্রদেশে, অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন।

উপসংহার কালে এইমাত্র বক্তব্য, যদি মাতৃগুপ্ত আমাদিগের মহাকবি কালিদাসের নামান্তর হয়, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা এই প্রমাণ সংস্কৃত এক মাত্র প্রামাণিক পুরাবৃত্ত "রাজ-তরঙ্গিণী" হইতে গ্রহণ করিলাম।

মল্লিনাথ স্থরি "মেঘদূতের" চতুর্দশ সংখ্যক শ্লোকের

বররুচি।

"সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

বররুচি। *

আমরা ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া ক্রমশঃ নব নব প্রবন্ধ, পুরাবৃত্তপ্রিয় পাঠকবর্গের করকমলে উপহার প্রদান করিতেছি। এসকল অনুসন্ধান যে একবারে ভ্রমবিহীন হইবেক, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে বিশেষ অনুসন্ধানের পর, প্রস্তাব সমূহ লিপিবদ্ধ করিলাম; ইহাতে যদি ঐতিহাসিক কোন ভ্রম প্রমাদ থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব। ইতাগ্রে কালিদাসকে আধুনিক স্থির করায় কোন কোন ব্যক্তি আমাদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি। ঐতিহাসিক সত্য গোপন রাখা কোন মতেই উচিত নহে। সে যাহা হউক, এক্ষণে "প্রকৃতমনুসরামঃ——"

নিউ ইয়র্কে মুদ্রিত এক খানি পুস্তকে † নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট, লার্ড বায়রণ্, থ্যাকারী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি-

---

* संस्कृतविद्यासुन्दरम् । महाकवि वररुचि विरचितम् । संस्कृत व्याख्यानुगतम् । कलिकाताया राजधान्याम् प्राकृत यन्त्रे मुद्रितम् ॥

† "Strange Visitora."

গণের ভূতযোনি-বিরচিত প্রস্তাব কলাপ প্রকাশিত হইয়াছে; আমাদিগেরও সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টে বোধ হইতেছে, 'বররুচির ভূতযোনি' এখানি কেহ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, নতুবা এই আধুনিক আদিরস ঘটিত গল্প "নবরত্নের" রত্ন বিশেষ বররুচিকৃত কখনই হইতে পারে না। ইহার রচনা-চাতুর্য্য কিছুই নাই। বরং স্থানে স্থানে কুৎসিত ভাব সম্পন্ন আধুনিক কবিগণের প্রীতিকর সংস্কৃত অশ্লীল কবিতা দৃষ্টে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রধান কবির রচিত বলিয়া বিবেচনা করা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশীয় তরল-হৃদয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাতে ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যাসুন্দরের ভাব প্রায় গৃহীত হইয়াছে, এবং মুদ্রিত পুস্তকের শেষ ভাগে যে "চৌরপঞ্চাশৎ" আছে, তাহা চোর কবি বিরচিত। বররুচি নামে দুই ব্যক্তি ছিলেন। কাত্যায়ন বররুচি ও বররুচি। ভট্ট-মোক্ষমূলর এই দুই বররুচিকে এক ব্যক্তি বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার "ইষ্টইণ্ডিয়া হাউসের" পুস্তকালয় স্থিত আত্মানন্দকৃত ঋগ্বেদ ভাষ্যে, "সর্ব্বানুক্রমণি" মধ্যে "অত্র শৌনকাদিমত-সংগৃহীতুর্বররুচেরনুক্রমণিকা" এই পঙ্‌ক্তি পাঠে ভ্রম হইয়াছে। "সর্ব্বানুক্রমণি" কাত্যায়ন বররুচি কৃত, তৎকৃত মাধ্যন্দিন প্রাতিশাখ্যও প্রসিদ্ধ। ইনি পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিক-কর্ত্তা এবং বৈদিক কল্পসূত্র প্রণেতা। "কথাসরিৎসাগরে" লিখিত আছে, পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের অনুচর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে

কাত্যায়ন বা বররুচি * নামে কৌশাম্বী নগরীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয় “এই বালক শ্রুতধর হইবে এবং বর্ষ পণ্ডিত হইতে ইহার সমস্ত বিদ্যালাভ হইবে; বিশেষতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইহার আত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং যদ্যৎ বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্মিবে বলিয়া ইঁহার নাম বররুচি হইবে।” যথা—

“একঃ শ্রুতধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষাদবাপ্স্যতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি॥
নাম্না বররুচিশ্চৈষ তত্তদস্মৈ হি রোচতে।
যদ্যদ্বরং ভবেৎ কিঞ্চিদিত্যুক্ত্বা বাগুপারমৎ॥” †

ইনি অতি শৈশবাবস্থায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া সেই নাটক খানি তাঁহার মাতার সমীপে অবিকল কণ্ঠস্থ বলিয়াছিলেন, এবং তখন তিনি তাদৃশ শ্রুতধর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ব্যাড়ির নিকট একবার প্রাতিশাখ্য শ্রবণ করতঃ গ্রন্থ না দেখিয়াই তাহা সমুদায় আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বর্ষপণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পাণিনিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে পরাভব করিয়াছিলেন কিন্তু মহাদেবের কৃপায় পাণিনি

---

* “ততঃ স মর্ত্ত্যবপুষা পুষ্পদন্তঃ পরিভ্রমন্।
নাম্না বররুচিঃ কিঞ্চ কাত্যায়ন ইতি শ্রুতঃ॥”
হেমচন্দ্র কোষে কাত্যায়ন এবং বররুচি এক নাম স্থির হইয়াছে।

† এই “বৃহৎ কথার” বাঙ্গালা অনুবাদ, পৃঃ ১২, প্রথম ভাগ দেখ।

অবশেষে জয় লাভ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন, পাণিনি-ব্যাকরণ অধ্যয়নান্তে তাহার বার্ত্তিক প্রস্তুত করেন। এই "কথাসরিৎসাগরের" মতানুসারে তিনি নন্দের মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন; ইহা সত্য হইলে তিনি তিন শত খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন সপ্রমাণ হইতেছে। কেহ কেহ কথাসরিৎসাগরের মূল গ্রন্থ "বৃহৎ কথার" রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন, * কিন্তু এ খানি গল্পের পুস্তক; এজন্য ইহার সকল বিষয় ঐতিহাসিক প্রকৃত ঘটনার সহিত ঐক্য আছে কিনা সন্দেহ সুতরাং তাহার সকল বিবরণ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ পাণিনি মুনি কখনই কাত্যায়ন-বররুচির সমকালবর্ত্তী ছিলেন না। সুতরাং "বৃহৎ কথার" প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতেছে। আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের মতে তিনি পতঞ্জলির সমসাময়িক এবং ১৪০ ও ১২৫ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ এই কাত্যায়ন-বররুচিকে "কর্ম্ম প্রদীপ" বা "ছন্দোগ-পরিশিষ্ট" প্রণেতা বিবেচনা করেন, কিন্তু সেটি তাঁহাদিগের ভ্রম—কেননা এই গ্রন্থ ঋষি কাত্যায়ন প্রণীত। এই কাত্যায়ন গোভিল মুনির পুত্র। এতদ্ভিন্ন আর এক গোত্রকার কাত্যায়ন ছিলেন, তৎকর্ত্তৃক কাত্যায়ন গোত্র বা বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাঁরই

* "শ্রীরামায়ণ ভারত বৃহৎ কথানাং কবীন্নমস্কুর্মঃ ত্রিস্রোতা ইব সরসা সরস্বতী স্ফুরতি যৈর্ভিন্না ॥" গোবর্দ্ধনঃ।

নাম শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি আর্ষ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।*
এক্ষণে বিক্রমের বররুচির পরিচয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক।
আমরা শকারি বিক্রমাদিত্য, সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য, এবং
উজ্জয়িনীর অধীশ্বর নবরত্নসভা-সংস্থাপক বিক্রমাদিত্য, এই
তিন জন বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য পাইয়াছি। ইহার মধ্যে প্রথ-
মোক্ত নৃপতিদ্বয় শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য; তৃতীয় বিক্র-
মাদিত্য "রাজতরঙ্গিণীর" মতে যদিও শকদিগকে দমন করিয়া
ছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত নহেন। পুরা-
কালে শক জাতিরা সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করিত, এ জন্য হিন্দু-
ভূপালবর্গ সর্ব্বদা সসজ্জিত থাকিতেন। কাজেই আমাদিগের
তৃতীয় বিক্রম, যিনি হর্ষবিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত, তিনিও
তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই কার্য্য করিয়া
তিনি স্বীয় অব্দ প্রচলিত করেন নাই। আমরা এই সকল
কারণে প্রথমোক্ত দুই বিক্রমাদিত্যকে "কালিদাসের" বিবরণে
শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য বলিয়াছি। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ"
নামক কালজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে বররুচি সম্বৎকর্ত্তা
বিক্রমাদিত্যের সভার "নবরত্নের" অন্তর্ব্বর্ত্তী, কিন্তু যখন
উহা এক জন জাল কালিদাস কৃত, এবং তাঁহার লিখিত

---

* "কাত্যায়নস্য হৈতে মন্ত্রপরাঃ"। [প্রশ্ন-শ্রুতি]
"কাত্যায়ন-বৃহস্পতী"। [যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি]
"মার্কণ্ডেয় দীর্ঘায়ুস্তথা কাত্যায়নো দ্বিজঃ।" [রামায়ণ, বালকাণ্ড]

ঐতিহাসিক ঘটনা সকল অনৈক্য সপ্রমাণ হইতেছে, তখন, উক্ত গ্রন্থকে প্রমাণস্থলাভিষিক্ত করা অন্যায়। "ভোজ-প্রবন্ধে" লিখিত আছে,—

"अथ धारानगरे न कोऽपि मूर्खो निवसति। क्रमेण पञ्चशतानि सेवन्ते विदुषां श्रीभोजम्। वररुचि सुबन्धु बाण मयूर रामदेव हरिवंश शङ्कर कलिङ्ग कर्पूर विनायक मदन विद्याविनोद कोकिल तारेन्द्र प्रमुखाः।"

এক্ষণে মীমাংসা করা আবশ্যক। বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুবন্ধু তাঁহার ভাগিনেয় *। ইহাঁদিগের উভয়ের নাম এবং কালিদাসের নাম বল্লাল মিশ্র লিপিবদ্ধ করিয়া ভোজ দেবের পার্ষদ স্থির করিয়াছেন। এই ভোজ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। দ্বিতীয় প্রবর সেনের সমসাময়িক, উজ্জয়িনীর শ্রীমান্ বিক্রমাদিত্য বা হর্ষ বিক্রমাদিত্যও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন, ইহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। "সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন, ও সেই রাজা লোকান্তরগত হইলে তিনি "বাসবদত্তা" রচনা করেন * এবং বাসবদত্তার প্রারম্ভে বিক্রমাদিত্য মানবলীলা সম্বরণ করাতে আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন; যথা—

* [illegible] বিক্রমাদিত্য [illegible]
[illegible] ভাগিনেয় [illegible] —[ভূমিকা]

"সা রসবত্তা নিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥"

এই সকল প্রমাণে বোধ হইতেছে, হর্ষ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সুবন্ধু, কালিদাস, এবং বররুচি বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহবান্ ভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বররুচি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। তিনি ভোজরাজের পৌরোহিত্য করিতেন এবং তাঁহার এক মাত্র আশ্রয় পাদপ ভোজের মৃত্যুর পর তৎকৃত "ভোজ-চম্পূ" সম্পূর্ণ করেন। বররুচি প্রণীত "প্রাকৃত প্রকাশ" এক খানি উপাদেয় প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ। তাঁহার কৃত "লিঙ্গবিশেষবিধি-কোষ" অতি প্রসিদ্ধ। মেদিনীকার এবং হলায়ুধ তাঁহার বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নামে "নীতিরত্ন" নামক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও প্রচারিত আছে।

সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রী হর্ষ কবি ।
নৈষধীয় কাব্য লিখি যশ পান ।

শ্রীহর্ষ।

ভারতবর্ষে শ্রীহর্ষ নামা দুই জন বিখ্যাত কবি ছিলেন। অধ্যাপক উইল্‌সন্‌ সাহেব ইহাঁদিগের উভয়কে এক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এই অনুমানে তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে। তাহা পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত প্রস্তাবে দুই জন শ্রীহর্ষের পৃথক্‌ পৃথক্‌ জীবন চরিত পাঠে, উত্তমরূপ বুঝিতে পারিবেন।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে বঙ্গদেশে আদিসুর নামা ন্যায়পরায়ণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদোপরি একটী গৃধ্র পতিত হওয়াতে, রাজা ভাবি-বিঘ্ন আশঙ্কায় পণ্ডিতমণ্ডলীকে তাহার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, তচ্ছ্রবণে বুধগণ সকলেই গৃধ্রের মাংস দ্বারা হোম করিতে কহিলেন। রাজা গৃধ্র ধৃত করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই নীরব হইলেন। কিন্তু সভাস্থিত কোনক ভূসুর কহিলেন যে, তিনি সম্প্রতি কান্যকুব্জ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; তথায় এতাদৃশ রাজ-ভবনে গৃধ্রপতিত হওয়াতে, রাজা ভট্ট নারায়ণাদি দ্বারা মন্ত্র বলে গৃধ্র ধৃত করতঃ তাহার মাংসে যজ্ঞাদি করিয়াছেন, তাহা

স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গাধিপ আদিশূর এই কথা শুনিয়া কিয়দ্দিবস মধ্যেই কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ নামা বেদপারগ পঞ্চ বিপ্রকে সস্ত্রীক স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে ৯৯৯ শকাব্দে নির্ম্মিত একটী ভবনে বাস করিতে অনুমতি করিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ সৎকবি। *

শ্রীহর্ষদেব শ্রীহীরদেবের ঔরসে এবং মামল্ল দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের ন্যায় আপন পরিচয় গোপন করেন নাই। নৈষধ চরিতের প্রত্যেক সর্গের শেষে তিনি গর্ব্বোক্তি সহকারে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা—প্রথম সর্গের শেষ শ্লোক :—

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্ল দেবী চ যং
তচ্চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফলে শৃঙ্গারভঙ্গ্যা মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽয়মাদির্গতঃ।

অর্থাৎ "কবিরাজরাজির মুকুটালঙ্কারহীরকস্বরূপ শ্রীহীর এবং মামল্লদেবী যে জিতেন্দ্রিয় শ্রীহর্ষকে পুত্ররূপে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহর্ষের চিন্তামণি মন্ত্র চিন্তনের ফলস্বরূপ

* এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন কারণ অনেকে অন্যপ্রকারে বর্ণন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন, আদিশূর পুত্রেষ্টিযাগের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আনাইয়াছিলেন। ফল, যে কোন মতেই যজ্ঞের নিমিত্ত আগমন বটে।

তবে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য, অন্য অন্য রসও আছে। এই নৈষধচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের প্রথম সর্গ শেষ হইল।"

পুনর্ব্বার গ্রন্থের শেষে কান্যকুব্জ অধিপতির নিকট হইতে শ্রীহর্ষ তাম্বুলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন লিখিয়াছেন, যথা —

"তাম্বূলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ।"

পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ "নৈষধ" এবং "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" [illegible] গ্রন্থ এই মাত্র কবি শ্রীহর্ষ প্রণীত [illegible] —

"[illegible]" গ্রন্থকর্তা বেদাচার্য্য [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন। [illegible] কিন্তু উহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বোধ হইতেছে; এবং শ্রীহর্ষ স্বয়ং যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত ঐক্য হইতেছে না।

সুবিখ্যাত জৈন লেখক রাজশেখর ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে "প্রবন্ধ কোষ" রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীহীর-পুত্র শ্রীহর্ষদেব বারাণসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথাকার নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের পরিতোষার্থে নৈষধ চরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই বিবৃতি প্রবন্ধ কোষ হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম॥ [ক-চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখ]

জয়ন্তচন্দ্র পঙ্গুল নামে বিখ্যাত এবং অনহিল [illegible] পত্তনের অধীশ্বর কুমার পালের সমকালবর্ত্তী। মুসলমান নৃপতিগণ ইঁহার বংশ এক কালে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলার্ সাহেব কহেন, এই জয়ন্ত চন্দ্র

কাষ্ট্রকূট ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ইনিই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। রাজশেখরের বিবরণ প্রামাণিক বোধ হইতেছে, কেন না, ইহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ঐক্য আছে।

শ্রীহর্ষ এক জন অসাধারণ কবি। ইহাঁর রচিত নৈষধ কাব্য দ্বাবিংশ সর্গে সম্পূর্ণ, সর্গগুলিও সুবিস্তীর্ণ। এই গ্রন্থে কবি বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বাদশ সর্গে সরস্বতী কর্তৃক পঞ্চনল বর্ণনে কাব্যালঙ্কারের এক শেষ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শেষ সর্গে "নলস্য সন্ধ্যা বর্ণনং" "তমো বর্ণনং" "চন্দ্র বর্ণনং" প্রভৃতি বর্ণনা গুলি অতীব মনোহর। এই সকল দৃষ্টে শ্রীহর্ষ এক জন অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, বিবেচনা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার রচনার অনেক স্থলই অত্যুক্তিদোষে দূষিত ও শব্দালঙ্কার গুলিও কার্কশ্য-দোষে দুষ্ট। এতদ্বিধায় আমরা বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণের ন্যায় "উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ" বলিতে পারি না। তাঁহার মাতুল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মট-ভট্ট বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার নৈষধ, "কাব্যপ্রকাশ" রচনার কিছুকাল পূর্বে রচিত হইত, তাহা হইলে তিনি কেবল মাত্র নৈষধের শ্লোক লইয়া সমুদায় দোষ পরিচ্ছেদটী লিখিতেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীহর্ষ তাঁহার মাতুলালয়ে অবস্থিতি

করিয়া কাব্য লিখিতেন এবং একটী শ্লোক রচনা করিয়াই তাহা তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তিত করিতেন। তদ্দৃষ্টে তাঁহার মাতুল ভাবিলেন যে, এরূপ করিলে এক খানি কাব্য বহুকালেও সম্পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ; এজন্য তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জনিত সন্দিগ্ধচিত্ততা যাহাতে আর না থাকে, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ মাসকলাই ভোজন করিতে দিতেন, ইহাতে শ্রীহর্ষের বুদ্ধি ক্রমে স্থূল হইয়া উঠিল; এতৎপরে আর তাঁহার কাব্য রচনার সংশোধন আবশ্যক হইত না। শ্রীহর্ষ তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা হ্রাস হওয়ায় আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "অশেষ শেমুষী মোষ মাস মশ্নামি কেবলং" অর্থাৎ সকল বুদ্ধি বিনাশক মাসকলাই মাত্র খাইতেছি। মাসকলাই খাইলে যে বুদ্ধি নাশ হয়, ইহা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিতে পারেন একথা যদি সত্য হইলে নিত্য মাসকলাই ভোজী রাঢ় দেশীয় অধ্যাপকগণ ঘোর মূর্খ হইতেন।

এই শ্রীহর্ষ কবি এবং দার্শনিক। একাধারে এই দুই বিষয়ে পারদর্শিতা প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" গোতমীয় ন্যায় শাস্ত্র প্রভৃতির খণ্ডন গ্রন্থ। এখানি অতি কঠিন। বঙ্গদেশীয় অতি অল্প ব্যক্তি ইহার অধ্যাপনা করেন। শ্রীহর্ষ "নৈষধ" এবং "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" ব্যতীত "স্থৈর্য্য বিবরণ," "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি," "অর্ণববর্ণন," "ছন্দঃ-প্রশস্তি," "বিজয়প্রশস্তি," "শিবশক্তিসিদ্ধি বা শিবভক্তিসিদ্ধি"

এবং "নবসাহসাঙ্কচরিত" রচনা করিয়াছেন। এ গুলি অত্যন্ত বিরল প্রচার।

শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব। ইঁহার বংশজাত ধুরন্ধর মুখটী বঙ্গদেশীয় মুখোপাধ্যায় বংশের আদিপুরুষ, যথা—

ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ বংশজাতঃ

ধুরন্ধর মুখটী স্ব স্ব মুখ্যঃ।

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব "রত্নাবলীনাটিকার" প্রণেতা। কেহ কেহ বলেন, ধাবক শ্রীহর্ষ দেবের নিকট অর্থ লইয়া তাঁহার নামে "রত্নাবলী" প্রতিষ্ঠিত করেন, যথা ;—

শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্, ইতি কাব্য প্রকাশঃ। শ্রীহর্ষো রাজা। ধাবকেন রত্নাবলীনাটিকা তন্নাম্না কৃত্বা বহুধনং লব্ধম্। ইতি প্রকাশাদর্শে মহেশ্বরঃ। ধাবকঃ কবিঃ। স হি শ্রীহর্ষ নাম্না রত্নাবলীং কৃত্বা বহুধনং লব্ধবান্। ইতি নাগেশভট্টঃ। শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞো নাম্না রত্নাবলীনাটিকাং কৃত্বা ধাবকাখ্যঃ কবির্বহুধনং লব্ধবান্ ইতি প্রসিদ্ধম্। ইতি প্রকাশ প্রভায়াং বৈদ্যনাথঃ। তথা ধাবকনামা কবিঃ স্বকৃতাং রত্নাবলীং নাম নাটিকাং বিক্রীয় শ্রীহর্ষ নাম্নো নৃপাৎ বহুধনং প্রাপেতি প্রচ্ছন্নং ধনম্। ইতি প্রকাশতিলকে জয়রামঃ।

এই সকল গুরুতর প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা "রত্নাবলী" ধাবক কৃত বলিতে অপারক হইতেছি; কেন না ধাবক, মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; যথা কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্রে" প্রস্তাবনায়—

—প্রথিতযশসা ধাবক সৌমিল্ল কবি পুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য
বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং বহুমানঃ ?

ধাবক একজন আলঙ্কারিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কৃত
কোন গ্রন্থ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। সাহিত্যসার প্রভৃতি গ্রন্থে
তাঁহার নামোল্লেখ মাত্র আছে। সাহিত্যসারে লিখিত আছে,
ধাবক অতি দরিদ্র ছিলেন এবং তিনি মন্ত্রসিদ্ধি বলে কবিত্বশক্তি
লাভ করতঃ এক শত সর্গে "নৈষধীয় চরিত" রচনা করিয়া
শ্রীহর্ষরাজ সমীপ হইতে পুরস্কার স্বরূপ নিষ্কর ভূমি লাভ করেন।
ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমাদিগের একমাত্র যুক্তিদায়িনী "রাজতরঙ্গিণীর" মতে
শ্রীহর্ষ নানাদেশভাষাজ্ঞ ও সৎকবি, যথা ৮ তরঙ্গে—

সোঽশেষ দেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষ্বপি।

শ্রীহর্ষের গ্রন্থের নাম "রাজতরঙ্গিণী" মধ্যে নাই। তথাপি
তিনি যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ * রচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে
সংশয় করা অন্যায়। বাণভট্টকে কেহ কেহ "রত্নাবলী"-রচক
বলেন। তাহার এই মাত্র কারণ যে, তাঁহারা তৎকৃত
"হর্ষচরিতের" প্রারম্ভে এবং "রত্নাবলীর" সূত্রধর মুখে "দ্বীপা-
দন্যস্মাদপি" এই এক রূপ শ্লোকারম্ভ দেখিয়াছেন। ইহাতে

---

* এই দুই খানি দৃশ্য কাব্য ভিন্ন কেহ কেহ শ্রীহর্ষকে প্রিয়দর্শিকা নাম্নী
নাটিকা প্রণেতা কহিয়া থাকেন।

বাণভট্টকে রত্নাবলীপ্রণেতা বলা কতদূর সঙ্গত, কিন্তু পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। মহামহোপাধ্যায় উইল্‌সন্ সাহেব কহেন, শ্রীহর্ষদেব ১১১৩ হইতে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন; কিন্তু এই কাল নিরূপণ আমাদিগের যুক্তি-সঙ্গত বোধ হইতেছে না; কেননা, মালবেশ্বর মুঞ্জের সভাসদ্ ধনঞ্জয় কৃত "দশরূপ" এবং ভোজদেব প্রণীত "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" মধ্যে রত্নাবলী হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অলঙ্কার গ্রন্থদ্বয় ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত; সুতরাং তাহা হইলে শ্রীহর্ষের দৃশ্য কাব্যত্রয় উইল্‌সন্ সাহেবের আনুমানিক কালে রচিত হয় নাই।

শ্রীহর্ষ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ" এবং "শ্রীহর্ষদেবেনাऽপূর্ব্ববস্তুরচনালঙ্কৃতা রত্নাবলী।"

তথা "শ্রীহর্ষদেবেনাপূর্ব্ববস্তুরচনালঙ্কৃতং বিদ্যাধরজাতকপ্রতিবদ্ধং নাগানন্দং নাম নাটকম্।"

এ কথা যথার্থ—

"নাগানন্দ দৃশ্য কাব্য অতি চমৎকার।
কাব্য-প্রিয়গণে বহুমূল্য রত্নহার॥
রত্নাবলী—(যার কিবা সুচারু গ্রন্থন।)
কোথা রয় তার কাছে হীরক রতন॥"

রত্নাবলীর নান্দীমুখে গ্রন্থকার হরপার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়াছেন, কিন্তু নাগানন্দ রচনা কালে বুদ্ধদেবকে নমস্কার

করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, শ্রীহর্ষ প্রথমে আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন এবং অগ্রে রত্নাবলী, তৎপরে নাগানন্দ রচনা করেন।

হেমচন্দ্র।

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Foot-prints on the sands of time;"

LONGFELLOW.

হেমচন্দ্র।

"রাসমালা" নামক গুজরাটের পুরাবৃত্ত মধ্যে লিখিত আছে, হেমচন্দ্র বা হেমাচার্য্য মহারাজ কুমারপালের রাজ্য-কালে বর্ত্তমান ছিলেন। তদাযনের জৈনাচার্য্যগণ তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধীয় যে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই "রাসমালায়" সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং আমরাও তাহাই এস্থলে গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম। হেমচন্দ্রের পিতার নাম চাচিঙ্গ এবং মাতার নাম পাহিনী। ইঁহারা উভয়ে গুজরাটে বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের প্রকৃত নাম চংদেব। তাঁহার পিতার হিন্দুধর্ম্মে অটল ভক্তি ছিল, কিন্তু পাহিনী দেবী গোপনে জৈন ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। হেম-চন্দ্রের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদা দেবচন্দ্র আচার্য্য, তাঁহার অনুপম মুখশ্রী, এবং দেবতুল্য কান্তি সন্দর্শনে তাঁহার পিতার অবর্ত্তমানে পাহিনী দেবীর সম্মতি ক্রমে তাঁহাকে "করুণাবতী" মন্দিরে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত লইয়া গেলেন। চাচিঙ্গ বাটী প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া যার পর নাই পরিতাপিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে

"করুণাবতী" মন্দিরে চঙ্গদেবের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দেবচন্দ্র আচার্য্যের নিকট জ্ঞাত হইলেন, যে তাঁহার তনয় "হেমচন্দ্র" নাম গ্রহণ করিয়া "উদয়ন" মন্ত্রীর আবাসে জৈন ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতেছেন। হেমচন্দ্রের মন জৈনাচার্য্য-বর্গের উপদেশে এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি পিত্রালয়ে কোন ক্রমেই প্রত্যাগত হইলেন না। কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি সূরি বা আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। সৌভাগ্যে কুমারপাল মালবদেশে প্রবেশ করিলে উদয়ন মন্ত্রীর দ্বারা তিনি রাজসমীপে নীত হইলেন এবং তাঁহার বাক্যালাপে নৃপতির হৃদয় অতীব প্রফুল্ল হইল। রাজা হেমাচার্য্যের উপদেশানুসারে সাগরের তরঙ্গমালায় ভগ্নপ্রায় দেবপত্তনে সোমেশ্বরের মন্দির বহু ব্যয়ে সংস্কার করেন, এবিষয় উক্ত মন্দিরের প্রস্তরফলকে (৮৫০) বল্লভী সম্বৎ মধ্যে সম্পন্ন হয়, খোদিত ছিল। এই কীর্ত্তি কথাতে প্রস্তরফলকের লিপিতে কুমারপালের ভুরি ভুরি প্রশংসা করা হইয়াছে। রাজা কুমারপাল আচার্য্য হেমচন্দ্রের উপদেশ মতে মন্দিরের সংস্কার কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত দুই বৎসর আমিষ ভোজন, ও স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে, রাজসভায় তাঁহাদের মান দিন দিন খর্ব্ব হইতে লাগিল সুতরাং তাঁহারা হেমচন্দ্রের যাহাতে মানহানি হয়—তাহার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের উপর জৈনাচার্য্যের প্রভুত্ব তাঁহাদের

সকলের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা রাজাকে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস হেমচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে উপাসনা করিতে কহিলেন। হেমচন্দ্র জৈন, তিনি সোমপূজক ছিলেন না, কিন্তু রাজার প্রস্তাবে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। তিনি গির্ণার এবং শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের জৈন তীর্থ বিলোকনানন্তর দেবপত্তনে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথা হইতে রাজা ও পারিষদ বর্গের সহিত সোমেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের সোপান হইতে তোরণ শ্রী বৃহস্পতি সমভিব্যাহারে রাজা ও হেমচন্দ্র দেবতাকে বন্দনা এবং প্রদক্ষিণাদি করিলেন। রাজা ও পারিষদ-বর্গ হেমচন্দ্রকে এতদিন জৈন জানিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে পৌরাণিকের ন্যায় উপাসনা করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের ভ্রম দূর হইল। হেমচন্দ্র অতি চতুর, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে কিছু মাত্র আস্থা ছিল না; কেবল রাজপ্রসাদ লাভের জন্যই তাঁহাকে নানা কৌশল করিতে হইল; এবিষয়ে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছিল বলিতে হইবেক। সোমেশ্বর হইতে তিনি রাজাকে লইয়া "অনিহীল" পুরে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে জৈন ধর্ম্মের অনেক রহস্য কহিলেন, এবং ক্রমে কুমারপালের হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস হ্রাস হইয়া আসিল। গুজরাটের মধ্যে তিনি পশুহিংসা নিবারণ করিলেন, এবং তাঁহার অনুজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত দেব-দেবীর নিকট পশ্বাদি বলিদানের পরিবর্ত্তে শস্যাদি উপহার দিত। কুমার-

পালের জৈন ধর্ম্মে বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইয়া উঠিল। তিনি অনহীলপুরে "কুমারবিহার" নামক পার্শ্বনাথের মন্দির স্থাপন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক দেবপত্তনে একটী সুদৃশ্য জৈন মন্দির নির্ম্মিত হইল। কুমারপাল জৈন ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ আজ্ঞানুসারে দীক্ষিত হইয়া, প্রজাবর্গের মধ্যে স্বীয় অকৃত্রিম দয়া ও ধর্ম্মের প্রোজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন, এবং সকলেই তাঁহাকে রঘু, নহুষ, ও ভরতের সমকক্ষ বলিতে লাগিল। "প্রবন্ধচিন্তামণি" গ্রন্থ মধ্যে কুমারপালের অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল হেমচন্দ্রের বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বোধে গ্রহণ করিতে বিরত হইলাম। রাজশেখরের প্রবন্ধে হেমসূরির বিবরণ যাহা আছে—তাহা নিম্নে গ্রহণ করিলাম। কুমারপালের ত্রিংশৎ বর্ষ রাজ্যকালে হেমাচার্য্য আপনাকে অত্যন্ত প্রাচীন বোধ করিয়া নির্ব্বাণ কামনায় আহারাদি এক কালে পরিত্যাগ করিলেন এবং কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ৮৪ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল।

হেমচন্দ্র সম্বন্ধে অলৌকিক নানাবিধ গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু সে সকল অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় গ্রহণ করিলাম না। "রাসমালার" মতানুসারে তিনি ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। প্রসিদ্ধ জৈন বৈয়াকরণ পূজ্যপাদ জ্যোতিষ-শাস্ত্র-বেত্তা অজিত যতির পরে হেমচন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে, তাঁহার সময়ে "জৈন

কল্পদ্রুম" রচিত হয়। এক জন জৈন লেখক কহেন যে, তিনি বেশ্য ছিলেন।

হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। ইনিই এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য এবং এতদ্দ্বারা জৈন ধর্ম্মের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। "প্রবন্ধ ভূষণ" গ্রন্থে লিখিত আছে, ইনি পাটলীপুত্রে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তথা হইতে গুজরাটে গমন করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার জীবনচরিত সংক্রান্ত অন্য কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

হেমচন্দ্র "অভিধানচিন্তামণি," "প্রাকৃতব্যাকরণ" এবং "ত্রিষষ্ঠি শলাকা পুরুষচরিত" রচনা করেন। "অভিধান চিন্তামণি" অতি প্রসিদ্ধ জৈনকোষ। "শব্দকল্পদ্রুমে" ইহার অনেক শব্দ ধৃত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, অভিধান চিন্তামণির নানার্থ ভাগ, "বিশ্বকোষ" হইতে সঙ্কলিত; কিন্তু আমরা এ কথায় অনুমোদন করিতে পারি না; কেন না, কোলাচল মল্লিনাথসূরি এই নানার্থভাগের অনেক প্রমাণ তাঁহার টীকায়-উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং "বিশ্বকোষ" তাঁহার পরে রচিত হয়। এ বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক।

অভিধানচিন্তামণি সংস্কৃত জৈন অভিধান। ইহাতে লৌকিক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শব্দ ব্যতীত জৈন ধর্ম্মের পারিভাষিক সমুদায় শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন "অনেকার্থ শব্দসংগ্রহ" অভি-ধান চিন্তামণির অন্তর্গত, কিন্তু আমরা এ কথায় অনুমোদন করিতে পারিলাম না। এখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ; কেননা প্রতিজ্ঞা বাক্যে লিখিত আছে "আর্হতদিগের নিমিত্ত আমি এই অনেকার্থ শব্দ সংগ্রহ করিব, ইহা এক স্বরাদি ক্রমে ছয়কাণ্ডে বিভক্ত হইবে।" যথা—

"ध्यात्वार्हतः कृतैकार्थ-शब्दसन्दोहसंग्रहः ।
एकस्वरादिषट्काण्ड्या कुर्वेऽनेकार्थसंग्रहम्"—

अनन्तर "[illegible]ाचार्यहेमचन्द्रविरचितेऽनेकार्थसंग्रहेऽव्ययानेकार्थाधिकारः ।"

এই বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন।

তথা—

"प्रणिपत्यार्हतः सिद्धसाङ्गशब्दानुशासनः ।
रूढयौगिकमिश्राणां नाम्नां मालां तनोम्यहम् ।"

এই প্রতিজ্ঞায় হেমচন্দ্র অভিধানচিন্তামণির আরম্ভ করেন। অতএব অনেকার্থ সংগ্রহ অভিধান চিন্তামণির অন্ত-র্গত হইলে উক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিজ্ঞাবাক্য লক্ষিত হইত না এবং অনেকার্থ সংগ্রহের সমাপ্তি বাক্যও উক্ত প্রকার হইত না। অভিধানচিন্তামণির অন্তর্গত হইলে এইরূপ হইত— "ইত্যভিধানচিন্তামণৌ অনেকার্থসংগ্রহঃ।" টীকাকার অভি-ধানচিন্তামণির প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায় "সিদ্ধশব্দানুশাসনঃ"

এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "শ্রীসিদ্ধহেমচন্দ্রা-ভিধং ব্যাকরণং যস্য সোঽহং" শ্রীসিদ্ধ হেমচন্দ্র নামক ব্যাকরণ যাহাঁর— সেই হেমাচার্য্য আমি এই নামমালা বিস্তার করিতেছি।* হেমচন্দ্রকৃত "লিঙ্গানুশাসন" এবং "শীলোঞ্ছ" অর্থাৎ স্বকৃত অভিধানের প্রত্যেক কাণ্ডের পরিশিষ্ট বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি আমরা হেমকোষ ও শীলোঞ্ছ মুদ্রিত করিয়াছি, তাহার ভূমিকায় গ্রন্থের সারে মর্ম্ম প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

হেমচন্দ্রকৃত এক খানি রামায়ণ আছে। এই গ্রন্থে তিনি যথোচিত কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

সম্প্রতি আমরা হেমাচার্য্যের "দেশীশব্দসংগ্রহ" নামক "প্রাকৃত বোধ" দেখিয়াছি। এই গ্রন্থ ১৭৮৭ সম্বৎ মধ্যে লিখিত। ইহাতে চারি সহস্র প্রাকৃত শব্দ আছে এবং ৩৩৬৫ শ্লোকে সম্পূর্ণ। পাঠকবর্গকে তাহার রচনা প্রণালী দেখাইবার জন্য নিম্নে প্রথম ৪টী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতে দেশী কোষের উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিবেন।

গমপয় পমান গভির সহিয় বহিয় বহি বংগাম রহরসা।
জয়ই জিনিং দাল অশেষ ভাস বিবিনামিনী বাণী ১।

* বোম্বাই প্রদেশে ভাষ্য সহ হেমচন্দ্র কৃত কোষ গ্রন্থ কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাবল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি রোমান্ অক্ষরে অধ্যাপক পিশেলও ইহা ইউরোপে প্রকাশ করিয়াছেন।

পাদেন দেসিপরমত্থ পম বিঅকুজ হসাউনচ্ছেন।
বিরইজ্জই দেসী সদ্দসংদোহো বগ্ন স্থহও। ২।
জে লক্খনে ন সিদ্ধা ন য সিদ্ধা সক্কয়াভিহানেসু।
ণব গউন লক্খণা সত্তিসম্ভবা তে ইহ নিবদ্ধা। ৩
দেশ বিসেস পসিদ্ধিই ভন্নমানা অনন্তয়া হুন্তি।
তম্হা অনাই পাইঅ পয়ট্ট ভাসা বিসেসও দেসী। ৪।

বোধ হয়, ভানুদীক্ষিত অমরকোষের টীকায় এই দেশী কোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সম্প্রতি রাজশেখরের কৃত প্রবন্ধকোষে হেমসূরি-সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা ৮০ পৃষ্ঠার ১০ পঙ্‌ক্তির লিখন অনুসারে একত্র করিয়া এই স্থানেই প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে।

শ্রীদত্ত সূরি নামক এক জ্ঞানী ব্যক্তি বাগড় দেশের বটপত্তন নগরের যশোভদ্র রাণক (বোধ হয় 'রাণা' ইহারই অপভ্রংশ) নামক এক ধনীর গৃহে কিছু দিন ছিলেন। রাণক ক্রমে ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রাবক হন এবং সূরি পদ প্রাপ্ত হন। একটি গর্ভবতীর যন্ত্রণা দেখিয়া রাণকের বৈরাগ্য হয়। যশোভদ্র সূরি গুর্জর ও সুরাষ্ট্র দেশে উপদেশ দিয়া ভ্রমণ করিতেন। ইঁহার পদে প্রদ্যুম্ন সূরি, তৎপদে গুণসেন সূরি এবং দেবচন্দ্র সূরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দেবচন্দ্র সূরি যখন সুরাষ্ট্রে ও গুর্জরে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন তত্রত্য রাজসভায় নেমিনাগ নামক এক শ্রাবক দেবচন্দ্র সূরিকে বলিল, ভগবন্! আমার ভগিনী

পাহিনী আর চংদেব আপনার নিকট দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করেন। এই চংদেব যখন গর্ভস্থ, তখন আমার ভগিনী পাহিনী স্বপ্নে সহকার তরু দেখিয়াছিল। এই জন্য ইহাকে স্থানান্তরে রক্ষা করিয়া থাকি। দেবচন্দ্র বলিলেন, এই বালক স্থানান্তরে গমন করিলে ইহার মহিমা বৃদ্ধি হইবে। এই বালক সুলক্ষণ যুক্ত, দীক্ষা করিবার যোগ্য, কিন্তু ইহার পিতা মাতার আজ্ঞা আবশ্যক করে। অনন্তর মাতুল, ভাগিনেয় এবং ভগিনী পাহিনীর নিকট গেলেন। তাঁহারা অগ্রে নিষেধ করিলেন কিন্তু পশ্চাৎ চংদেবের আগ্রহ ও বিনয়ে ভুলিয়া গেলেন এবং তদ্বিষয়ে অনুমতি দিলেন। চংদেব ব্রত গ্রহণকালে হেমসূরি নাম পাইলেন। ইনি সিদ্ধরাজের মনস্তুষ্টি, ব্যাকরণ, ও বাদিজয় করিয়াছিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, হেমসূরি কুমার পালের গুরু হইয়া তাঁহার নিকটে থাকিতেন। তথায় কণ্টেশ্বরী নাম্নী এক দেবী ছিলেন। রাজাকে আশ্বিন মাসের পূজায় ছাগ মহিষাদি বলি দিতে হইত, এবার জীবন্ত পশু দেবীর মন্দিরে রাখা হইল। দেবী যথাশাস্ত্র পূজা না পাইয়া রাজাকে বলিলেন, আমি তোমার কুল দেবতা—অনাহারে আছি। রাজা বলিলেন "जैनोऽहं दयालुः पिपीलिकामपि न हन्मि का कथा पञ्चेन्द्रियाणाम्" অর্থাৎ আমি জৈন, দয়াই আমার ধর্ম্ম, আমি পিপীলিকাও হিংসা করি না, পঞ্চেন্দ্রিয় যুক্ত পশুর ত কথাই নাই।" দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া রাজাকে ত্রিশূল তাড়িত করিয়া

অন্তর্ধ্যান করিলেন। অনন্তর উদয়ন ও হেমসূরি প্রভৃতি তাঁহাকে সেই আঘাত হইতে রক্ষা করিলেন। উদয়ন পুত্র বাগ্‌ভট, শ্রীপাল, শ্রীসিদ্ধপাল, ইঁহারা তখনকার কবি ছিলেন। কুমার পাল হেমচন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হইয়া সর্ব্বদা উপক্ষ্য হইতেন, সৎ[illegible] শস্ত্র কথা শুনিতেন এবং বহুতর শিষ্যও করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের সময়ে জৈনধর্ম্মের অনেক উন্নতি হয়। ধর্ম্মের উন্নতি হউক না হউক—অনেকেই জৈনমতে দীক্ষিত হন।

প্রবন্ধকোষে হেমসূরি সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিক নাই।

হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়।

————নাট্যপ্রথা মনোহর।
চিরদিন হিন্দুগণ করিবে আদর॥

চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা।

হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়।

মনুষ্য স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়। দৈনন্দিন কার্য্য সমাপনান্তে প্রত্যেক বিষয়ী ব্যক্তিই কোন না কোন প্রকার আমোদে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতে বাসনা করে। ক্রমশঃ মনুষ্যের সমাজের ও অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে আমোদ প্রমোদেরও পরিবর্ত্ত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে সাঙ্গীতিক আমোদ প্রধান, এবং কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতির আদরণীয়। সুসভ্য ইয়ুরোপীয়েরা যন্ত্রসহযোগে বীটোবন ও মেণ্ডেলসন সঙ্গীতে,—হিন্দুগণ বিশুদ্ধ তাল, লয় ও স্বর সংযোগে সুমধুর "গীতগোবিন্দ" গানে, এবং অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ ঢক্কা বা দামামা বাদন দ্বারা স্ব স্ব অবকাশ কাল অতিবাহিত করিত। বীণাবাদনকারী এবং ঢক্কাবাদনকারী উভয়েই সমান আমোদে প্রবৃত্ত, কেবল সমাজের সংস্কার অনুসারে রুচিভেদ মাত্র। আদিম অসভ্য অধিবাসীর কর্ণকঠোর কণ্ঠস্বর, এবং অদ্যতনীয় সুসভ্য ব্যক্তির বাক্যালাপ যেরূপ প্রভেদ, সঙ্গীতেও তাদৃশ প্রভেদ প্রতীয়মান হইবেক। ভাষার ও মনুষ্যের অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছে।

সঙ্গীত মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। দুগ্ধপোষ্য বালক কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইলেই মস্তকে হস্তোত্তোলন করিয়া নৃত্য ও গান করিবে এবং দুর্ব্বলমনা বঙ্গীয় কামিনী প্রিয়জন বিয়োগে নানামত খেদ গানে প্রতিবাসিগণের মন, করুণরসে আর্দ্র করে। সভ্যতার প্রোজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মনুষ্য, পদ্যে মনোভাব ব্যক্ত করিত। এক্ষণে নাট্যাভিনয়ে যেরূপ কবিতায় বাক্যালাপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাচীনকালে অসভ্যগণও তারস্বরে কথা বলিয়া তাহা "হো" বা "ও" শব্দে শেষ করিত।*

সঙ্গীত-প্রিয়তা মনকে শীঘ্র আর্দ্র করিতে পারে; এজন্য ঈশ্বরপ্রেমিক ও নাস্তিক সকলেই সঙ্গীত-প্রিয়। ইয়ুরোপে ফরাশীশ্ বিজ্ঞানবিৎ কোমৎ-মতাবলম্বিগণ, প্রত্যক্ষদর্শন-বাদী সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে "হার্ম্মোনিয়ম্" যন্ত্র সহকারে নানা-ছন্দ সমাকীর্ণ কবিতাকলাপ গান করিয়া থাকেন। সঙ্গীত সর্ব্বমনোরঞ্জক; এজন্য শাস্ত্রকারেরা কহেন "গানাৎ পরতরং নহি"। আমরা অদ্য এই প্রস্তাবে কেবল হিন্দুদিগের প্রাচীন নাট্যাভিনয়ের বিষয় লিখিব, কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের বিষয়ও লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

---

* সাম গানই ইহার দৃষ্টান্ত। বু-হা-হাবু-হাবু-বুহা। ইত্যাদি প্রকার "গায়ত্রা" নামক সাম গান সৃষ্টি কর। মধ্যকালের ধ্রুবা প্রাচীন কালের সাম গানের ভক্তির তুল্য। সামগানের বিষয় চতুর্থভাগে বিশেষ রূপে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

সঙ্গীত দ্বিবিধ, দৃশ্য এবং শ্রাব্য। যথা—

"सङ्गीतं द्विविधं दृश्यं श्रव्यञ्च मुनिभिः"।

ইহার মধ্যে গীত এবং বাদ্য শ্রাব্য। নৃত্য দৃশ্যসঙ্গীত মধ্যে পরিগণিত। এইরূপ কাব্যও দ্বিবিধ; যথা সাহিত্যদর্পণে—

"दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्।
दृश्यं तत्राभिनेयं तत्—"

নাটকের অভিনয় ক্রীড়া হইয়া থাকে, এজন্য তাহার অপর নাম দৃশ্যকাব্য। সঙ্গীত ও নৃত্য অভিনয়ের প্রধান অঙ্গ এবং তাহার সহিত কুশীলবগণের অঙ্গভঙ্গী ও বাক্‌চাতুর্য্য-বিশেষও আবশ্যক; মহামুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা*। কথিত আছে, তিনি উহা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের সভায় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে শিক্ষা দিতেন।

মহাদেব স্বয়ং তাণ্ডব ও পার্ব্বতী নানা নৃত্য করিতেন, যথা দশরূপম্—

"उद्धृत्योद्धृत्य सारं यमखिलनिगमान् नाट्यवेदं विरिञ्चि-
श्चक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः।
शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म कः कर्तुमीष्टे
नाट्यानां किन्तु किञ्चित् प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि।

* এই ভরত মহামুনি বাল্মীকির সমকালিক। অতএব কাব্যের ন্যায় নাট্যও আর্য্যজাতির প্রাচীন।

লাস্য ও তাণ্ডব চারি প্রকারে বিভক্ত। যথা—পেরণি, বহুরূপ, যৌবত এবং ছুরিত। অভিনয় কালে পুরুষেরা বহুরূপ, রূপলাবণ্যবতী নটীগণ যৌবত এবং ছুরিত নৃত্য করিয়া থাকে। নৃত্য, গীত-বাদ্য-তাল-লয় এই চতুষ্টয়ের অনুগত। গান হইতে বাদ্যের প্রবৃত্তি, বাদ্য হইতে তাললয়ের প্রবৃত্তি, তাল ও লয় হইতে নৃত্যের আবির্ভাব। যথা—

"गेयाद्विनिर्मिते वाद्यं वाद्याद्विनिर्मिते लयः।
लयतालसमारब्धं ततो नृत्यं प्रवर्त्तते।

দশরূপকারও এইরূপ বলিয়াছেন ; যথা—

"नृत्यं तालजयाश्रयम्।"

নৃত্য, তাল ও লয়ের আশ্রিত।

পূর্ব্বকালে দেবতারাও নৃত্যে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। মহাভারত ও সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ট হয়, পুরাকালের রাজা ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীগণ নৃত্য শিক্ষা করিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নৃত্য প্রথা একবারে লোপ হইয়াছে। ইয়ুরোপীয়েরা নৃত্যে অত্যন্ত নিপুণ। "বলে" যদি কোন ব্যক্তি বা কামিনী নৃত্য করিতে না পারেন, তবে তাঁহার সমাজ মধ্যে বাস করা ভার হইয়া উঠে। রাজা, রাজ্ঞী, মন্ত্রী, সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। অশীতিবর্ষ বয়স্ক পুরুষকেও নৃত্যে নিপুণতা দেখাইতে হয়; এবং এই নৃত্যেই যুবক যুবতী পরস্পরের মন হরণ করিয়া পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রথম

সূচনা করেন। শুক্লকেশধারী প্রশান্তমূর্ত্তি প্রাড্বিবাকের লম্ফ দিয়া দ্রুতবেগে নৃত্য এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু ইংরাজ সভ্যতায় সকলই শোভা পায়—কাহার সাধ্য ইহার প্রতিবাদ করে। সূর্য্যবংশীয় মহাতেজা জয়পুরাধিপতিকেও ইংরাজের অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতে হইয়াছে। বোধ হয়, কালে স্ত্রী-স্বাধীনতার একজন প্রধান উত্তরসাধক রামকৃষ্ণ বসু, স্বীয় প্রণয়িনী নৃত্যকালী বসুর হাত ধরিয়া নৃত্য করতঃ ইংরাজগণের প্রীতিভাজন হইবেন। কালে সকলই ঘটিতে পারে।

নাটক, অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নান্দী, বিদূষক, সূত্রধর, পারিপার্শ্বিক, ও নট নটীর উল্লেখ থাকিবে। পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোকের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবশ্যক। যথা—সাহিত্যদর্পণে ভাষা বিভাগঃ—

पुरुषाणामनीचानां संस्कृतं स्यात् कृतात्मना।
शौरसेनी प्रयोक्तव्या तादृशीनाञ्च योषिता॥
आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्रीं प्रयोजयेत्।
अत्रोक्ता मागधीभाषा राजान्तःपुरचारिणां॥
चेटीनां राजपुत्राणां श्रेष्ठिनां चार्द्धमागधी।
प्राच्या विदूषकादीनां धूर्त्तानां स्यादवन्तिका॥
योधनागरिकादीनां दाक्षिणात्या हि दीव्यतां।
शकाराणां शकादीनां शाकारीं सम्प्रयोजयेत्॥

বাহ্লীকভাষোদীচ্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রাবিড়াদিষু।
আভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু॥
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু।
তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্॥
চেটীনামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা।
বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাং॥
উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ।
ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপদ্রুতস্য চ।
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ॥
সংস্কৃতং সম্প্রযোক্তব্যং লিঙ্গিনীষূত্তমাসু চ।
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চিত্তথোদিতং॥
যদ্দেশং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশং তস্য ভাষিতং।
কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষাবিপর্য্যয়ঃ॥
যোষিৎসখীবালবেশ্যা কিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা॥

উচ্চপদবীস্থ ভদ্র পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বক্তব্য ভাষা সংস্কৃত। তাদৃশ স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে "শৌরসেনী" এবং তাদৃশ ভদ্র-স্ত্রীকণ্ঠীয়ের গাথা সম্পর্কে "মহারাষ্ট্রী" ভাষা প্রযুক্ত হইবে।

রাজান্তঃপুরচারী জনগণের "মাগধী।" রাজপুত্র ও রাজ-পরিচারক এবং শ্রেষ্ঠিদিগের সম্বন্ধে "অর্দ্ধমাগধী।" বিদূষকের "প্রাচ্য," ধূর্ত্তের "অবন্তিকা," যোদ্ধা ও নাগর প্রভৃতির পক্ষে "দাক্ষিণাত্য" ভাষা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ভাষাব্যবহার কালে চাতুর্য্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্য মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আলঙ্কারিকেরা নাটক দুই অংশে বিভাগ করিয়া থাকেন। যথা—রূপক ও উপরূপক। রূপক দশ ও উপরূপক অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত। যথা—সাহিত্য দর্পণে—

নাটকমথ প্রকরণং ভাণ-ব্যায়োগ সমবকার-ডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ॥
নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকং।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথা॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ বিলাসিকা।
দুর্ম্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ॥
অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ।
বিনা বিশেষং সর্ব্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতং॥

১। দৃশ্যকাব্য মধ্যে নাটক সর্ব্ব প্রধান। ইহার গল্প পৌরাণিক বিবরণ হইতে গৃহীত বা কিয়দংশ কবির মনঃ কল্পিত হইবেক। ইহার নায়ক দুষ্মন্তের ন্যায় নৃপতি, রামচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা, বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দেবতা। শৃঙ্গার বা বীররসই নাটকের মুখ্য বর্ণ্য বিষয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তল," "মুদ্রারাক্ষস" "বেণীসংহার" "অনর্ঘরাঘব" প্রভৃতি নাটকশ্রেণীভুক্ত।

২। প্রকরণের লক্ষণ নাটকের ন্যায়, কিন্তু ইহার গল্প

সমাজের প্রতিকৃতি এবং প্রেমবিষয়ক বর্ণনা থাকিবে। প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত, শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। "শুদ্ধ" প্রকরণের নায়িকা বেশ্যা এবং সঙ্কীর্ণের নায়িকা কোন ভদ্রবংশের প্রতিপালিতা কামিনী বা সহচরী। প্রকরণের নায়ক, নাটকের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত বণিক্। "মৃচ্ছকটিক," "মালতীমাধব" প্রভৃতি প্রকরণ লক্ষণাক্রান্ত।

৩। ভাণ, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ হইবে এবং প্রারম্ভে ও শেষে সঙ্গীত থাকিবে। নাট্যের নায়ক, মাত্র অভিনয় ক্রীড়া করিবেন। তিনি রঙ্গভূমিতে আসিয়া নানা স্বরে ও নানা ভাবভঙ্গী দ্বারা বিবিধ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া সভাগণের মনোরঞ্জন করিবেন। "লীলা মধুর" এবং "সারদা তিলক" ভাণ শ্রেণীভুক্ত।

৪। ব্যায়োগ, ইহাও এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। যুদ্ধ বর্ণন ইহার উদ্দেশ্য, প্রেম বা রহস্য বর্ণনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার নায়ক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ। "জামদগ্নেয়জয়," "সৌগন্ধিকাহরণ" এবং "ধনঞ্জয়বিজয়," প্রভৃতি ব্যায়োগ গ্রন্থ।

৫। সমবকার, তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ হয়। দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধ বর্ণন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা আদ্যোপান্ত বীররস ব্যঞ্জক এবং উষ্ণীক্ ও গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত। অভিনয় কালে ইহাতে হয়, হস্তী, রথাদি পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল

সংগ্রাম, এবং নগরাদি ধ্বংস, অতি উজ্জ্বলরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। "সমুদ্রমন্থন" নামক এক খানি সমবকার সংস্কৃত ভাষায় আছে, তাহা এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে।

৬। ডিমা, বীর ও ভয়ানক রসসংযুক্ত রূপক। ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। অসুর বা দেবতা ইহার নায়ক। "ত্রিপুর-দাহ" নামক এক খানি "ডিমা" অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

৭। ঈহামৃগ চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, এবং দেব দেবী ইহার নায়ক নায়িকা। প্রেম ও কৌতুক বর্ণনা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। "কুসুমশেখরবিজয়" এক খানি ঈহামৃগ।

৮। অঙ্ক, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং করুণ রসপ্রধান রূপক। কবি কোন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বিষয় লইয়া ইহার গল্প রচনা করিবেন। "শর্ম্মিষ্ঠাযযাতি" এক খানি অঙ্ক।

৯। বীথ্য, ভাণের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। কিন্তু "দশরূপের" মতানুসারে দুই অঙ্ক থাকিতে পারে।

১০। প্রহসন, হাস্যরসপ্রধান রূপক। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ করিতে হয়। সমাজের কুরীতি সংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি-গণ রাজা, রাজপারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, ভৃত্য, এবং বেশ্যা। ইহার মধ্যে নীচজাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিবে। "হাস্যার্ণব," "কৌতুকসর্ব্বস্ব" এবং "ধূর্ত্তসমাগম" প্রসিদ্ধ প্রহসন।

এই দশ প্রকার রূপক। এক্ষণে অষ্টাদশ প্রকার উপ-রূপকের বিবরণ সংক্ষেপে বক্তব্য।

১। নাটিকা বা প্রকরণিকা প্রায় এক প্রকার। শৃঙ্গার-রস ইহার জীবন। "রত্নাবলী" নাম্নী নাটিকা অতিপ্রসিদ্ধ।

২। ত্রোটক পাঁচ, সাত, আট বা নয় অঙ্কে সম্পূর্ণ। পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয় ইহার প্রধান বর্ণিতব্য। "বিক্রমোর্ব্বশী" একখানি ত্রোটক গ্রন্থ।

৩। গোষ্ঠী, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নাট্য প্রদর্শক ব্যক্তি ৯। ১০ জন পুরুষ এবং ৫। ৬টী স্ত্রী। "রৈবত মদ-নিকা" একখানি গোষ্ঠী।

৪। সট্টকে একটী আশ্চর্য্য গল্প আদ্যোপান্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইবে, যথা "কর্পূরমঞ্জরী।"

৫। নাট্যরাসক, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং বর্ণিতব্য বিষয় প্রেম ও কৌতুক। ইহার আদ্যোপান্ত অভিনয় কালে নৃত্য ও সঙ্গীত সহ সম্পন্ন করিতে হয়। "নর্ম্মবতী" ও "বিলাসবতী" এই দুইখানি নাট্যরাসক।

৬। প্রস্থান, নাট্য রাসকের ন্যায় কিন্তু ইহার নায়ক নায়িকা এবং নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ অতীব নীচজাতীয়। ইহাও তাল-লয়-স্বর-সংযুক্ত নৃত্য গীতে পরিপূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সমাপ্ত।

৭। উল্লাপ্য, এক অঙ্কে গ্রথিত এবং প্রেম ও হাস্য ইহার

জীবন। ইহার বিষয়টী পৌরাণিক এবং নাট্য ঘটিত কথোপ-কথন মধ্যে সঙ্গীত গেয়। "দেবী মহাদেবম্" এই শ্রেণীভুক্ত।

৮। কাব্য, প্রেম বিষয়ক বর্ণনে এবং এক অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত এবং কবিতা থাকিবে। "যাদবোদয়" এক খানি কাব্য।

৯। প্রেঙ্খণ, বীররস প্রধান এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক নীচশ্রেণীর ব্যক্তি। "বালিবধ" প্রেঙ্খণ প্রসিদ্ধ।

১০। রাসক, হাস্যরস উদ্দীপক উপরূপক এবং ইহা এক অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেতা। নায়ক নায়িকা উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি এবং নায়ক মূর্খ এবং নায়িকা বুদ্ধিমতী হইবেক। "মেনকাহিত" একখানি রাসক।

১১। সংলাপক এক, দুই, তিন, বা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। ইহার অধিকাংশেই যুদ্ধাদি বর্ণন। "মায়াকাপালিক" এই শ্রেণীভুক্ত।

১২। শ্রীগদিত, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং ইহার নায়িকা লক্ষ্মী। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীত। "ক্রীড়ারসাতল" একখানি শ্রীগদিত।

১৩। শিল্পক, চারি অঙ্কযুক্ত। শ্মশান ইহার রঙ্গস্থল, এবং নায়ক ব্রাহ্মণ ও প্রতিনায়ক চণ্ডাল। ঐন্দ্রজাল ও আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণন করা শিল্পকের উদ্দেশ্য। "কনকাবতী-মাধব" এই শ্রেণীভুক্ত।

১৪। বিলাসিকা, এক অঙ্কে গ্রথিত। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনোদ্দেশ্য।

১৫। দুর্মল্লিকা, হাস্যরস প্রধান উপরূপক এবং ইহা চারি অঙ্কে সমাপ্ত। যথা "বিন্দুমতী।"

১৬। প্রকরণিকা, নাটিকার ন্যায়।

১৭। হল্লীশা, ইংরাজী "অপেরা" বা গীতাভিনয় সদৃশ। অভিনয় কালে ইহাতে আদ্যোপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং অভিনয় কার্য্য এক জন পুরুষ এবং ৮ বা ১০ জন স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। "কেলীরৈবতক" এই শ্রেণীভুক্ত।

১৮। ভাণিকা, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং ইহা হাস্যরসময়, যথা "কামদত্তা।"

রূপক ও উপরূপক লক্ষণে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুদিগের ইয়ুরোপীয়গণের ন্যায় সকল প্রকার দৃশ্য-কাব্য বর্ত্তমান ছিল। সেক্সপীর, করনীল, মলিএর, ভল্টেয়ার প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় ভরতখণ্ডবাসী কবিনিকর যদিও বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ যে সকল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান কবির নাটকের ন্যায় উৎকৃষ্ট, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকর্ত্তব্য। দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসার, কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি

অলঙ্কার গ্রন্থে যে সকল নাটকের উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতাতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ সংস্কৃত নাটকের তাদৃক্ আদর করিতেন না। এমন কি সার্ উইলিয়ম্ জোন্সকে কেহই নাটকের প্রকৃত বিবরণ উত্তমরূপ পরিজ্ঞাত করিতে পারেন নাই; তৎপরে অনেক কষ্টে রাধাকান্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নাটক যে ইংরাজি "প্লের" সদৃশ, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয়গণ পূর্ব্বে অন্যান্য নাটকাপেক্ষা "প্রবোধচন্দ্রোদয়" মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিতেন। তৎপরে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণ ভক্তিরস প্রধান "চৈতন্যচন্দ্রোদয়," "জগন্নাথবল্লভ," "ললিতমাধব," "বিদগ্ধমাধব," "দানকেলিকৌমুদী," প্রভৃতি নাটক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন, কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবিগণের দৃশ্য কাব্যের অধ্যাপনায় এককালে পরাঙ্মুখ ছিলেন। মাননীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের একটি প্রস্তাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক কণ্ঠস্থ ছিল,—তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশে নাটকের অত্যন্ত আলোচনা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ হইতেছে না। এদেশে যদি নাটকের বহুল প্রচার থাকিত, তাহা হইলে বিনা

আয়াসে এই বঙ্গদেশ হইতেই সংস্কৃত কালেজ ও এসিয়াটিক্ সোসাইটীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নাটক গুলি সংগৃহীত হইত এবং তাহা হইলে কি জন্য এখানকার শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও উইলসন্ সাহেব বহ্বায়াস স্বীকার করিয়া কাশী কাঞ্চী পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করতঃ "শকুন্তলা," * "বিক্রমোর্ব্বশী," "মৃচ্ছকটিক," "উত্তর চরিত" প্রভৃতি সংগ্রহ করিবেন ?

ইউরোপে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে, এজন্য তথায় নাটকের বহুল প্রচার। আমাদিগের দেশে অভিনয় প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত থাকিলে একবারে সকল প্রকার দৃশ্য কাব্যের লোপ হইত না। প্রসিদ্ধ নাটক সমূহ প্রায় অভিনয়ের জন্যই রচিত। ভবভূতি নটগণের অনুরোধে, কালপ্রিয়নাথ মহাদেবের যাত্রা মহোৎসবে অভিনয়ের নিমিত্ত উত্তরচরিত রচনা করেন। "হয়গ্রীববধ" নাটক মাতৃগুপ্তের সভায় অভিনীত হইবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত জগন্নাথের

* যদ্যপি ইতিপূর্ব্বে গৌড়ীয়রীতির শকুন্তলা বঙ্গদেশে প্রাপ্ত হওয়া যাইত কিন্তু এখানকার অধ্যাপকগণ ইহার তাদৃক আদর করিতেন না বলিয়া বহু অনুসন্ধানেও এক খানি বিশুদ্ধ শকুন্তলা গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইত কি না সন্দেহ। এই গৌড়ীয় রীতির শকুন্তলা মস্যর সেজি ও পণ্ডিতবর প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ দ্বারা প্রকাশিত হয়, তৎপরে ইহা কাব্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ইহা স্বরচিত টীপ্পনীর সহিত মুদ্রাঙ্কিত করেন। সম্প্রতি অধ্যাপক পিশেল ইহা বিবিধ পরিবর্ত্তিত পাঠের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

জন্মযাত্রা উপলক্ষে ও মদনমহোৎসবের জন্য বিবিধ নাটক রচিত হইত।

অতিপূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তীয় আর্য্যগণ অভিনয় কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিতেন। সে সময় এইরূপে রঙ্গস্থান রচিত হইত; যথা:—

"হস্তবিংশতিবিস্তারা রঙ্গভূমির্মনোহরা।
পূর্ব্বাভিমুখ এবাত্র নায়কঃ শোভতে পরম্ ॥
পশ্চিমাভিমুখীনাং বা রম্যাণাং ভূষণাম্বরৈঃ।
নায়কাভিমুখীনাঞ্চ গায়কীনাং পরস্পরম্ ॥
তাসাং কৃতাবধানানাং নটীনামুপবেশয়েৎ।
পার্শ্বয়োরুভয়োস্তাসাং সদঙ্গানাং চতুষ্টয়ম্ ॥
দক্ষিণে মুরজস্থানং পৃষ্ঠে যবনিকা তথা।
তন্মধ্যে মঙ্গলস্থানং নৈপথ্যং তত্র কীর্ত্যতে ॥
নটীভিস্ত্রিভিরথবা পঞ্চভিঃ কুশলৈর্নরৈঃ।
নাট্যস্য জায়তে সিদ্ধিঃ কিমন্যৈর্নির্গুণৈরিহ ॥"

অর্থাৎ অন্ততঃ ২০ হস্ত বিস্তার রঙ্গভূমি হইবে। নাট্যের নায়ককে পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিতে হইবে। নায়ক যে অভিমুখে থাকিবেন, সেই অভিমুখে গায়কীরা থাকিবে। গায়কীগণ মনোহর বেশভূষা করিয়া উপবেশন করিবে এবং তাহাদিগকে তাল লয় সুর প্রভৃতিতে সম্যক্ অবহিত থাকিতে হইবে। গায়কদিগের উভয় পার্শ্বে বাদ্যস্থান থাকিবে। বাদক-

দিগের মধ্যে অন্যূন ৪টী মৃদঙ্গ থাকা আবশ্যক। দক্ষিণাংশে নৃত্যস্থান। পূর্ব্বভাগে যবনিকা (অন্তঃপট)। ইহার অভ্যন্তরে নেপথ্য অর্থাৎ বেশ রচনাদির স্থান। তিন বা পাঁচ ব্যক্তি সুনিপুণ নট হইলেই উত্তমরূপে নাট্য সিদ্ধি হয় কিন্তু গুণহীন বহু নট বা নটী কোন কার্য্যকারী হয় না।

যে নাট্য প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত হয় তাহাই অনুরাগের বিষয় হয়, নচেৎ দীর্ঘনাট্য কেবল বিরাগের হেতু ; যথা—

"যামমাত্রসমাপ্তং যত্তন্নাট্যং রাগবর্দ্ধনং।
দীর্ঘং বিরাগজননং-মতস্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ।"

যে রসের যে নাট্য—নর্ত্তক সেই রসের উদ্দীপন এবং গায়কেরা সেই রসের গীত করিবে,—তদনন্তর তদনুযায়ী নৃত্য হইবে। কিংবা নৃত্য অনুসারে গীত যোজনা করিবে; যথা—

যস্মিন্ রসে স্থিতং নাট্যং ধাবত্তত্তম দীপয়েৎ।
গীতং গায়নলোকস্তং কৃত্বা যস্য পঠেৎ পুনঃ॥
যাদৃশং নৃত্যপাত্রং স্যাৎ গীতং যোজ্যন্তু তাদৃশম্।
নৃত্যস্য ধারণাৎ পাত্রী-নর্ত্তকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

এইরূপ হিন্দুদিগের প্রাচীন নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে অনেক বিষয় সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থে আছে। তাহাতে নাট্যপ্রশংসা স্থলে লিখিত আছে "যো যস্য হৃদয়ো ভাবঃ স তং নাট্যে নিরীক্ষতে। অতঃ সর্ব্বমনোহারি নাট্যং কেন ন দৃশ্যতে।" অর্থাৎ যেব্যক্তি যেভাব ভাল বাসে, সে সেই ভাবই নাট্যে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে

পারে। অতএব ঈদৃশ সর্ব্বমনোরঞ্জক নাট্য কোন ব্যক্তির রুচিকর না হইবে?

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে নাট্যাভিনয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। "এডিলফি" "হেমারকেট" এবং "থিয়েটার ফ্রান্সে" নাট্যগৃহে অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি প্রতিবার অভিনয় দর্শনে গমন করিয়া থাকেন। ইহাতে নাটকরচকগণের খ্যাতি বিস্তার হয় এবং এক এক জন সুবিখ্যাত নট কিয়ংকালের মধ্যেই বিলক্ষণ ধনসঞ্চয় করিতে পারেন। অত্যল্প দিবস হইল, পারিসের থিয়েটরে ভিক্তর হ্যুগোরের এক খানি নাটকের অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে অভিনয় সমাধা হইলে সকলেই কবিকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার প্রশংসা ধ্বনি করিতে লাগিলেন। "ইতালীয় অপেরা" অর্থাৎ গীতাভিনয় ইউরোপীয়গণের অধিক প্রিয়। সঙ্গীতবিদ্যানিপুণা সুমধুর-ভাষিণী প্রিয়দর্শনা পাটীর সঙ্গীত শুনিতে এক একবার সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। যে বার কলিকাতায় ইতালীয় "অপেরা" আগমন না করে, সে বার সাহেব সমাজ যাহার পর নাই দুঃখিত হন। যদি লুইসের থিয়েটর শীত ঋতুতে না আসিত—তাহা হইলে কলিকাতার ন্যায় অমরাবতীতে তাঁহাদিগের বাস করা কঠিন হইয়া উঠিত। নাটকের অভিনয় দর্শন বিশুদ্ধ আমোদ। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনা

মনোমধ্যে উত্তমরূপ অঙ্কিত হয় এবং সমাজের কুরীতি সংশো-
ধক প্রহসনদ্বারা যেরূপ হইয়া থাকে, এমন কিছুতেই হয় না।
নীতিশাস্ত্রবিশারদগণের বক্তৃতা অপেক্ষা কবির বাক্যোক্তি দ্বারা
সমাজের অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। "উভয়সঙ্কট" ও
"চক্ষুদান" প্রহসনের অভিনয় দর্শনে অনেক বহুবিবাহপ্রিয়
এবং লম্পটের চৈতন্য হইয়াছে।

আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে দিন দিন বিদ্যার বিমল প্রভা
বিস্তারিত হইতেছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যবনগণের ন্যায়
রুচির পরিবর্ত্ত না হওয়ায় অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছি। যে
আর্য্যজাতি উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত স্বরে সামবেদ গান
করিয়া কাননস্থ পশু-পক্ষীকেও মোহিত করিতেন, যাঁহারা
সঙ্গীত শাস্ত্রে অতি প্রবীণ, যাঁহাদের সুধাময় কাব্যরস দিগ্দিগন্ত-
বাসী মানবেরা পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে,
যে আর্য্যজাতির নাট্য-প্রথা চিরপ্রসিদ্ধ, অদ্য সেই আর্য্য-
জাতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গসম তেজোরাশি কি না যবনগণের পদবিম-
র্দ্দনে এককালে নির্ব্বাপিত হইয়াছে! আর সে তেজ নাই, সে
বুদ্ধি নাই, সে বিদ্যা নাই, কাজেই আমরা দুর্ব্বল, ক্ষীণ,
"কুখ্যাত জগতে" অথবা

"—সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা——"

কাজেই আমাদিগের রুচির পরিবর্ত্ত হইতেছে। আমরা মহাকবি

কালিদাসের শকুন্তলার নাট্যাভিনয়ের পরিবর্ত্তে, যাত্রার কুৎসিত আমোদে অনুরক্ত হইয়াছি, একি সাধারণ পরিতাপের বিষয়! কোথা অভিনয় কালে ভবভূতির উত্তরচরিতে বৈদেহী-বিলাপ শ্রবণে হৃদয় বিলোড়িত হইবে, মালতীমাধবে নির্ঝর-মালা-সুশোভিত পর্ব্বতের বিচিত্র চিত্রপট সন্নিকটে চিত্র-যোগিনী সৌদামিনীকে দেখিয়া মনোমধ্যে শান্তিরসোদয় হইবে, এবং কোথা মুদ্রারাক্ষসে নীতিশাস্ত্রবেত্তা চাণক্যের বুদ্ধি-কৌশলের একশেষ উদাহরণ পাইয়া আধুনিক মেকাভেলীকেও তুচ্ছবোধ হইবে, তাহা না হইয়া কিনা গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় মানভঞ্জন গানে অনুপ্রাসচ্ছটা এবং অর্থশূন্য মধুকানের গীত শ্রবণে, রামযাত্রায় শীর্ণকায় "কাগজের মুখস" আবৃত দশ-মুণ্ড রাবণের বীরত্ব প্রকাশ এবং কালুয়া ভুলুয়ার কুৎসিত মুখ-ভঙ্গী দর্শনে, বিরক্ত না হইয়া আনন্দজনক বোধ করিয়া থাকি। বঙ্গসমাজের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি এ সকল দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হয়েন তাহা বর্ণনাতীত। যাত্রার ন্যায় কুৎসিত আ-মোদে মনের ভাব কলুষিত হয় ভিন্ন প্রসন্ন হয় না। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের এসকল আমোদ সন্দর্শন করা কখনই উচিত নহে। আজি কালি আমাদিগের জাতীয় বিশুদ্ধ আমোদের হীনাবস্থা সন্দর্শনে অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী যুবা ইংরাজী "থিয়টর" বা "অপেরায়" গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, সম্প্রতি একটী জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে এবং

ইহাতে আমাদিগের মনঃকষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারিত হই-য়াছে। এক্ষণে ইহার শৈশবাবস্থা; এজন্য ইহার কার্য্যপ্রণা-লীর দিন দিন উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিবে এবং তাহা হই-লেই কবির এই খেদগান সফল হইবে—

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে জাগ মাগো,(ভারত ভূমি!) বিভুস্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়।"

প্রস্তাবের উপসংহার কালে নাট্যামোদী ও সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রিয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতার প্রতি আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকট না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের প্রযত্নে বোধ হয় সঙ্গীত ও নাট্য-শাস্ত্রের জীর্ণ-শ্রী পুনর্নবতা প্রাপ্ত হইবে।

বেদ-প্রচার।

"सत्ये नास्ति भयं क्वचित्"

বেদ-প্রচার।

বেদের অপর নাম "ত্রয়ী" অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম, এই তিন বেদ; এবং অথর্ব্ববেদ সংহিতাবেদ-পরিশিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু আধুনিক কালে "ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ব-বেদঃ" অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি বেদই মান্য এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে প্রচলিত। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় বেদ জ্ঞান বিহীন ব্যক্তিগণ মনে করিতেন, অথর্ব্ববেদ কোরাণের এক অংশ মাত্র, এজন্য উহা আর্য্যগণের মান্য নহে। বিষ্ণু-পুরাণে এই চারি বেদের বিষয়ই লিখিত আছে। যথা—

গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃৎ (বৃহৎ) স্তোমং রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্মমে প্রথমান্মুখাৎ।
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দস্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্মুখাৎ।
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ।
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্য্যামাণমেব চ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ।

অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী ছন্দঃ, ঋগ্বেদ,

ত্রিবৃৎ বা বৃহৎ স্তোম অর্থাৎ স্তোত্রসাধন ঋক্ সমুদায়, রথন্তর নামক সাম ও অগ্নিষ্টোম যাগ, এই সমুদায় উৎপাদন করিলেন। পরে তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৃহৎ সাম, ও উকথ সাম অর্থাৎ সোমসংস্থ-যাগীয় সাম এই সমুদায় উদ্ভূত হইল।

সামবেদ, জগতীচ্ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম নামক সামবেদের গান, বৈরূপ নামক সাম গান, অতিরাত্র যাগ, ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে এতৎ সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। একবিংশ স্তোম, অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্যাম নামক যাগ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, বৈরাজ সাম, ইহারা ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।*

প্রজাপতির চতুর্মুখ হইতে চারি বেদের উৎপত্তি হওয়া পৌরাণিক মত। এ বিষয় বিষ্ণু পুরাণের ন্যায় ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং হরিবংশে লিখিত আছে বটে, কিন্তু প্রাচীন মত মান্য করিতে হইলে বেদত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম, এই তিন বেদই যথার্থতঃ বেদ বলিয়া মান্য করিতে হয়। কিন্তু নাস্তিক চূড়ামণি বৃহস্পতি কহেন "ত্রয়ী বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ।" বৈদিক গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে প্রায় তিন বেদের কথা এবং "প্রজাপতিরকামযত প্রজায়েয়েতি" ইত্যাদি ক্রমে শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র

* পুরাণ প্রকাশ। বিষ্ণু পুরাণ, প্রথম অংশ, ৫ অধ্যায়। কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

প্রজাপতি ছিলেন, তিনি সৃষ্টিকামনা করিলেন, অনন্তর তাঁহার কঠোর তপস্যার ফল স্বরূপ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং বায়ু এই তিন লোকের সৃষ্টি হইল। পুনশ্চ তিনি ঐ তিন লোক তপস্যায় পরিতপ্ত করিলে তাহা হইতে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, এই তিনটী জ্যোতিঃ উদ্ভূত হইল। পুনবার এই তিন জ্যোতিতে ভগবান্ প্রজাপতি উত্তাপ প্রদান করিলে তাহা হইতে ঋক্, যজুঃ, ও সাম বেদ উৎপন্ন হইল। তাহাতে পুনর্ব্বার তপোময় তাপ প্রদত্ত হইলে এই তিন বেদের সার স্বরূপ ঋগ্বেদ হইতে "ভূঃ," যজুর্ব্বেদ হইতে "ভুবঃ" এবং সামবেদ হইতে "স্বঃ" (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) সমুদ্ভূত হইল। ঋগ্বেদিগণ হোতা, যজুর্ব্বেদিগণ অধ্বর্য্যু, এবং সামবেদিগণ উদ্গাতা নামে খ্যাত হইলেন। এইরূপে তিন বেদের জ্যোতিঃ হইতে ব্রাহ্মণ গণের সকল কর্ম্মের বিধি নিরূপিত হইল।

বৈদিক আরণ্যক, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ মধ্যেও এইরূপ তিন বেদের উল্লেখ আছে। পুরুষসূক্ত মধ্যেও লিখিত আছে— পুরুষ হইতে তিন বেদের সৃষ্টি হইল। ইহাতে অথর্ব্ব বেদের নাম উল্লেখ নাই। সায়নাচার্য্য কহেন, যজুর্ব্বেদ ভিত্তি স্বরূপ, তাহাতে ঋক্ ও সামবেদ চিত্রিত হইয়াছে। এসকল পাঠে বোধ হয় ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদের পরে অথর্ব্ববেদ রচিত হয় এবং এক্ষণে যে অথর্ব্ববেদ পাওয়া যায়, তাহা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ শ্রীমদথর্ব্ববেদসংহিতা নামে খ্যাত। পৌরাণিক-কালে চারি

বেদ প্রচলিত ছিল, সুতরাং সকল পুরাণেই চারি বেদের উল্লেখ আছে। আদিম কালে তিন বেদ ছিল এজন্য তৎকালজাত পুস্তকে তিন বেদের উল্লেখ আছে।

বেদ নিত্য। মনু কহেন—

—সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

হিরণ্যগর্ভরূপে সমবস্থিত সেই পরমাত্মা সকলের নাম অর্থাৎ মনুষ্য জাতির মনুষ্য, গোজাতির গো ইত্যাদি; ও ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বেদোক্ত অধ্যয়নাদি কর্ম্ম এবং অন্যান্য জাতীর লৌকিক কর্ম্ম অর্থাৎ কুলালের ঘট নির্ম্মাণ, কুবিন্দের পট নির্ম্মাণ, ইত্যাদি প্রথমতঃ বেদ শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া পূর্ব্ব কল্পে যাঁহার যেরূপ ছিল এ কল্পেও সেইরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেন।*

বেদ নিত্য হইল এবং ঈশ্বর তাহাই পাঠ করিয়া দ্বিতীয় কল্পে সৃষ্টি করিলেন। আশ্চর্য্য বিশ্বাস! আশ্চর্য্য কৌশল! মনু লিখিয়াছেন, কাহার সাধ্য অবিশ্বাস করে? কপিল ঘোর নাস্তিক, ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিলেন "প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" অথচ বেদ মানিলেন। এদেশীয় দার্শনিকগণ সকলেই বেদ ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন, কেবল গৌতম এ বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। কিন্তু—

"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবচ্চ তৎপ্রামাণ্যম্" [ন্যায়, ২অ, [illegible] সূত্র]

* মনুসংহিতা। শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

গৌতমীয় ন্যায় সূত্রের এই স্থলে ও অন্যান্য স্থলগুলির স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, গৌতম বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও তাঁহার হৃদয়ে বেদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এতদ্দ্বারা বেদ মনুষ্য-প্রণীত বলা ন্যায় সূত্রকারের ইচ্ছা ছিল কি না—তাহা ভাল রূপ বুঝা যায় না।

এইরূপে পুরাকালের প্রাচীন মহর্ষিরা সকলেই বেদের কুহকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এবং উহার অভ্রান্ততা প্রকাশ নিমিত্ত তাঁহারা বেদকে নিত্য বলিয়াছেন। বেদ নিত্য বলিয়াও শেষ হইল না, তাহা আবার ঈশ্বরের "গাইড্"! আর বলিতে সাহস হয় না—যে টুকু বলিলাম—ইহাতেই প্রাচীন সম্প্রদায় আমার উপর বিলক্ষণ কোপ প্রকাশ করিবেন। সে দিন আমাদের এক জন কহিলেন "কায়স্থ হইয়া বেদের আলোচনা করিলে কখনই নিরোগী হইতে পারিবে না।"

"বেদ" শব্দের ধাতু "বিদ্" বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, সুতরাং বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থ "জ্ঞান" কিন্তু সোমরস এবং গো-মাংসের প্রশংসাযুক্ত মন্ত্রে যে কিরূপ জ্ঞান লাভ হয় তাহা বলিতে পারি না। বৈদিক কালে সকলেই বেদের নামে উন্মত্ত, সকলেই বেদকে ঈশ্বরাধিক মান্য করিতেন, যজ্ঞস্থলে নিষ্ঠুরতার একশেষ আচরণ করিতেন; পশু হিংসা ঘটিত এই ভীষণ সময়ের পরিবর্তন জন্য বুদ্ধদেব—

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয় হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।"

পশুহিংসার নিন্দা করিয়া ভারতবর্ষীয়গণকে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম," অহিংসা-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন এবং ক্রমেই আর্য্যগণ বৈদিক নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ কার্য্যকলাপ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। পুরাণে তাঁহাকে ভগবানের অবতার স্থির করিল, এবং ক্রমেই তাঁহার যশোঘোষণা হইতে লাগিল। তথাহি কল্কি পুরাণে—

পুনর্বিহ্ন বিধিকৃতবৈদধর্ম্মানুষ্ঠানবিহিতনানাদর্শনসঘৃণঃ।
সংসারকর্ম্মত্যাগবিধিনা ব্রহ্মাভাসবিলাসচাতুরীম্।
প্রকৃতিবিমাননামসম্পাদয়ন্ বুদ্ধাবতারস্ত্বমসি॥

পুনর্ব্বার আপনিই বিধাতৃ-বিহিত-বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থাৎ যাগাদি করণে নানা প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বারা মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ পরিহার করিবার উপায় উপদেশ করিবার জন্য আপনি বুদ্ধ অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অবমাননা করেন নাই। *

বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, কেবল নির্ব্বাণ কামনাই তাঁহার মতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি আর্য্যগণকে "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম" এইরূপ উপদেশ দিয়া তৎসাধন করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন, সকলেই তাঁহার জ্ঞানময় বিশুদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৈদিক যাগযজ্ঞে

* কল্কি পুরাণ। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ও অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং কিয়ৎ কালের মধ্যে ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ বৌদ্ধ ধর্ম্মে ব্যাপ্ত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতিও দুগ্ধফেননিভ শয্যা ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ কামনায় বন-গমন করিলেন। ধর্ম্মের আশ্চর্য্য কুহক! বিচিত্র বিশ্বাস! কল্য বেদে লোকের অটল ভক্তি ছিল—অদ্য নবধর্ম্মের আবির্ভাবে তাহা লোপ পাইল!!

বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়, তাহার বিশেষ তর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই; কেন না, বৈদিকসূক্তের উল্লিখিত ঋষিগণ যে সেই সেই সূক্তের প্রণেতা, তাহা পাঠ মাত্রে স্পষ্ট প্রতীত হয়। যদি কেহ কৌশল করিয়া কহেন যে, ঋষিগণ যোগবলে স্ব স্ব নামে প্রচারিত সূক্ত নিচয় ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য হইলে এক একটী সূক্ত তাঁহাদিগের স্বীয় অবস্থাজ্ঞাপক হইবে কেন? মনোনিবেশ পূর্ব্বক ঋগ্বেদসংহিতা, প্রথম মণ্ডল, পঞ্চদশানুবাক, দ্বাদশ সূক্ত দেখ, তাহা হইলে আর সংশয় থাকিবে না। যথা—

কুৎস ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ বিশ্বেদেবা দেবতা।

১২০৭

১। চন্দ্রমা অপ্স্ব১ন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং মে।
অস্য রোদসী

১। ১ জলময় মণ্ডলের মধ্যে বর্ত্তমান, সূর্য্য রশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা দ্যুলোকে ধাবিত হইতেছেন। হে দীপ্তিমান্ রমণীয় প্রান্ত-চন্দ্র-রশ্মি সকল! আমার ইন্দ্রিয়গণ তোমাদিগের প্রান্তভাগ জানিতে পারিতেছে না। হে স্বর্গ ও পৃথিবি! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।*

ইহাতেও যদি কুসংস্কার অপগত ও ভ্রম বিনাশ না হয়, তবে অতি প্রাচীন বিজ্ঞানবেত্তা এক মুনিকে এ স্থলে উপনীত করিতেছি, তিনিই তোমাদিগকে বেদের পৌরুষেয়ত্ব ঘটিত সংশয় দূর করিবেন, তিনিই আমাদের কথায় সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। তিনি কে? মহামুনি সুশ্রুত। যথা,—

"ঋষিবচনায়। ঋষিবচন হি বেদ:"।

সুশ্রুত মুনি স্পষ্টাক্ষরে ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন যে, "ঋষিবচনং বেদ:" বেদ ঋষি বাক্য, সুতরাং তাহা মান্য করিতে হইবেক। যদি মুনিরাই বলিতে পারিলেন যে "বেদ ঋষি বাক্য" তখন আর আমরা না বলিব কেন?

এদিগে এই পর্য্যন্ত; ইহার আর তর্ক নাই। বেদকে-সমস্ত জগতের মূলীভূত কারণ বল—বা মহাভূতের নিশ্বাস বল—কি প্রজাপতির শ্মশ্রু বল—কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না। তর্কের প্রবল তরঙ্গে সকল শেষ হইয়া যাইবেক।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। সপ্তম কল্প। চতুর্থ ভাগ। শ্রাবণ ১৭৯২ শক। ১ ঋুৎস ঋষি কূপে পতিত হইয়া এই সূক্ত দ্বারা চন্দ্র, স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতির স্তব করিয়াছেন।

বেদ প্রচার লিখিতে গিয়া এতৎসম্বন্ধে নানা কথার তরঙ্গ উঠিল; কিন্তু কি করা যায়—এই উনবিংশ শতাব্দীতে মনের ভাব গোপন রাখা অন্যায়, এজন্য এতৎ সম্বন্ধে কোন বক্তব্য পাঠক মহাশয় দিগের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিলাম না। ইহাতে তাঁহারা আমাকে যাহা মনে করেন, করিবেন। যখন ইয়ুরোপে ডারুইন বানর হইতে মনুষ্য উৎপত্তি বিষয়ক মত প্রচার এবং ব্যাকনরের ন্যায় পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপ করিবার মানসে গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছেন, তখন আর আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রচলিতধর্ম্ম-বিরুদ্ধ দুই চারিটী কথায় কি হইতে পারে?

উপসংহার কালে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা আবশ্যক। বেদ অভ্রান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া তৎসম্বন্ধে দোষ অনুসন্ধান করা হইতেছে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা সেরূপ অবস্থার গ্রন্থ না হইলেও উহা প্রাচীন কালের অসাধারণ গ্রন্থ এবং উহার ভাষাও অতি প্রগাঢ় সুতরাং সকলের মাননীয়। বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে ইহা গীত হইলে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত হয়। ইহার মধ্যে সরস-কবিত্বসম্পন্ন কবিতা আছে এবং সেই সকল কবিতা আদিম কালের মনুষ্যের মনোভাব ও আচারাদি উত্তমরূপে ব্যক্ত করিয়া দেয়। এজন্যই বেদ জর্ম্মন্‌নিবাসী পণ্ডিতগণের কণ্ঠহার হইয়াছে এবং এজন্যই কি স্বদেশে কি বিদেশে ইহার মান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে।

ভূমণ্ডলের মধ্যে এতাদৃশ বিস্তৃত প্রাচীন বৃহৎ গ্রন্থের বহুল প্রচার অতীব আনন্দজনক। পূর্ব্বে বেদের নাম মাত্র ছিল। সমুদয় ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করিলে অত্যল্প পরিশুদ্ধ বেদ গ্রন্থ পাওয়া যাইত। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় "ব্রিটিশ্ মিউসিয়মে" অধ্যাপক রসেনকে ঋগ্বেদসংহিতার প্রতিলিপি লইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ঋগ্বেদ দর্শন করেন নাই। কর্ণেল্ পলিয়র প্রথমে সমুদয় বেদ সংগ্রহ করিয়া "ব্রিটিশ্ মিউসিয়মে" প্রেরণ করেন্। উহা ১৭৮৯ খৃঃ অঃ, স্যর্ জোসেফ্ ব্যাঙ্ক সাহেব দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল।

মুসলমানেরা হিন্দুধর্ম্ম-গ্রন্থের বিশেষ বিদ্বেষী। তাহারা ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানাস্থ সকল তীর্থস্থান এবং ধর্ম্মগ্রন্থ নিচয় সমুদায় ধ্বংস্ করিয়াছিল, কিন্তু জয়পুরাধিপতি মির্জ্জা রাজা জয়সিংহ দিল্লীশ্বরের নানা বিষয়ে উপকার করাতে মুসলমানগণ জয়পুরের কোন অনিষ্ট করেন নাই, এজন্য তথায় হিন্দুদিগের প্রধান প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া সুলভ বিবেচনায় কর্ণেল্ পোলিয়র মহারাজ প্রতাপসিংহকে রাজচিকিৎসক ডন্ পেড্রো ডি সিল্ভার দ্বারা এরূপ এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তিনি সেই পত্র পাঠে সানন্দ চিত্তে চতুর্ব্বেদের প্রতিলিপি এক বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া কর্ণেল্ পোলিয়রকে প্রদান করেন। ইয়ুরোপে সাধারণের বিশ্বাস ছিল

যে, বেদ লোপ হইয়াছে সুতরাং এ বেদকেও অনেকে কাল্পনিক মনে করিতে পারেন; এই ভাবিয়া কর্ণেল্ পোলিয়র সে সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিত রাজা আনন্দ রামের নিকট সমুদায় গ্রন্থ পরিদর্শনের জন্য প্রদান করেন। তিনি তাহা অকৃত্রিম বুঝিয়া বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক চারি ভাগের পারস্য ভাষায় সূচিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোলব্রুক বেদ-সংগ্রহের চেষ্টা করিলে, ম্লেচ্ছকে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান করা অন্যায় বিবেচনায় জনৈক মহারাষ্ট্রীয় শাস্ত্রী তাঁহাকে বৈদিক ছন্দে দেব দেবীর স্তবপূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিও তাহা বেদভ্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিচারির রোমান ক্যাথলিক্ পাদ্রি-বারথালমির নিকট Ezur Vedam নামক একখানি কৃত্রিম যজুর্ব্বেদ ছিল। উক্ত ফাদার রবার্ট ডি নোবিলী নামক জেসুইট্ পাদ্রির উপদেশানুসারে কোন সুচতুর মান্দ্রাজি শাস্ত্রীর দ্বারা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। বিখ্যাত লেখক ভলটেয়ার এই গ্রন্থ খানি প্রাপ্ত হইয়া সাদরে ১৭৬১ খৃঃ অঃ রএল লাইব্রেরী অব্ ফ্রান্স নামক পুস্তকালয়ে উপঢৌকন প্রদান করেন। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের আজি কালি আর বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বঙ্গ দেশের বিষয়ী ব্যক্তির ত কথাই নাই, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরও

বৈদিক গ্রন্থ সম্বন্ধে অতীব কৌতুকাবহ ভ্রম হইয়া থাকে। কেহ নারদপঞ্চরাত্রের রাধিকাস্তোত্র * সামবেদোক্ত এবং কেহ বা গোপাল, নৃসিংহ, তথা রামতাপনীয় গ্রন্থকে প্রকৃত শ্রুতি মনে করিয়া থাকেন।

এক্ষণে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রযত্নে চারি বেদই প্রচারিত হইয়াছে, এজন্য আমরা তাঁহাদিগের অধ্যবসায় এবং পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। ৬ই এপ্রিল, ১৮৪৭ সালে আসিয়াটিক্ সোসাইটীর উত্তেজনায় একটি সভা হয়। এই সভায় বেদপ্রচারের প্রস্তাব হইলে মৃত অধ্যাপক রোএর সাহেবের প্রতি, বারাণসীস্থ পণ্ডিতগণের সাহায্যে উত্তমরূপ পরিদর্শনান্তর বেদ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল এবং এজন্য গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে ৫০০ পাঁচ শত টাকা বার্ষিক ব্যয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত হইতে আসিয়াটিক্ সোসাইটী কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ;—

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথমাষ্টকের দুই অধ্যায়, ভাষ্য সহিত। সটীক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা (প্রকাশ হইতেছে)।

---

* শ্রীরাধা রাসেশ্বরী রম্যা রামা চ পরমাত্মনঃ ।।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ মহাবিষ্ণোঃ প্রসূরপি ।। ইত্যাদি ।।

বৈদিক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (সম্পূর্ণ)।

সটীক সামবেদ (প্রকাশ হইতেছে)।

গোপথ ব্রাহ্মণ—(সম্পূর্ণ)।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ সটীক (সম্পূর্ণ)।

ইয়ুরোপ খণ্ডে নিম্নলিখিত বৈদিক গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছে ; যথা—

ঋগ্বেদসংহিতা ২৭ পৃষ্ঠা মূল। ডাক্তার রসেন দ্বারা প্রকাশিত, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ, লণ্ডন। ঋগ্বেদসংহিতা—ফ্রেডিক রসেন কর্ত্তৃক লাটিন অনুবাদ সহ কিয়দংশ প্রকাশিত। লণ্ডন, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ।

রোমান্ অক্ষরে ঋগ্বেদ সংহিতার কিয়দংশ—অধ্যাপক অফ্রেক্ট সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৬১ সালে বার্লিনে মুদ্রিত।

ঋগ্বেদ সংহিতা,—সায়নাচার্য্য কৃত ভাষ্যসহ—ভট্ট মোক্ষমূলর দ্বারা প্রকাশিত, সম্পূর্ণ।

রোমাণ্ অক্ষরে ঋগ্বেদীয় মরুৎ স্তোত্র, ইংরাজী অনুবাদসহ—ভট্ট মোক্ষমূলর কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

সামবেদ—অধ্যাপক বেন্‌ফি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১ খণ্ড।

ঐ—মহামহোপাধ্যায় উইল্‌সন্ এবং ডাক্তার ষ্টিভন্‌সন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১ খণ্ড।

বংশ ব্রাহ্মণ,—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অদ্ভুত ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সামবিধান ব্রাহ্মণ, ইংরাজী অনুবাদ সহ—বর্ণেল্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা, সটীক,—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ, সটীক,—অধ্যাপক ওয়েবর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঋগ্বেদ সংহিতা। সংহিতা ও পদপাঠ। ভট্ট মোক্ষমূলর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। লিপজিকো, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত।

ঐ ঐ। ঐ ঐ। ভট্ট মোক্ষমূলর দ্বারা ইংলণ্ডে মুদ্রিত।

অথর্ব্ববেদ—অধ্যাপক রথ্ এবং হুইট্‌নী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অনুবাদ সহ—অধ্যাপক হগ্ কর্ত্তৃক বোম্বাই নগরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২ খণ্ড।

সামবেদের বংশব্রাহ্মণ, রোমাণ্ অক্ষরে সায়নাচার্য্য কৃত টীকা সহ—বর্ণেল্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ খণ্ড।

ত্রিবিদ্যাজিগুণাত্মিকা, ১ ভাগ। ঋগ্বেদসংহিতা। মূল, মারাটী ও ইংরাজী অনুবাদ সহ পাদ্রি ষ্টীভেন্‌সন দ্বারা প্রকাশিত। বোম্বাই, ১৮৩৩ সাল। দৈবত ব্রাহ্মণ, সায়নাচার্য্যের ভাষ্য সহ, বর্ণেল্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কিয়দংশ ঋগ্বেদ—সংক্ষিপ্ত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন।

"প্রত্নকম্রনন্দিনী" সম্পাদক সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রকাশিত সামবেদ—ঐন্দ্রপর্ব্ব।

উক্ত সামশ্রমী কর্ত্তৃক অনুবাদ সহ সামবিধান ব্রাহ্মণ সটীক, সামসূচি, আরণ্যসংহিতা, মন্ত্রব্রাহ্মণ, ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ, এবং সটীক দৈবত ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হইয়াছে। বেদার্থ যত্ন—ঋগ্বেদসংহিতা। মূল, মারাটী ও ইংরাজী অনুবাদ সহ বোম্বাই প্রদেশে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা। ইহা মহীধর কৃত ভাষ্য সহ বঙ্গানুবাদ সহ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক ক্রমশঃ প্রকাশিত।

সায়নাচার্য্যের ভাষ্য সহ সামবেদ। পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সমাধ্যায়ী মহাশয় স্বকৃত অনুবাদ সহ প্রকাশ করিতেছেন।

অদ্যতনীয় সুবিখ্যাত সামবেদাচার্য্য সামশ্রমী মহাশয় স্বয় বৈদিক গ্রন্থনিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়াতে আমরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বেদ-প্রচারক ঋষি।

একণে কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বেদ প্রচারক ঋষির নামোল্লেখ করিয়া প্রস্তাব শেষ করিতেছি।

মনু—যাজ্ঞবল্ক্য—নারদ—কপিল—গোতম—ভরদ্বাজ—কশ্যপ—অগস্ত্য—দুর্ব্বাসা—বশিষ্ঠ—জাবালি—অঙ্গিরা—বিশ্বামিত্র—ভৃগু—প্রভৃতি ঋষি, সকলের নিকট বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন

ব্রহ্মা—প্রজাপতি—বৃৎস—পুরুকুৎস—কৌৎস—বসিষ্ঠদেব—মহাবামদেব—শুনঃশেফ—কণ্ব—প্রস্কণ্ব—গৃৎসমদ—কক্ষীবান—গর্গ—মধুচ্ছন্দঃ—আঙ্গিরস—শৌনহোত্র—ক্রতুকর্ম্ম—অত্রি—বৎসকণ্ব—বহুপণ—ত্রসদস্যু—বসুকর্ণ—অগ্নিদেব—বিশ্ববারা (স্ত্রী-ঋষি)—জুহু (স্ত্রী)—দেবশুনি (স্ত্রী)—কালাগ্নিরুদ্র—যামদগ্ন্য—প্রভৃতি অনেকানেক বেদ প্রচারক ঋষি আছেন। ইহাঁদের জীবন বৃত্তান্ত ও কাল নির্ণয় অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় হইলেও তাহা আমাদের লিপিবদ্ধ করার অভিপ্রায় রহিল।

উল্লিখিত ঋষিবৃন্দ দ্বারা যে যে বেদাংশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের

গ্রন্থাবলীর বিবরণ ।

प्रेमानन्दस्य सिन्धुः विलसति निखिलं यस्य धामामलीढम्
राधाकृष्णाख्यलीलामयमखिलमणुर्न भिन्नभावेन हीनम् ।
यस्य च्छाया भवाब्धिश्रमशमनकरी भक्तसङ्कल्पसिद्धि-
हेतुश्चैतन्यकल्पद्रुम इह भुवने कश्चन प्रादुरासीत् ॥

चैतन्यचन्द्रोदयनाटकम् ।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের

গ্রন্থাবলীর বিবরণ।

অনেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এবং তাঁহাদিগের গ্রন্থমালার সার মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত বিশেষ উৎসুক, এজন্য তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এতৎ প্রস্তাব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলিলেই, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাসকে বুঝায়, কিন্তু আমরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণপরায়ণ অন্যান্য সাধু সচ্চরিত্র গ্রন্থকারের বিবরণও লিখিলাম। এই প্রস্তাব অতি সংক্ষেপে এবং অতি স্বল্প কালের মধ্যে সংকলিত হইয়াছে এজন্য ইহাতে যদি কোন ভ্রম লক্ষিত হয়, তবে পণ্ডিতমণ্ডলী তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব-গোস্বামী।

यै श्रीभागवतं भाष्यं स्वप्ने प्रातश्च जागरे।
समुद्रस्येव विमलं मयूखे मयूखि स्थिताः ॥ (१)

समस्त श्रीभगवतः प्रेमा[illegible]धी ।
तेषामेव हि लेखोऽयं श्रीसनातननामिमाम् ॥ (२)
सदैतर्हिनिवेद्याऽपि किंचिदन्यद्विवक्षया ।
अथो सदंघ्रिजीवेन जीवेनेदं दिविच्यते ॥ (३)
सद्यस्याकपदक्रमाश्रितवती यस्याऽमृतस्राविणी,
जिह्वा कल्पलता सखी मधुकरी भूयो नरीनृत्यते ।
रेजे राजसभासभाजितपदः कर्णाटभूमीपतिः,
यः श्रीसर्वजगद्गुरुर्भुवि भरद्वाजान्वयग्रामणी ॥ (४)
पुत्रस्तस्य नृपस्य कश्यपतुलामारोहतो रोहिणी·
कान्तस्येव यशोभरः सुरपतेस्तुल्यप्रभावोऽप्यभूत् ।
सर्व्वक्ष्मापतिपूजितोऽखिलयजुर्वेदैकविश्रामभू-
र्यः श्रीवामनिकश्यदेव इति यः ख्यातिं क्षितौ जग्मिवान् ॥ (५)
सश्रीर्भूपस्य प्रथितयशसस्तस्य तनयौ,
प्रजज्ञाते रूपेश्वर-हरिहराख्यौ गुणनिधी ।
तयोरग्यः शस्त्रे मखजतरभाङ्गं बहुविधे,
अगामाऽन्यः शास्त्रे + + + गुणप्रेरिततया ॥ (६)
विभज्य स्वं राज्यं मधुरिपुपुरप्राप्तिदिने,
पिता ताभ्यां रूपेश्वर-हरिहराभ्यां किल ददौ ।
निजं जेष्ठं रूपेश्वरमथ कनिष्ठो हरिहरः,
स्वराज्याद्राष्ट्राणां कुलतिलकसर्व्वस्वमददतो ॥ (७)
श्रीरूपेश्वरदेव एवमरिभिर्निर्धूतराज्यः क्रमात्,
अष्टाभिस्तुरगैः समं दयितया पौरस्त्यदेशं ययौ ।

यः सर्व्वावरजः पिता मम ... श्रीराममादेदिवान्,
गंगायां द्रुतमयजौ पुनरमू वृन्दावनं संगतौ।
याभ्यां माथुरगः तीर्थनिवही श्यकीकृती भक्तिर-
त्युवैः श्रीव्रजराजनन्दनगता सर्व्वोऽत्र संवर्द्धिता ॥ (१४)
"यस्मिन् रघुनाथदास इति विख्यातः क्षितौ राधिका-
कृष्णाप्रेमरसस्वार्थवीचिनिवहे घूर्णन् सदा दीव्यति।
इष्टाप्नभक्तप्रभावरमणोर्लीलानयौभजतो,
र्यत्नुष्टपदं गतस्त्रिभुवने तत्सर्व्वमार्थ्योत्तमैः ॥ (१५)
गोपालबालकव्याजात् ययोः साक्षादभूत् च।
सावात् श्रीयुतगोपालः श्रीराधारमणोऽञ्जया ॥ (१६)
मथौरनुभवश्रेष्ठ काव्यं श्रीहंसदूतकं।
श्रीमदुद्धवसन्देशच्छन्दोऽष्टादशकं तथा ॥ (१७)
+ + + कलिकाकलौ गोविन्दविरुदावली।
प्रेमेन्दुसागराद्याश्च बहवः सुप्रतिष्ठिताः ॥ (१८)
विदग्धललिताद्यञ्च माधवं नाटकद्वयं ॥ (१९)
भाणिका दानकेल्याख्या रसामृतयुगं पुनः।
मथुरामहिमा पद्यावली नाटकचन्द्रिका ॥ (२०)
संक्षिप्तश्रीभागवतामृतमिति च संग्रहाः ॥ (२१)
अथाऽग्रजकृतेष्वग्र श्रीश्रीभागवतामृतम्।
हरिभक्तिविलासस्य टीका दिक्प्रदर्शिनी ॥ (२२)
लीलास्तवष्टीप्पणी च सेयं वैष्णवतोषिणी।
या संक्षिप्य मया क्षुद्रजीवेनाऽपि तदाज्ञया ॥ (२३)

পুত্র হইল। পুত্রের নাম পদ্মনাভ রাখিলেন (৮)। গুণ নিধান ও সুকৃতিমান্ পদ্মনাভের রসনায় সাঙ্গ শুক্লযজুর্ব্বেদ ও সবিস্তর উপনিষদ্ সকল তাণ্ডবিত হইয়াছিল। এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণহৃদয় হইয়াছেন, এইরূপ সকল মনুষ্যের কর্ণপথে ধ্বনিত হইল (৯)। এক্ষণে, শিখরেশ্বরের অধিকারে বাস করিতে পদ্মনাভের অস্পৃহা জন্মিল. তিনি গঙ্গা তটে বাস করিবার জন্য সমুৎসুকচিত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি নবহট্ট নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন (১০)। তথায় বাস করিয়া যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। তন্মধ্যে প্রথম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় জগন্নাথ, তৃতীয় নারায়ণ, চতুর্থ মুরারি, পঞ্চম মুকুন্দ (১১)। মহাত্মা মুকুন্দের এক পুত্র। তাঁহার নাম কুমার। এই শ্রীমান্ কুমার শত্রুকর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। কুমারেরও অনেকগুলি পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিন পুত্র শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। এই মহাত্মার বংশপরম্পরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য (১২)। দ্বিজবর কুমারের পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন, অগ্রজ শ্রীরূপ, কনিষ্ঠ বল্লভ। এই ভ্রাতৃত্রয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপায় সামান্য রাজ্য হইতে বিরক্ত হইয়াছিলেন (১৩)। যিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ বল্লভ, তিনিই আমার পিতা। আমার পিতা গঙ্গা-সলিলে সঙ্গত হইয়া শ্রীরাম পদ প্রাপ্ত হইলেন, জ্যেষ্ঠ

পিতৃব্যদ্বয় বৃন্দাবনে প্রস্থান করিলেন। এই মহাত্মাদ্বয় কর্তৃক বৃন্দাবন ও মথুরাস্থ গুপ্ত তীর্থ সকল আবিষ্কৃত হয় এবং ইহাঁরা ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন (১৪)। সুবিখ্যাত রঘুনাথ দাস ইহাঁদিগের সখা ছিলেন। কৃষ্ণ-প্রেমার্ণব তরঙ্গে বিলাস করতঃ ইহাঁরা আর্য্যগণের আশ্চর্য্যাস্পদ হইয়াছিলেন (১৫)। প্রসিদ্ধি আছে যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাহরণচ্ছলে গোপাল-বালকের রূপ ধারণ করিয়া ইহাঁদিগের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (১৬)। এই পিতৃব্যদ্বয় বহু সকল নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীরূপস্বামীর হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, ছন্দোষ্টাদশ, এই তিন কাব্য গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ, এবং উৎকলিকাবল্লী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর প্রভৃতি স্তোত্র গ্রন্থ,—বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব এই দুই নাটক,—দানকেলি প্রভৃতি ভাণিকা,—মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতিও বিখ্যাত। (১৬—২০)।

জ্যেষ্ঠ সনাতন-স্বামিকৃত বহুতর গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবতামৃত ও হরিভক্তিবিলাস এবং দিক্‌প্রদর্শিনী নাম্নী [illegible] টীকা (২১), এবং লীলাস্তব টীপ্পনীও প্রসিদ্ধ বটে। আমি তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে যাহাকে সংক্ষিপ্ত করিলাম; ইহার নাম বৈষ্ণবতোষিণী।"

জীবগোস্বামী স্বকৃত বৈষ্ণবতোষিণীর সমাপ্তি কালে এই

রূপ পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নস্থ চিত্র দেখিলে জীব-স্বামীর বংশাবলী সহজে বোধগম্য হইবে।

উজ্জ্বল নীলমণি।—সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ। রচয়িতা শ্রীরূপগোস্বামী। গদ্য ও পদ্যে সঙ্কলিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গার রস নির্ণয়, ভক্তি প্রভৃতি

স্থায়ীভাব নির্ণয়, কৃষ্ণপ্রেম বিবৃতি পূর্ব্বক নানাবিধ আলঙ্কারিক রসনির্ণয়। পঞ্চদশ প্রকরণে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্লোক সংখ্যা অনুমান ৬১০০। ইহার টীকার নাম "লোচন রোচনী।" প্রারম্ভ বাক্য—

+ + नामाकृष्टरसज्ञः शीलेनोद्दीपयन् सदानन्दम्।
निजरूपोत्सवदायी सनातनात्मा प्रभुर्जयति ॥
मुख्यरसेषु पुरा यः संक्षेपेणोदितोऽतिरहस्यत्वात्।
पृथगेव भक्तिरसराट् स विस्तरेणोच्यते मधुरः ॥

ইত্যাদি।

সমাপ্তি বাক্য—

——श्रयमुज्ज्वलनीलमणिर्गहनमहाघोषसागरोद्भवः।
[illegible] + + + षिवी दैक:।
इति समाप्तोऽयमुज्ज्वल-नीलमणि नाम ग्रन्थः।

হংসদূত।—খণ্ড কাব্য। গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামী। শিখরিণীচ্ছন্দে রচিত। শ্লোক সংখ্যা ১০১। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণের অবস্থা বর্ণন, রাধিকার অবস্থা, তদনন্তর এক হংস সন্দর্শন করিয়া গোপীগণ তাহাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

আরম্ভ শ্লোক—

"दुकूलं बिभ्राणो दलितहरितालद्युतिभरं" ইত্যাদি।

উদ্ধব দূত।—খণ্ড কাব্য। রচয়িতা [illegible]গোস্বামী।

মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে গ্রথিত। গ্রন্থসংখ্যা ১২০। বিষয় — রাধিকা-বিরহে শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি বর্ণন।

আরম্ভ শ্লোক —

काञ्चीभूतैर्नवमिहिरजैः पुण्यतामां विशाली-
लङ्कीरत्ना दधति मथुरापत्तनी कञ्जिषः।
कृष्णः क्रीडाभवनवलभी मूर्द्धि विश्रान्तमाङ्गा
दृष्टी सद्यः स्वरजहृदयो गोकुलायाक्ष मौर्यः॥

সমাপ্তি শ্লোক —

गोष्ठक्रीडाकलितमनसं निर्भीकानुरागात्
कृष्णायास्य प्रतिममथुरामण्डली + + +।
मुग्धीकत्ताञ्चयपदसरोजान्मनः स्वामिनीयं
सन्दीहाम यष्टु हृदयानन्दपूरं प्रबन्धः।
इत्युद्धवदूताख्यं खण्डकाव्यं समाप्तम्।

বৃন্দাদেব্যষ্টক।—অনুষ্টুপ্‌ছন্দে রচিত। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরূপ গোস্বামী। বিষয় — বৃন্দাগুণকীর্ত্তন। গ্রন্থসংখ্যা ৮।

আরম্ভ বাক্য —

वृन्दावनाधिदेवी त्वं सच्चिदानन्दरूपिणी।
सततैश्वर्य्यसंयुक्तां वृन्दादेवीं नमाम्यहम्॥

সমাপ্তি বাক্য —

यः पठेत् प्रातरुत्थाय वृन्दादेव्यष्टकम् शुभम्।
राधागोविन्दपादाब्जे स भक्तिं लभते ध्रुवम्॥
इति श्रीमद्रूपगोस्वामि विरचितं वृन्दादेव्यष्टकम् पूर्णम्।

"যা তে লীলা + + + পরিমলোদ্গারি বন্যা পরীতা,
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি রমা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুল + + + মুগ্ধালয়াভিঃ।
সম্বীতস্তং কলয় বদনোল্লাসি বেণুর্বিহারম্।
কৃষ্ণ। প্রিয়ে। তথাস্তু, তইতি স্বসুতবাক্যনামবন্যাম্
ক্রোধ ইতি সর্বান্তরালী নিশ্চাম্য, নিষক্রান্তা সর্বে।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।—সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থকার শ্রীরূপ গোস্বামী। ৪ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম, পূর্ব্ব বিভাগ। দ্বিতীয় দক্ষিণ বিভাগ। তৃতীয়, পশ্চিম বিভাগ। চতুর্থ, উত্তর বিভাগ।

পূর্ব্ববিভাগ আবার চারি ভাগে বিভক্ত। বিভাগের নাম লহরী। প্রথম, সামান্য-ভক্তিলহরী। দ্বিতীয়, সাধন-লহরী। তৃতীয়, ভাব লহরী। চতুর্থ, প্রেমনিরূপণলহরী।

দক্ষিণ বিভাগে পাঁচ লহরী। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারী ভাব, ও স্থায়ীভাব নামক লহরী।

পশ্চিম বিভাগে পাঁচ লহরী। শান্তাখ্য, দাস্যাখ্য, বাৎসল্যাখ্য, মাধুর্য্যাখ্য, সখ্যাখ্য লহরী।

উত্তর বিভাগে ৯ লহরী। প্রেম রসাখ্য, মৈত্রীরসাখ্য, বৈর, সংযোগ, রসাভাসাখ্য লহরী, রস, ও হাস্যাখ্য লহরী।

পূর্ব্ব বিভাগের বিষয়—ভক্তি, সাধন, ভাব ও প্রেম প্রভৃতির নির্ণয়।

দক্ষিণ বিভাগে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারিভাব, ও স্থায়িভাব, প্রভৃতির নির্ণয়।

পশ্চিম বিভাগে—শান্ত দাস্যাদি ভাব নির্ণয় ও তাহার উপযোগিতা।

উত্তর বিভাগে—গৌণরস ও মুখ্যরসের বিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস, রসাভাসাদি নির্ণয়, আনুষঙ্গিক অন্যান্য রস-ভাবাদির অঙ্গ বিচার।

গ্রন্থসংখ্যা সমুদায়ে ৬৯৬৯। তন্মধ্যে টীকা ৩৬৪৪, মূল ৩৩২৫। টীকার নাম দুর্গমসঙ্গমনী। ১৬৬৩ শ্লোকে এই গ্রন্থ রচিত। ইহার প্রারম্ভ বাক্য এই—

"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।"

সমাপ্তি বাক্য—

"ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ উত্তরভাগে গৌণভক্তিনিরূপণে রসাভাসলহরী নবমী। সমাপ্তোঽয়ং চতুর্থো বিভাগঃ।
রামাঙ্গশক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ম্।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ।"

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ সমাপ্তঃ॥

ইহার টীকাকার জীব গোস্বামী।

শ্রীনন্দ নন্দনাষ্টক।—শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র। প্রারম্ভ শ্লোক—

"সুচারুবক্ত্রমণ্ডলং সুকর্ণরত্নকুণ্ডলম্।
সুচর্চিতাঙ্গচন্দনং নমামি নন্দনন্দনম্।"

চাটু-পুষ্পাঞ্জলি।—শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত। ইহা শ্রীরাধা স্তোত্র। ২৩ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক—

"नवगोरोचनागौरीं प्रवरेन्दीवराम्बराम् ।
मणिस्तवकविद्योतिवेणीव्यालाङ्गनाफणाम् ।।"

শ্রীমুকুন্দ মুক্তাবলিস্তব।—শ্রীরূপ গোস্বামি কর্তৃক বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র। ৩১ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

"नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं
विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहासम् ।
कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूडम्
कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ।"

স্তবাবলীর শ্লোক সমূহ মালিনী, চিত্রা, জলধরমালা, রঙ্গিণী, তূণক, পজ্ঝটিকা, ভুজঙ্গপ্রয়াত, স্রগ্বিণী, জলোদ্ধতগতি, শালিনী, দ্রুতবিলম্বিত, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত-ছন্দে রচিত।

বিদগ্ধমাধব নাটক।—শ্রীরূপ গোস্বামি-বিরচিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন গ্রন্থ। দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ।

গীতাবলী।—শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত। নন্দোৎসব, দোল, রাস প্রভৃতি বিষয় সংগীতে বর্ণিত।

শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দু।—অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধো [illegible] নামক গ্রন্থ।—শ্রীরূপ-

গোস্বামিকৃত। এখানি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে সংক্ষেপে সংকলিত।

পদ্যাবলী। — শ্রীরূপগোস্বামিকৃত। শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ। ৩৮০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভ শ্লোক, যথা —

पद्यावली विरचिता रसिकैर्मुकुन्द-सम्बन्धबन्धुरपदा प्रमदाब्धिसिन्धुः ।
+ + कमलनयना कमनी कणित कण्ठहारे + + कदम्बक कौतुकाय ।

সমাপ্তি যথা —

अरुचिरचिरमङ्गलवली: कृता गृहे सन्ति सन्ततः ।
तेषां पद्यानि विन्यासकमाद्भलाविरचयते ।
इति श्रीमद्रूपगोस्वामिना संगृहीता पद्यावली समाप्ता ।

নাটক চন্দ্রিকা। — শ্রীরূপ গোস্বামি-কৃত। ইহাতে নাটকাদির লক্ষণ, তথা নায়িকাদিভেদ কথিত হইয়াছে। ভরত মুনি প্রণীত নাট্য শাস্ত্র এবং সাহিত্যদর্পণ-প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ হইতে ইহা সংকলিত হইয়াছে। যথা—

वीक्ष्य भरतमुनिशास्त्रं रसपूर्वसुधाकरञ्च रमणीयम् ।
लक्षणमतिसंक्षेपाद्विलिख्यते नाटकस्येदम् ।
नातीव सङ्गतत्वाद्भरतमुनेर्मतविरोधाच्च ।
साहित्यदर्पणीया न गृहीता प्रक्रिया प्रायः ।

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, ভরতের নাট্য শাস্ত্র ও রমণীয় রস-সুধাকর অবলম্বনে আমি এই গ্রন্থ সংক্ষেপে লিখিলাম। ইহাতে নাটকাদির লক্ষণ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। সাহিত্য-

দর্পণের মত সুসঙ্গত নহে এবং তাহা ভরত মুনির মত বিরুদ্ধ ; একারণ সাহিত্যদর্পণের প্রক্রিয়া প্রায় অগ্রাহ্য করিয়াছি।

গোবিন্দ-বিরুদাবলী।—শ্রীরূপকৃত। স্তব গ্রন্থ।

প্রারম্ভ শ্লোক—

অথ মঙ্গলরূপাদ্যা গোবিন্দবিরুদাবলী।
যস্যাঃ পঠনমাত্রেণ শ্রীগোবিন্দঃ প্রসীদতি॥

শেষ শ্লোক—

যস্মীতি বিরুদ্ধাবল্যা মথুরামণ্ডলে হরিঃ।
অনয়া রম্যয়া সখী নূনং নিত্য প্রনৃত্যতি॥

গোপাল চম্পূ।—জীবরাজ কৃত। গোপাল লীলা বর্ণন-গ্রন্থ। প্রারম্ভ বাক্য—

অখীজং ন রমেত্যমন্যকরকো মঞ্জাবলীমিত্যাদি।—

সমাপ্তি বাক্য—

মদ্বয়তি মনো মদীয়ং নবজঘনমারবনীরদবিলাসঃ।
কিন্তু যুবতু নীবনিহারী শক্তি নক্তি চম্পূ বিহারীঽয়ম॥

(২) ষট্ সন্দর্ভ।—এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্থানীয়। ছয়টী মহা প্রকরণে বিভক্ত। বিভাজক প্রকরণের নাম সন্দর্ভ। যথা—(১ম) তত্ত্ব সন্দর্ভ। (২য়) ভগবৎ সন্দর্ভ। (৩য়) পরমাত্ম সন্দর্ভ। (৪র্থ) কৃষ্ণসন্দর্ভ। (৫ম) ভক্তি সন্দর্ভ। (৬ষ্ঠ) প্রীতিসন্দর্ভ। গ্রন্থকার জীব গোস্বামী।

বিষয়—

তত্ত্বসন্দর্ভে—প্রমাণ সমুদায়ের মধ্যে ভাগবতেরই প্রাধান্য—ভাগবতের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য, সামান্যাকারে তত্ত্বনির্ণয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিবরণ।

ভগবৎসন্দর্ভে—ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মাদি দেবগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব যোগ্যতা বৈকুণ্ঠাদি স্থান নির্ণয়, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব নিরূপণ, ব্রহ্ম স্বরূপের শক্তিমত্তা, বিশুদ্ধ শক্তির অপ্রাকৃতত্ব, শক্তির অচিন্ত্যতা, তাদৃশ শক্তির স্বাভাবিকত্ব, শক্তির সমাহার, শক্তির অন্তরঙ্গত্বাদি নিরূপণ, মায়া শক্তি, স্বরূপ শক্তি, গুণস্বরূপ, তাহার স্থূলসূক্ষ্মাতিবিরুদ্ধত্ব, প্রত্যেকের স্বরূপ, ও স্বপ্রকাশ-স্বরূপতা, জন্ম-কর্ম্মাদির অপ্রাকৃতত্ব, শ্রীবিগ্রহের পূর্ণ রূপতা, বৈকুণ্ঠ, পরিচ্ছদ ও পার্ষদ প্রভৃতি বর্ণনা, ত্রিপাদ্বিভূতি, অধিকারানুসারে ঋষিদিগের ব্রহ্মরূপে আনন্দোৎকর্ষতা, ভগবানের লক্ষণ বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণ বেদ ও ভক্তিপ্রাপ্য প্রভৃতি।

(৩য়) পরমাত্ম-সন্দর্ভে।—পরমাত্মা ও তৎস্বরূপ ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ ও তৎপরিণামিত্ব, বিবর্ত্ত সমাধান, পরমাত্মা হইতে জগতের অভেদ এবং জগৎ হইতে পরমাত্মা ভিন্ন, জগতের সত্যতা, শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায় প্রকাশ, নির্গুণ ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাদির সমন্বয়, লীলাবতারের প্রয়োজন, ভগবানের প্রতি শাস্ত্র তাৎপর্য্য কথন প্রভৃতি।

(৪র্থ) শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে।—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব,

অংশবোধক বাক্যের সমন্বয়, তাঁহার পূর্ণতা, ভগবানের স্বামিত্ব যোজনা, অবতার প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণই শাস্ত্রমাত্রের তাৎপর্য্য, অভ্যাস, প্রতিনিবৃত্তি বাক্য, গতি শাস্ত্রের ভগবানই গতি, মতান্তরের অপবাদ, নাম-মহিমা, গীতাদি-শাস্ত্রের গতি, শ্রীকৃষ্ণে শাস্ত্র সমন্বয়, অংশ-প্রবেশযুক্তি, কৃষ্ণরূপের নিত্যতা, দ্বিভুজাদি রূপসত্ত্বেও তাঁহার নিত্যত্ব, গোলোক ও বৃন্দাবনের অভেদ, এতৎপক্ষে প্রমাণ বাক্য প্রদর্শন, যাদবগণ তাঁহার নিত্য পরিবার, প্রকট ও অপ্রকট লীলাব্যবস্থা, বিভুত্ব সত্ত্বেও তাঁহার বৃন্দাবনে স্থিতি, দুই প্রকার লীলার সমন্বয়, গোকুল মণ্ডলে তাঁহার প্রকাশাতিশয়, কৃষ্ণমহিষীগণের স্বরূপ শক্তিত্ব, মহিষী অপেক্ষা গোপীগণের শ্রেষ্ঠতা, গোপীগণের নাম, গোপীগণের মধ্যে রাধিকার শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি।

(৫ম) ভক্তি-সন্দর্ভে।—ভগবান ভক্তমাত্রের গম্য বা বোধ্য, নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব নির্ণয়, অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রদর্শন দ্বারা তত্ত্ব প্রদর্শন, কৃষ্ণবহির্মুখের নিন্দা, কৃষ্ণে অনর্পিত কর্ম্মের অনাদর, যোগের অনাদর, জ্ঞান মার্গ, ভক্তির নিত্যতা, ভক্তির দশবিধ লক্ষণ, তাঁহার সর্ব্বফল দাতৃত্ব, ভক্ত্যাভাসের অপরাধতা, উল্লিখিত ফলের অপ্রাপ্তি বিষয়ে সমাধান, ভগবানের নির্গুণত্ব, স্বপ্রকাশত্ব ও পরমানন্দত্ব কথন, নিষ্কাম ভক্তির প্রশংসা, অধিকারী ভেদে ভক্তির প্রভেদ, সৎসঙ্গ এবং কুসঙ্গ আদির ইত্যাদি, মহতের লক্ষণ ও তৎপ্রভেদ, সাধু বিশে-

বের লক্ষণ, গুর্ব্বাশ্রয় বিবেক, ভক্তিভেদে জ্ঞানভেদ, অহংগ্রহ উপাসনা, ভক্তির বিশেষ লক্ষণ, গুরু সেবা, মহাভাগবৎ প্রসঙ্গ, ভগবৎপরিচর্য্যা, সামান্যতঃ বৈষ্ণব সেবা, শ্রবণাদি জ্ঞানাঙ্গ বিচার, অপরাধ ও অনুরাগ বিচার, ভক্তবিশেষ, সিদ্ধিক্রম, ইত্যাদি।

(৬ষ্ঠ) প্রীতি-সন্দর্ভে।—ভগবৎ প্রীতির পুরুষার্থতা, তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পরম পুরুষার্থতা, তদ্দ্বারা মুক্তি, তাহার সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদ, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উৎক্রান্ত্যাদি, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বর্ণন, মুক্তি অপেক্ষা প্রীতির শ্রেষ্ঠতা, সদ্যোমুক্তি, ও ক্রমমুক্তি, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের লক্ষণ, জীবন্মুক্তের লক্ষণ, ভগবৎ সাক্ষাৎকারের নামান্তর মুক্তি, অন্তর্বাহ্য ভেদে সাক্ষাৎকারের দ্বৈবিধ্য, উৎক্রান্তি ও মুক্তি, সালোক্যাদি মুক্তি ভেদ, সামীপ্য মুক্তির আধিক্যতা, ভক্তির মুক্তি সাধনতা, ভক্তিই উপদেশ্য, এ গতি, আপত্তি ও সমাধান, ভগবৎপ্রীতির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ, আবির্ভাব বিশেষ, প্রীতি লক্ষণ, বাক্যের নিষ্কর্ষ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও তাঁহার পূর্ণত্ব, রতি প্রভৃতির লক্ষণ ভেদ, অভিমান ভেদে প্রীতি ও ভক্তির প্রভেদ, ব্রজদেবীগণের বিশুদ্ধ প্রেমভাব, জ্ঞান ভক্তির ব্যবস্থা, ভক্তির তারতম্য, উৎকর্ষ তারতম্য, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যাদির অনুভব তারতম্য, গোকুলবাসিগণের শ্রেষ্ঠত্ব, তন্মধ্যে সখীগণের শ্রেষ্ঠতা, তন্মধ্যে গোপীজনার্দ্দন শ্রেষ্ঠ, ভগবৎ প্রীতির রসত্ব স্থাপন, আলম্বন বিচার, সন্দেহ নিরাস, উদ্দীপন বিচার, অনুভাব, বিরোধিগুণ কথন,

প্রেম,ধীরোদাত্তাদি-প্রভেদ,ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি, ধর্ম্মজ্ঞান ও লীলার সমাধান, উদ্দীপক দ্রব্য ও কালাদি, প্রকাশলীলার আধিক্য, অনুভাব ও সঞ্চারি-ভাব বিচার, রসের পাঞ্চবিধ্য, গৌণ রসের সপ্তকত্ব, রসাভাস, মুখ্যরস, শান্তাখ্য ভক্তিরস, দাস্য ভক্তিরস, প্রশ্রয় ভক্তিরস, বাৎসল্য, মৈত্রী, বল্লভ ভেদ, মদ ও মানাদি, উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব, সম্ভোগাত্মক ও মোদাত্মকভাব বিচার, ভাবভেদ, বিপ্রলম্ভাদি বিয়োগ, পূর্ব্বরাগাখ্য বিপ্রলম্ভ সংভোগ, স্থায়িভাব, প্রেম-বৈচিত্র্যাখ্যসংভোগ, প্রবাসাখ্য সংভোগ, সম্ভোগভেদ, মানাখ্য সংভোগ প্রভৃতি।

গ্রন্থ সংখ্যা—

১ম সন্দর্ভে—৪৭৫, ২য় সন্দর্ভে—২৭৪০, ৩য় সন্দর্ভে—১৭৬৮, ৪র্থ সন্দর্ভে—৪৬২৬, ৫ম সন্দর্ভে—৩১৭৫, ৬ষ্ঠ সন্দর্ভে—৪০০০ শ্লোক।

বাক্য সংখ্যা—

১ম ২৫, ২য় ১২২, ৩য় ১০৯, ৪র্থ ১৯৯, ৫ম ৩৪০, ৬ষ্ঠ ৪২৯।

গোপাল ভট্ট।

গোপাল ভট্ট ভট্টমারি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বঙ্কট ভট্ট। শ্রীচৈতন্যদেব চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করিয়া চারি মাস গোপাল ভট্টের আবাসে অবস্থিতি করেন এবং সেই সময় তাঁহার সহিত ইঁহার অতীব সখ্যতা হওয়াতে

তিনি তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সতত শ্রীচৈতন্যদেবের মুখকমলনিঃসৃত উপদেশমালা শ্রবণে তাঁহার হৃদয়কন্দরে বৈরাগ্য বীজ সংরোপিত হইল, এবং অচিরকাল মধ্যে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে কাশীনিবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী দণ্ডীর আবাসে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহার নিকট শিষ্য হইয়া ভক্তিবেশ পরিগ্রহ করতঃ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

গোপাল ভট্ট, রূপ, সনাতন, এবং শ্রীজীব কর্ত্তৃক বৃন্দাবনমাহাত্ম্য বিস্তারিত হয়। সনাতন গোবিন্দ দেবের, শ্রীজীব রাধাদামোদরের এবং গোপালভট্ট রাধারমণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল ভট্ট, ভক্তদাসকে পুত্রবৎ করিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র সন্তানেরা অদ্যাপি রাধারমণ বিগ্রহের সেবায় নিয়োজিত আছেন।

গোপালভট্ট রঘুনাথ দাস, রূপ, ও সনাতন গোস্বামীর প্রীতিবর্দ্ধনার্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস সংগ্রহ করেন। ইহাঁর কৃত অন্য কোন গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে।

ভক্তিবিলাস।—নামান্তর হরিভক্তিবিলাস।—ধর্ম্মকার্য্য ব্যবস্থা গ্রন্থ। শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বিংশ বিলাসে গ্রন্থ সমাপ্তি। বিষয়—বৈষ্ণবদিগের যাবৎ কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রকার নির্ণয় প্রভৃতি। টীকার নাম দিগ্দর্শিনী। গ্রন্থ সংখ্যা—অন্যূন ৮০০০ শ্লোক। আরম্ভ বাক্য—

चैतन्यदेव भागवतमार्गं गौडीयानां मनुष्येऽस्यमाविवत् ।
आवश्यकं कर्म विचार्य साधुभिः साकं समाहृत्य समस्तमारतः ।

समाप्ति वाक्य—

श्रीमद्गुरुन्दरसुतन्दपदारविन्द प्रेमामृताब्धिरमुतुन्दिलमानसाय
माथार्थमन्दमनुमत्यथिते न च ह्वं सौधी प्रतापमकरन्दमयोऽत्र भाषाम् ।
इति श्रीगोपालभट्टविलिखित श्रीभगवद्भक्तिविलासे
प्रासादिकी नाम विंशो विलासः । समाप्तोऽयं भक्तिविलासः

রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

ইনি কায়স্থ-কুলোদ্ভব। মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব ইহাঁকে ভ্রমক্রমে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং তৎপাঠে সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়েরও এতৎ সম্বন্ধে ভ্রম সংশোধিত হয় নাই বরং বদ্ধমূল হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে আমাদের কোন প্রামাণিক লিপি ঘটিত প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইতেছে; তথাহি হরিভক্তি বিলাস টীকা—"শ্রীরঘুনাথদাসনাম শ্রীকায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ" রঘুনাথ দাস গৌড়ীয় কায়স্থ বংশরূপ পদ্মের ভাস্কর স্বরূপ ছিলেন। ইনি ধনাঢ্যব্যক্তির পুত্র। "ভক্তমালে" লিখিত আছে, ইহাঁর পিতার নবলক্ষের সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি তৎসমুদায় তুচ্ছ বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের কৃপা সুধা প্রাপ্তির জন্য অপরূপ রূপলাবণ্যবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করতঃ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তথায় চৈতন্যদেবের সহিত ইহাঁর

উদ্দেশে সংসারতপ্ত ভক্তের বিলাপ। আনুষঙ্গিক—শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন। শ্লোকসংখ্যা ১০১।

আরম্ভ বাক্য—

ত্বং রূপমঞ্জরি 'সখি প্রথিতা পুরেঽস্মিন্
পুংস্ত্ব পরস্য বদনং নহি পশ্যসীতি।

সমাপ্তি বাক্য—

বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্থ দি নিধায় পাদাম্বুজে
ময়া বত সমর্পিতস্তব তনোতু তুষ্টিং মনাক্।
ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামিনা বিরচিতঃ শ্রীবিলাপ
কুসুমাঞ্জলি স্তবঃ সমাপ্তঃ।

মনোশিক্ষা।—উপদেশ গ্রন্থ। শিখরিণী প্রভৃতি বহুবিধ ছন্দে নির্ম্মিত। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। বিষয়—কৃষ্ণভক্তি রসে মনোমজ্জন কথা। গ্রন্থসংখ্যা ১২ শ্লোক।

অথ মনঃশিক্ষা। গুরৌগোষ্ঠে—ইত্যাদি।

কবিকর্ণপুর।

ইনি ১৫২৪ খৃঃ অঃ নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী কাঞ্চনপল্লী নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্যকুলোদ্ভব শিবানন্দ সেনের পুত্র। ইঁহার পূর্ব্বনাম পরমানন্দ দাস, তৎপরে চৈতন্যদেব তাঁহার কাব্য রচনার অদ্ভুত চাতুর্য্য সন্দর্শনে কবিকর্ণপুর নাম প্রদান করেন। কবিকর্ণপুর কৃত কাব্য ও নাটক গুলার ভক্তি-রস-প্রধান এবং তাহা বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত।

ইনি প্রথমে অলঙ্কার কৌস্তুভ, তৎপরে চৈতন্যচরিত নাটক কাব্য রচনা করেন, কিন্তু আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ রচনা করাতেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তার হয়। ইহার রচনা প্রণালী অতীব প্রগাঢ় এবং মনোহর। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কবিকর্ণপুর।

বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে তমালের তলে,
রাধিকা-রমণে ঘেরি গোপিকা সকলে,—
বাজান মধুর বীণা, রবাব, মোচঙ্গ,
কেহবা সঙ্গীতে মগ্না, কেহ করে রঙ্গ,
গেয়ে শ্যাম গুণমণি গোকুল রতন,—
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম কিবা মূর্ত্তি সুমোহন।
শ্যামবামে শ্রীরাধিকা (ব্রজের রূপসী)
ভূতলে পতিত যেন পূর্ণিমার শশী!
পাইয়া নয়ন দিব্য হরির কৃপায়;
মানসের পটে তুমি এই সমুদায়
হেরিয়া ব্রজের লীলা হইয়া মোহিত,
"আনন্দ শ্রীবৃন্দাবন" করিলা রচিত,
গদ্য পদ্যময় তব চম্পূ মনোহর!—
শ্রবণে শ্রবণ তৃপ্ত হয় নিরন্তর।

এই কবিকর্ণপুর কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ও গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। [illegible]

নাটক খানি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ এবং ইহার বিষয় রূপগোস্বামীর "করচা" হইতে গৃহীত।

কবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক কাঞ্চনপল্লীতে কৃষ্ণরায় জীউর মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তি দেখিতে অদ্যাপি বহু ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া থাকেন।

অলঙ্কার কৌস্তুভ।—অলঙ্কার গ্রন্থ। শ্রীকবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক বিরচিত। বিষয়—ধ্বনিস্বরূপ ও কাব্যস্বরূপ প্রভৃতি. কাব্যগত সাধারণ তত্ত্বনির্ণয়, গুণীভূত ব্যঙ্গাদি আলঙ্কারিক বস্তু নির্ণয়, রসভাবাদি নির্ণয় প্রভৃতি।

চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্তি। গ্রন্থ সংখ্যা অনুমান ১২০০ শ্লোক। টীকার নাম কিরণ, টীকা-কর্ত্তা গ্রন্থকার স্বয়ং।

চৈতন্য চন্দ্রোদয়।—নাটকগ্রন্থ। কবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বিষয়—শ্রীচৈতন্যদেব এবং তৎসহচরগণের লীলা ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণন। (১০) দশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ পূর্ণ। ১ম পরি পরিচ্ছেদে কল্যাধর্ম্মাভিনয়, ২য় পরিচ্ছেদে ভক্তিবৈরাগ্যাদির অভিনয়, ৩য় পরিচ্ছেদে প্রেম ও মৈত্রীর অভিনয়, ৪র্থ পরিচ্ছেদে শচীদেবীর অভিনয়, ৫ম পরিচ্ছেদে ভগবানের নীতি অভিনয়, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে—মুকুন্দাদির অভিনয়, ৭ম পরিচ্ছেদে—সার্ব্বভৌম রাজাদ্যভিনয়, ৮ম পরিচ্ছেদে- শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সার্ব্বভৌমাদ্যভিনয়, ৯ম পরিচ্ছেদে-কিন্নরাদ্যভিনয়, ১০ম পরিচ্ছেদে—রাজা ও রাজমহিষী ঘটিত অভিনয়। এই সকল পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক

প্রভৃতি দীর্ঘচ্ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—শ্রীকৃষ্ণলীলারস বর্ণন। গ্রন্থ সংখ্যা ৪৫০০ শ্লোক, তদ্ভিন্ন গদ্য প্রায় ১০০০ হইবেক। ইহার পরিচ্ছেদের নাম স্তবক। দ্বাবিংশ স্তবকে গ্রন্থ সমাপ্ত। টীকার নাম সুখবর্দ্ধিনী। টীকাকারের নাম শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী টীকার সংখ্যাও প্রায় গ্রন্থসংখ্যার তুল্য।

আরম্ভ বাক্য—

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ যুগলং যস্মিন্ কুরঙ্গীদৃশঃ
কর্ণে লম্বিত নীলোৎপলদলম্ ... ...।
কাশ্মীরং নখরশ্মিনীরমিলিতং কস্তূরিকা নীলিমা
শ্রীখণ্ডং নখচন্দ্রকান্তিলহরী নির্ম্মাতুমাতন্বতে॥"

সমাপ্তি বাক্য—

"শ্রীচৈতন্য কৃপা কটাক্ষবিভবে + + ভূমি লব্ধাবনীশালি শ্রীবনমঞ্জুলস্য পুরঃ।
শ্রীনাথপাদকমলস্মৃতিস্থিতবুদ্ধি র্ষদ্ভূমিমা রচিতবান্ কবিকর্ণপূরঃ॥"

বিবেক শতক।—শ্রীগোপাল ভট্টের গুরু শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক বিরচিত। মন্দাক্রান্তা এবং শিখরিণী ছন্দে গ্রথিত। বিষয়—বৈরাগ্যোদ্দীপক শ্রীকৃষ্ণভক্তির স্বরূপ। শ্লোক সংখ্যা ১০০।

প্রারম্ভ বাক্য—

"ইষ্টঃ প্রাপ্তীবিরস বহুশং শীঘ্রমায়ুর্গতমাত্মভূৎ।
রম্যা প্রাপ্তির্বিষম বিষয়ব্যাপিনী যেন্দ্রিয়াণাম্।
দূরে বৃন্দাবনতটভুবং খিদ্যমেদপ্রয়াণাঃ কিং কুর্ম্মঃ + + + +"

সমাপ্তি বাক্য—

"শ্রীকৃষ্ণ হরিরস্তু + + + +

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতং বিবেকশতকং সমাপ্তম্।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থঃ ।—প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃতঃ। ইহা শচীনন্দন গৌরাঙ্গের স্তবগ্রন্থ। শ্লোকসংখ্যা ১৪৩ এবং দ্বাদশ বিভাগে সম্পূর্ণ। টীকার নাম—রসিক-আহ্লাদিনী।

প্রথম শ্লোক—

"সুমধুর ধৈর্য্যাকৃতিমতিবিস্ময়াদপরম,-

ন বীক্ষ্যাহং কঞ্চি ব্রজপতিকুমারং রময়িতুম্।

ত্রিভুবনস্য সৌন্দর্য্যমধুরপায়ূষলহরী

মদন্ধ ধাম্নি পরমদনবদ্বীপপতম্ ॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এবং তাঁহাদের গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ সম্বলিত হইল। ইহাদের দ্বারা এবং পাশ্চাত্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র।

"গানের সমান আর নাহিক ভজন।"

"Is there a heart that Music cannot melt?"

Beattie.

ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র।

শশধরের বিমল রশ্মিজালে সর্ব্বত্র বিভূষিত, চতুর্দ্দিক শুভ্রময়। উদ্যানে নানাবিধ প্রসূন প্রস্ফুটিত, চতুর্দ্দিক সৌগন্ধে আমোদিত, স্বভাব যেন রজনীদেবীর সহিত কৌতুক করিতেছেন। উদ্যানে মাধবীলতার বিটপী সম্মুখে ভরতমুনি বীণা বাদন করিয়া সমস্ত স্বভাবের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন; শুনিয়া বনদেবীও বিমোহিতা। এতাদৃশ দৃশ্য কাহার না প্রীতিকর? এমত সময়ে সঙ্গীতের প্রধান অধ্যাপকের নিকট বীণাধ্বনি শুনিয়া কাহার না হৃদয় অপূর্ব্ব রসে আর্দ্র হয়? অরফিউসের সঙ্গীতে কাননের পশু পক্ষীও মোহিত হইত, সুতরাং মানব-হৃদয় যদি সঙ্গীতে দ্রব না হয়, তবে সে ব্যক্তিকে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হয়* ; কাজেই শাস্ত্রকারেরা কহেন—

"জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণং লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

প্রাচীনকালে কবি ও গায়ক এক ব্যক্তিই ছিলেন। যিনি কবিতা প্রস্তুত করিতেন—তিনিই তাহা নানাবিধ স্বরে গান

---

* "সঙ্গীত সাহিত্য রসানভিজ্ঞঃ সাক্ষাৎ পশুঃ পুচ্ছ-বিষাণ-হীনঃ।"

শার্ঙ্গদেব কৃত সঙ্গীত রত্নাকর, সিংহভূপালকৃত সঙ্গীত সুধাকর, দামোদরকৃত সঙ্গীতদর্পণ, রাগমালিকা, হরিনারায়ণ কৃত সঙ্গীত সার, নারদ সংবাদ, নাট্যপুরাণ, রত্নমালা, সঙ্গীত কৌস্তুভ, অন্তকভট্টকৃত তাণ্ডবতরঙ্গেশ্বর, গীতসিদ্ধান্ত ভাস্কর, বিশ্বাবসুকৃত ধ্বনিমঞ্জরী, রাগার্ণব, রাগচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ বহু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন খানি সম্পূর্ণ এবং কোন খানি বা খণ্ডিত। পরন্তু ইহার অধিকাংশ টীকাবিহীন এবং কোন কোন গ্রন্থ মূর্খ লিপিকরদিগের দোষে এরূপ কদর্য্য ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহার মধ্যে অস্ফুট হওয়াও সম্ভব, সুতরাং সে গুলি এক প্রকার লোপ হইয়াছে বলিতে হইবেক। কোন কোন গ্রন্থ রাগ রাগিণীর রূপ বর্ণনায় পরিপূর্ণ, অন্য সার কথা কিছুই নাই, এবং কোন খানি বা অলঙ্কার গ্রন্থের ছায়া মাত্র। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর সঙ্গীতদামোদর সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে, ইহার মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় যাবতীয় গুহ্য কথা প্রাপ্ত হইব, কিন্তু গ্রন্থ পাঠে এককালে হতাশ হইলাম। এখানি এক প্রকার অলঙ্কার গ্রন্থ মাত্র, ইহার মধ্যে রাগাদির ভেদ কিছুই সঙ্কলিত হয় নাই। গ্রন্থকার শুভঙ্কর ইহার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

মাত্রা [illegible] গতিরসময় [illegible] বিভাষাঃ।
শ্রী পুংসী [illegible] মূর্চ্ছনা [illegible]।

यामी वामाङ्गमिलन्मुनिसखिमकला वाद्यमावाहयन्तः ।
वृन्दान् निर्घोषगामानभिनयरसाः ज्ञानदीक्षा यज्ञक्त ॥

এ দিকে আড়ম্বর অনেক—কিন্তু কাজে কিছুই নহে।

মহর্ষি বাল্মীকির সমকালজন্মা ভরতমুনির পূর্ব্বে সংগীত ছিল বলিয়া অনুভূত হয়—কিন্তু গ্রন্থ প্রণয়ন প্রথা বা উপদেশ দিবার কৌশল ছিল না—ইহাও প্রমাণ করা যায়। অনুমান হয় যে, ভরতের সময় হইতেই সংগীতের গ্রন্থাদিপ্রচার ও উপদেশ কৌশল আরম্ভ। ক্রমে সংগীতাচার্য্য অনেক হইলেন, তন্নিবন্ধন অনেক মতভেদও উপস্থিত হইল। ফল, মতভেদের সূত্রপাত ঐ ভরতের সময়েই হইয়াছিল। আর্ষকাল অতীত হইলে, আচার্য্যকালেও অনেক গ্রন্থ, অনেক মত, অনেক রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল, অতঃপরেই অর্ব্বাক্ আচার্য্যকাল—একালেও অনেক গ্রন্থ অনেক মত জন্মে। এই অর্ব্বাগাচার্য্য কালের অবসান সময়েই সংগীতদর্পণের জন্ম।

পূর্ব্বের লিখিত সংগীতগ্রন্থের মধ্যে সংগীতদর্পণ অতি প্রাঞ্জল এবং এখানি প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যদিগের গ্রন্থ হইতে অতি যত্ন সহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে, এজন্য আমরা অন্যান্য সংগীতগ্রন্থ সত্ত্বেও ইহা হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

प्रणम्य शिरसा देवौ पितामहमहेश्वरौ ।
संगीतशास्त्रसंक्षेपः सारतोऽयं मयोच्यते ॥
भरतादिमतं सर्व्वमालोच्यातिप्रयत्नतः ।

শ্রীমচ্ছার্ঙ্গীহরো ধীমান [illegible] সদানন্দনন্দনঃ।
[illegible] সঙ্গীতদর্পণং বিধাস্যতি।

সংগীতদর্পণের এই প্রতিজ্ঞাংশ পাঠে জানা যায় যে, ইহার প্রণয়নকর্তা দামোদর। কিন্তু দামোদরের দ্বারা কোন অভিনব সংগীতের উদয় হয় নাই, গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য কেবল সাধারণের অগোচর সংগীতের সাধারণতঃ শিক্ষা দেওয়া মাত্র।

গীত শব্দে যেমন 'গান' বুঝায়, সংগীত শব্দে তদ্ব্যতীত অন্য প্রকার বুঝায়। নৃত্য, গীত, বাদ্য,—এই ত্রিতয়কে লক্ষ্য করিয়া সংগীত শব্দটি প্রযুক্ত হয়। যথা—

"গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।"

সংগীত দুই প্রকার। মার্গসঙ্গীত ও দেশীসংগীত। যথা—

"মার্গদেশীবিভাগেন সঙ্গীতং দ্বিবিধং মতম্।"

এই স্থলের মর্ম্ম কি? বুঝি না। কোন্ রীতিতে ঐ দুই প্রকার বিভাগ নিষ্পত্তি হইল, তাহাও বুঝি না। বর্ত্তমান যে কিছু সংগীত-ব্যবহার প্রচারিত আছে, তাহা সমস্তই দেশী, তবে আবার "মার্গ সংগীত" কোথায় পাইব? কি দিয়াই বা বুঝিব? বা বুঝাইব?—

বর্ত্তমান সঙ্গীতাচার্য্য গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'দেবলোকে যাহা গীত হইত, তাহাই মার্গ সঙ্গীত' [illegible]

"দ্রুহিণেন যদন্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ।
মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্।
তত্তদ্দেশীয়য়া রীত্যা যৎস্যাল্লোকানুরঞ্জনম্।
দেশে দেশেতু সঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে।"

দর্পণকারের এই মার্গ ও দেশীর লক্ষণ ব্যঞ্জক শ্লোক—এবং "মার্গ" এই নাম—এতদুভয় অনুসারে এই প্রতীতি হয় যে, প্রথম প্রচারিত গীত অর্থাৎ যৎকালে গীত সমস্ত কোন রীতির অন্তর্গত হয় নাই, কেবল ৭টি স্বর মাত্র অবলম্বন করিয়া গীত হইত, আর তাহা (কোনপ্রকারে একক আকারে) মাত্র প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাই মার্গ সঙ্গীত বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। "মার্গ" এই শব্দের সাধারণ অর্থ "পথ"। যে সঙ্গীত প্রাথমিক—পথের স্বরূপ—অর্থাৎ যাহা অবলম্বন করিয়া অনন্তর জাত লোকেরা নানাদেশে নানারীতিতে নানাপ্রকারে বিস্তৃত করিয়া সঙ্গীতকে উন্নত করিয়াছে—সেই অবলম্বিত প্রকারই মার্গ শব্দের অভিধেয়। ফল, মার্গসঙ্গীত যাহাই হউক, তাহা লইয়া অধিক প্রয়াস প্রকাশ করা বৃথা। যাহা দেশী—তাহারই সাঙ্গোপাঙ্গ বস্তু আমাদের বক্তব্য, জ্ঞাতব্য ও শ্রোতব্য।

উপরোক্ত শ্লোকের অক্ষরার্থ এই যে,—"দ্রুহিণ মুনি মহাদেবের নিকট যাহা অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ভরতমুনি যাহা প্রয়োগ অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গে বিস্তৃত ও বিভূষিত করিয়াছেন, সেই মুক্তিপ্রদ সঙ্গীত "মার্গ" নামে অভিহিত হইল। অনন্তর,

তাহাই দেশ বিশেষের রীত্যনুসারী পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া লোকের মনোরঞ্জক হইয়া দেশে দেশে গীত হইয়াছে—এই নিমিত্তই ইহাকে 'দেশী' নামে উল্লেখ করা হইল।" অপিচ, গীতসিদ্ধান্ত ভাস্কর নামক গ্রন্থেও অবিকল এইরূপ আভাস পাওয়া যায়; যথা—

"अयुतानि च षट्त्रिंशत् सहस्राणि शतानि च ।
स्वराणां तान योगेन स्थानानां मुनिसत्तमः ।
कोटयः पञ्च सप्तानि पञ्च लक्षान्[illegible] ।
रागिण्यश्चाऽथ रागाश्च शिवकण्ठे वसन्त्यमी ।
प्रथमं मांसरूपेण प्राहवन्तो महर्षयः ।
दुहिताथाय तान्येव———" ইত্যাদি।

সঙ্গীতের সাধারণ শক্তি অনুরক্তি জন্মান। যাহাতে অনুরক্তি জন্মে না, তাহা সঙ্গীত বলিয়া গণ্য হয় না। যথা—

"গীতবাদ্যবিনৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণো গুণঃ।"

সঙ্গীত শাস্ত্রে, অনুরক্তি জন্মিবার সপ্ত হেতু নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ শারীর ব্যাপার (১), অনন্তর নাদোৎপত্তি (২), তালাদি স্থান (৩), শ্রুতি (৪), শুদ্ধ (অবিকৃত) সপ্তস্বর (৫), বিকৃত দ্বাদশ স্বর (৬), বাদ্যাদি প্রভেদ চতুর্বিধ (৭)। যথা—

"शारीरं नादसम्भूतिः स्थानानि श्रुतयस्तथा ।
शुद्धाः स्वराः विकृताश्च द्वादश [illegible] ॥
[illegible] ।"

এই সকল সঙ্গীত-শাস্ত্রানুসারে অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং ইহাই সাঙ্গীতিক বস্তু।

ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, এই সপ্ত স্বরে পশু ও পক্ষীর ধ্বনির অনুকরণ করিতে হইবেক। ষড়্‌জে ময়ূরের ন্যায়, ঋষভে বৃষের ন্যায়, গান্ধারে ছাগের ন্যায়, মধ্যমে বকের সদৃশ, পঞ্চমে বসন্তকালের কোকিলের ন্যায়, ধৈবতে কুক্কুর এবং নিষাদে অশ্বের ন্যায় স্বর অনুকরণ করা বিধেয়। স্বরশিক্ষা করিয়া তাহা ঠিক হইল কি না এবং তাহা রাগোৎপত্তির নিদান হইবে কি না—তাহা পরীক্ষা করা বিধেয়। স্বরাভ্যাস সময়ে উল্লিখিত পশু পক্ষীর রবের সহিত মিলাইয়া না শিখিলে কখন তাহা ঠিক হইবে না। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা পশু পক্ষীর রব দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন—

"षड्जं रौति मयूरस्तु गावो नर्द्दन्ति चर्षभम्।
अजा रौति तु गान्धारं क्रौञ्चः क्वणति मध्यमम्॥
पुष्पसाधारणे काले कोकिलो रौति पञ्चमम्।
धैवतं कुक्कुरो रौति निषादं ह्रेषते हयः॥"

এই সপ্ত স্বর। এই স্বর শ্রুতিমূলক এবং ইহা হইতে সপ্তস্বরের আদ্যাক্ষর স, রি, গ, ম, প, ধ, নি,—ইহার দ্বারাই স্বরালাপ হইয়া থাকে। যথা—

"श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः षड्जर्षभगान्धारमध्यमाः।
पञ्चमो धैवतश्चापि निषाद इति सप्त ते॥
तेषां संज्ञा स-रि-ग-म-प-ध-नीत्यपरा मताः।"

নাদ হইতে শ্রুতি (শ্রোরৎ) এবং শ্রুতি হইতে ষড়্জাদি সপ্ত স্বরের সৃষ্টি। যদ্দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করা যায়—তাহাকেই রাগ বলে; যথা—

"যস্য শ্রবণমাত্রেণ রজ্যন্তে সকলাঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বানুরঞ্জনাদ্ধেতো স্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ॥"

স্বর সকল বিশেষ বিশেষ স্তরাকারে স্থাপিত করিয়া উচ্চারণ করিলেই তাহা সকল লোকের মনে অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দেয় বলিয়া তাহাকে রাগ বলে।

ঋষিগণ স্বর সাধন করিয়া নিরবয়বের নানা রূপ প্রদান করিলেন, সে গুলি একটি একটি রাগ রাগিণী হইল। ইহাতে, তাঁহাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে; দার্শনিক ঋষিগণ পদার্থ স্থির করিয়া তাহার নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু সঙ্গীতাচার্য্য ঋষিগণ কেবল চিন্তার কৌশলে অবয়ব বিহীন স্বর লইয়া নানা রাগের মূর্ত্তি স্থির করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের দার্শনিক আচার্য্যগণাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। ভরত এবং হনুমন্ত মতে রাগ ছয়টি—ভৈরব, মালকোশ, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, ও মেঘ।

ভৈরবো মালকৌশশ্চ হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়িমে পুরুষাঃ স্মৃতাঃ॥

ইহার অন্তর্গত পাঁচটি করিয়া রাগিণী আছে; তাহারা ইহা-

মেষ সংজ্ঞকের প্রসঙ্গিনী। কল্লিনাথ এবং সোমেশ্বর মতেও এই ছয় রাগ কিছু নামান্তর আছে; যথা -

শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ পঞ্চমো ভৈরব স্তথা।
মেঘরাগস্তু বিজ্ঞেয়ো ষষ্ঠো নটনারায়ণঃ।

এই ছয় রাগের অন্তর্গত রাগিণ্যাদি যথা—

—গৌরী কোলাহলা ধারী দ্রাবিড়ী মালকৌশিকা
ষষ্ঠী স্যাদ্দেবগান্ধারী শ্রীরাগস্য বিনির্ম্মিতা।
আন্দোলী কৌশিকী চৈব তথাচ পটমঞ্জরী।
গুণ্ডকরী চৈব দেশাখ্যা রামকীরী বসন্তজা॥
ত্রিগুণা স্তম্ভতীর্থী চ আভীরী ককুভা তথা।
বিহঙ্গাড়ী তথা বৈরী ষড়েতে পঞ্চমে মতাঃ।
ভৈরবী গুর্জ্জরী চৈব ভাষা বেলাবলী তথা।
কর্ণাটী রক্তহংসা চ ষড়েতে ভৈরবে মতাঃ॥
বঙ্গালা মধুরা চৈব কামোদা ধীষনাটিকা
দেবগিরী চ দেশালা ষড়েতে মেঘরাগজাঃ॥
তোটকী মোটকী চৈব দুর্ব্বিজ্ঞা বিরাটিকা।
মল্লারী সৈন্ধবী চৈব এতা নটনারায়ণী॥

এই সকল রাগ, রাগিণী; ইহা হইতে নানাবিধ উপরাগ সৃষ্ট হইয়াছে। আদিমকালে কবিতার সময়;—বেদে বায়ু, চন্দ্র, ও সূর্য্যের রূপ কল্পিত হইয়া স্তোত্র রচিত হইল;—সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে হৃদয় আকর্ষিত হইল;—সঙ্গীতাচার্য্য কবি-

গণের আনন্দের আর সীমা রহিল না ;—কবিদের বিমল তরঙ্গে জ্বলন্ত ভাবে গদগদ ;—সুতরাং তখন নানা রাগ রাগিণীর রূপ কল্পিত হইতে লাগিল। কোন রাগ বীরবেশধারী—কোন রাগিণী বা মনোহর রূপ লাবণ্যবতী। যথা সঙ্গীত তরঙ্গে মেঘ-রাগের রূপ বর্ণন—

মেঘ রাগ অতি বীর্য্যবন্ত শ্যাম অঙ্গ।
ব্রহ্মার মস্তকে জন্ম রূপেতে অনঙ্গ॥
জটা জুট জড়াইয়া উষ্ণীষ বন্ধন।
খরতর করবাল করেতে ধারণ॥

একটি লাবণ্যবতী রাগিণী।

—কলাকণ্ঠী: দারিদ্র্যমালা
বিয়োগিনী কম্বুবিলীনদেহা।
দীনকান্তি চৈব শরাসনস্থা
শ্যামা সুকেশী পটমঞ্জরীয়ম্।

এই সকল রাগিণ্যাদি গান করিবার সময় নিরূপিত আছে এবং কোন রাগ আনন্দোৎসবে, বা কোন রাগ শোক সময়ে, কোন রাগ বা বীরোৎসবে গান করা বিধেয়। এ সকল বিষয় কল্পনাসম্ভূত।

রাগ ত্রিবিধ—ওড়ব, খাড়ব, সম্পূর্ণ, অর্থাৎ ওড়ব রাগে পাঁচ, খাড়বে ছয় এবং সম্পূর্ণ রাগে সাতটি স্বর লাগে। যথা—

ঔড়ুব: পঞ্চভি: প্রোক্তা: স্বরৈ: ষড়্‌ভিস্তু ষাড়বা।

প্রাচীন কতিপয় তালযথা —

অতোপি কথিতাঃ সন্তি দ্বাত্রিংশত্তালা বিশিষ্টকাঃ

মহিমজ্ঞানবদ্ভিস্তু কথ্যন্তে তেন বিস্তরাৎ।

চিত্র তাল (১) কন্দুকশ্চ (২) ইড়বান্ (৩) সন্নিপাতকঃ (৪)। ব্রহ্মতাল (৫) শতুস্তালঃ (৬) কুম্ভতাল (৭) স্তথৈবচ। লক্ষ্মীতাল (৮) শ্চাহস্তুলশ্চ (৯) কুম্ভনাভি (১০) রতঃপরঃ। সন্নিশ্চাপি (১১) মহানন্দি (১২) যতিশেখর (১৩) সংজ্ঞকম্। কল্যাণ (১৪) পঞ্চঘাতৌ চ (১৫) চন্দ্রতালো (১৬) ক্রতালিকা (১৭)। কপালো (১৮) মল্লক শ্চৈব (১৯) করতালী (২০) প্রকীর্ত্তিতা ইত্যাদি। তালময় স্বর সংযোগে সঙ্গীত শুনিতে অতীব মধুর, সুতরাং ইহা ক্রমেই উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইতে লাগিল। তৎ সঙ্গেই নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্রের সৃষ্টি।

সাধারণতঃ বাদ্য চারি জাতি। তত (১), সুষির (২), অবনদ্ধ (৩), ঘন (৪)। তন্মধ্যে — তন্ত্রী অর্থাৎ তার ঘটিত বাদ্য প্রথম জাতীয় (বীণা প্রভৃতি)। বংশ বা তৎসদৃশ কোন অঙ্গুলিছিদ্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্র বাদ্য দ্বিতীয় জাতীয়। চর্ম্মাবনদ্ধ যন্ত্রবাদ্য (ঢাক, ঢোল, পাকওয়াজ প্রভৃতি) তৃতীয়। চতুর্থ—কাংস্য বা অন্য কোন লৌহময় যন্ত্রবাদ্য। যথা—ঘণ্টা, নূপুর, মন্দিরা করতাল, খরতাল, ইত্যাদি।*

---

* চতুর্ব্বিধং তত্ত্ব কথিতং ততং সুষিরমেব চ। অবনদ্ধ ঘনশ্চৈব ততং তন্ত্রীগতং ভবেৎ। বীণাদি সুষিরং বংশ কাহলাদি সমীরিতম্।

'তত' জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বীণা অতি উৎকৃষ্ট এবং পুরাকালের অতি প্রসিদ্ধ। বীণাও আবার দুই প্রকার, স্বরবীণা (সরবীণ) ও শ্রুতিবীণা। †

একতন্ত্রী (একতারা), স্বরমণ্ডল (সারঙ্গ), আলাপিনী (জোড়াটী নামে পশ্চিমে প্রসিদ্ধ), কিন্নরী, ইহাও দুই প্রকার—লঘ্বী ও বৃহতী। বৃহৎ কিন্নরী তিন তুম্বী দ্বারা নির্ম্মিত হয়। পিনাক [ইহাও এক [illegible]—অশ্বপুচ্ছলোমের ধনুর্গুণাকার যষ্টি দ্বারা বাদিত হয়] ইত্যাদি নানা প্রকার বীণা-জাতীয় বাদ্য আছে। এতন্মধ্যে একতন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রী, পঞ্চতন্ত্রী, সপ্ততন্ত্রী পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। ‡

যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শততন্ত্রীসংযুক্ত বীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে এই বীণার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অঙ্গুলি সাধনের জন্য

चर्म्मावनद्धवदनं वाद्यते पटहादिकम्। अवनद्धं तद् प्रोक्तं कांस्य तालादिकं घनम्।—सङ्गीतदर्पणम्।

† वीणा तु द्विविधा प्रोक्ता श्रुतिस्वरविशेषणात्। श्रुति वीणा पुरा प्रोक्ता।—सङ्गीत दर्पणम्।

‡ "एकतन्त्री त्रितन्त्र्याद्या—" "आलापिनी किन्नरी च पिनाकी मत्तकोकिला। तन्त्रीभिः सप्तभिः कापि दृश्यते परिवादिनी।" "सैव कीर्त्यते लोके सप्ततन्त्र संज्ञया" "—आलापिन्येकतुम्बी स्यात्—"

এসরাজ প্রভৃতির নিম্নে যেরূপ বহুতর সূক্ষ্ম তার সমষ্টির সংযোগ দৃষ্ট হয়, বোধহয় তাহাই এস্থলে শততন্ত্রী শব্দের লক্ষ্য,—অথবা ইহা বোধ হয়, ইউরোপীয় বহুতন্ত্র বিশিষ্ট "পিয়ানোফর্টে" নামক তত যন্ত্রের ন্যায়।

বীণার নির্ম্মাণ বিষয়ে অঙ্গুলি, অঙ্গুলি স্থান, প্রমাণ, দণ্ড, তন্ত্র, তুম্বী পরিমাণ, তুম্বীর অভ্যন্তরাবকাশ, ধারণ, হস্ত ব্যাপার, প্রভৃতি সকলই বিশেষ বিশেষ গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু তত্তাবৎ কার্য্যকুশলী ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া তাহার আর উল্লেখ করিলাম না। *

বীণা মাত্রেই দুইটী তুম্ব দ্বারা নির্ম্মিত হয়। কেবল কিন্নরী বীণার তিন তুম্বী। সেই তুম্বীত্রয় তির্য্যক্ ভাবে যোজিত হয়। †

লৌহ অথবা কাংস্য দ্বারা নির্ম্মিত সারিকা (পর্দা) সকল কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত করিয়া বীণাদণ্ডের পৃষ্ঠভাগে সংযোজিত হইয়া থাকে। সারিকা যোজনা সাধারণতঃ চতুর্দ্দশ স্বর অনুসারে চতুর্দ্দশ সংখ্যক স্থানে ক্রমে তত্তৎ স্বর স্থানেই হইয়া থাকে,

"ঘাঘাটী তুম্বুরী বীণে কাত্যায়ন্যেব কীর্ত্তিতে" "কিন্নরী ত্রিবিধা বীণা লঘ্বী চ বৃহতী চ সা" ইত্যাদি।

* অঙ্গুল্যাদি প্রমাণঞ্চ বীণা দণ্ডাদি বাদনং (নির্ম্মাণং) তন্ত্রী কুম্ভ তুম্ব্যাদি লক্ষণং ধারণং তথা। হস্তস্য চ ব্যাপারা নানা দৃশ্যন্তে বহবো ইত্যাদি।—সঙ্গীত দর্পণম্।

† তুম্বা ত্রিতয়বত্ত্বাৎ তির্য্যক্ বীণা—(নবীন)।

পরন্তু স্বর গ্রামের আধিক্য ইচ্ছা থাকিলে ২২ সংখ্যা করিতে হয়, তদতোধিক অনাবশ্যক।*

বীণার ও রক্তচন্দন কাষ্ঠে উত্তম হয়, নচেৎ লঘু অথচ কঠিন এমন কোন কাষ্ঠেও নির্ম্মাণ হইতে পারে।†

সুষীর জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বংশীই উত্তম। বংশী নির্ম্মাণের উপাদান নানাবিধ। বেণু বাঁশ, খদির কাষ্ঠ, চন্দন কাষ্ঠ, লৌহ, কাংস্য, রৌপ্য, ও কাঞ্চন প্রভৃতি উত্তম উপাদান।‡

বংশী যে কোন উপাদানে নির্ম্মিত হউক না কেন, সকল বংশীই বর্ত্তুল (গোল), সরল (সোজা), গ্রন্থিভেদ, এবং ছিদ্র-হীন হওয়া আবশ্যক।§

তাদৃশ বংশদণ্ডের শিরঃস্থানে ৩ বা ৪ অঙ্গুলি স্থান ত্যাগ করিয়া একটি রন্ধ্র করিতে হয়—[এইটী ফুৎকার রন্ধ্র—ইহা এক অঙ্গুলি-অগ্রভাগ পরিমিত] অনন্তর অঙ্গুলির দ্বারা চাপা যাইতে পারে এরূপ করিয়া অর্দ্ধ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর অন্য

---

* लौहकांस्यमया यद्वा कुर्य्यात् सारिकाश्चया। —दण्डपृष्ठे चतुर्दश। चतुर्दशस्वरस्थाने सारिकास्ता निवेशयेत्।—सङ्गीतदर्पणम्।

† रक्तचन्दनजान् दण्डान् वीणादण्डान् परे जगुः—लघुकाठिन्य युक्तेन—(सङ्गीत दर्पणम्)।

‡—वैणवोऽस्तु खादिरश्चान्दनीऽथवा। आयसः कांस्यरौप्यः काञ्चनीयस्त्वथवा भवेत्।—(तत्रैव)।

§ वर्त्तुलः सरलः स्निग्धो ग्रन्थिभेदोऽव्रणाश्रितः।—(तत्रैव)।

সপ্ত রন্ধ্র করিতে হয়, তদ্দ্বারা স্বর সকলের রূপ প্রকাশ পায়। [অঙ্গুলিবিন্যাস প্রকার শিক্ষকের নিকট শিখিতে হয়।] *

বংশী সাধারণতঃ অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত। পরন্তু ১৮, ২২, ২৪ অঙ্গুল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। † তাম্রাদি ধাতুতে কাহল নামক বংশী উত্তম হয়। কাহলের অগ্রভাগ ধুস্তুর কুসুমের ন্যায়। বোধ হয়, ইহাই 'শানাই' বা 'টোটা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বংশীর আকার প্রকার ও গঠন প্রণালী নানা প্রকার। পরন্তু আকার প্রকার গঠন ও শব্দাদির তারতম্য নিবন্ধন নামেরও তারতম্য অর্থাৎ নানাবিধ নাম।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। সোমেশ্বর কৃত রাগবিবোধ মধ্যে স্বরলিপির প্রণালী পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। আর্ষকালে এবং অর্ব্বাগাচার্য্যদিগের সময়ে সঙ্গীতশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল—তাহা সংক্ষেপে সমালোচিত হইল কিন্তু এপ্রবন্ধে নৃত্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না।

---

* यथा विपतुकषु ध्वनि + + शिरःस्थलात्। यथा फुत्कारयोगेन काकल्य लक्षितम्। यद्यपि आकारादि सु रन्ध्राण्यानि सत च। तेषु च स्वरविन्यासप्रकारो वादनस्य च। गुरोस्तु सम्यग्वैतत् विज्ञेयं मनीषिणः। — सङ्गीत दर्पणम्

†—अष्टादशाङ्गुलः। + + + चतुर्विंशाङ्गुलिपरिमितः। कर्ण्णीयेत्युच्यते। —(सङ्गीत दर्पणम्)

করিয়া ইমন্ কল্যাণ, পার্শ্য এরাক রাগের সহ তোড়ী মিশ্রিত করিয়া মোহিনর, ইহা ভিন্ন রাজগিরি, সেফর্দা প্রভৃতি পারস্যরাগযোগে সৃষ্টি করেন। এই সময় গোপাল নায়ক কর্ত্তৃকও কতিপয় রাগ সৃষ্ট হয়। আকবর বাদসাহের সময় সঙ্গীত বিদ্যার যাহার পর নাই উন্নতি হইয়াছিল।

আবুলফজল কৃত "আইন আক্‌বরীতে" লিখিত আছে, তিনি গায়কগণকে গোয়ালিয়র, মসাড, টব্রিশ, কাশ্মীর এবং ট্রান্সক্সিয়ানা হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের গায়কগণ তথাকার শাসনকর্ত্তা জৈনলউদ্দীন ইরাণী এবং তুরাণী যে সকল গায়কদিগকে স্ব অধীনে রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিল। গোয়ালিয়র বহুকাল হইতে সংগীতের আকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা মানকুমার তথাকার সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার রাজসভায় বিখ্যাত নায়ক বক্সু উপস্থিত থাকিতেন। আমরা ব্লকমান সাহেব দ্বারা অনুবাদিত আইন আক্‌বরী হইতে আকবরের সভাসদ প্রসিদ্ধ গায়কগণের বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

গোয়ালিয়র নিবাসী মিঞা তানসেন গায়কমণ্ডলীর শিরোরত্ন স্বরূপ। ইনি হরিদাস স্বামীর ছাত্র। তানসেনের ন্যায় অদ্বিতীয় গায়ক ভারতবর্ষে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। রামচাঁদ ইহাঁর সংগীতে মোহিত হইয়া এক কোটী মুদ্রা

প্রদান করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম সুর বহু অর্থ প্রদানে স্বীকৃত হইয়াও তাঁহাকে আগ্রায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। তানসেনের এক পুত্রের নাম তানতরঙ্গ। "পাতসা নামাতে" তাঁহার বিলাস নামক অপর পুত্রের উল্লেখ আছে। ইঁহারা উভয়েই সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

বাবা রামদাস গোয়ালিয়র নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক। ইনি প্রায় তানসেনের সমকক্ষ। বাদাওনি কহেন, ইনি ইসলাম শার রাজসভা হইতে লক্ষ্ণৌতে বৈরাম খাঁর নিকট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৈরাম খাঁর কোষাগার অর্থশূন্য থাকিলেও, তিনি তাঁহাকে একবার লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা সুরদাস ইঁহার পুত্র, ইঁহারা উভয়েই আকবরের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

সোভন খাঁ, সুগ্যান খাঁ, মিয়ান চাঁদ, বিচিত্তর খাঁ, মহম্মদ খাঁ, রাজ বাহাদুর, বীর মণ্ডল খাঁ, প্রভৃতি আকবরের প্রসিদ্ধ পার্ষদ। ইঁহারা সকলেই সংগীতে বিশেষ পারদর্শী।

"তোজুক," এবং "ইকবাল নামায়" লিখিত আছে, জাহাঙ্গীর বাদসাহের ছত্তর খাঁ, পারউইজদাদ, খুরামদাদ, মক্কু এবং হামজা নামক কতিপয় সুকণ্ঠ গায়ক ছিল। সাজাহানের রাজসভায় জগন্নাথ নামক হিন্দু গায়ক "কবিরাই" অভিধান এবং দিরাং খাঁ ও লাল খাঁ "গুণসমুদ্র" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা সম্রাট জগন্নাথ ও দিরাংকে

সময় সঙ্গীত সাহিত্য কিছুরই আদর রহিল না। সকলেই বীর-রসে উন্মত্ত,কে সঙ্গীত শুনিবে এবং কেইবা কাব্য পড়িবে? যাঁহারা সে সময় কাব্য ও সংগীতের আদর করিতেন, তাঁহারা কাপুরুষের মধ্যে পরিগণিত; সুতরাং সংগীতের আদর ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল। যাহাঁরা সংগীতব্যবসায়ী, তাঁহারা অল্প শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ" হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ইহার পরেই ইংরাজদিগের রাজ্য;—বঙ্গদেশে সমাজের বিপ্লব উপস্থিত;—এই সময়টিতে কবি,যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রচলিত হওয়াতে বিশুদ্ধ সংগীত প্রণালী ক্রমেই হীন পরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিল। অধিকাংশ লোক অর্দ্ধ-শিক্ষিত, সমাজ নানা কুসংস্কারে আবৃত, কাজেই কুরীতি সুরীতি + + + লোকের কলাবতি গান ভাল লাগিল না, "কবির" আদর বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। ইহার পরেই ইংরাজীবিদ্যা উত্তমরূপ অধ্যয়ন আরম্ভ হওয়াতে বাঙ্গালিগণ সুসভ্য হইতে লাগিলেন বটে,কিন্তু দেশীয় বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ তাঁহাদিগের নিতান্ত ঘৃণাকর বোধ হইল। এখন সংগীত নিতান্ত প্রভাহীন এবং অসহায়। যাঁহারা সংগীতে আলোচনায় প্রবৃত্ত— তাঁহারা বিদ্যা-হীন মূর্খ এবং অহরহ মাদক সেবনে অনুরক্ত, ইহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াই "ওস্তাদ!"—এ সকল লোককে সাধারণে "আতাই" কহে, এই শ্রেণীই সংগীতের পরম শত্রু। বঙ্গদেশেই "আতাই" অধিক, এজন্য এখানকার সংগীত ক্রমে

বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। নায়কদিগের সংগীতে পশু পক্ষীও বিমোহিত হইত, কিন্তু ইঁহাদিগের গানে বানরেও হাস্য করে। এ কালে সংগীতের অবস্থা অতীব শোচনীয়।—চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ "নেটিভ মিউজিক" বলিয়া সংগীতের আদর করিলেন না, কিন্তু দেশের বিজ্ঞ ইংরাজগণ, যাঁহারা আর্য্যদিগের শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত, তাঁহারা আমাদিগের সংগীতের নিন্দা করা দূরে থাকুক, ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তবে কার্ক সাহেবের কথা স্বতন্ত্র,—তিনি ভারতবর্ষের কিছুই জানেন না;—নাবিকদিগের "সারিগান" শুনিয়া প্রকৃত সংগীত মনে করেন। ইহার নিকট বিশুদ্ধ সংগীতের প্রশংসা প্রকাশ করা বৃথা। ইহাতে আমাদিগের ইয়ুরোপীয় সংগীতের নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়—ইয়ুরোপীয় সংগীতের সুস্বরানুক্রমতা এবং স্বরৈকতা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাহার সহিত স্বদেশীয় মূর্চ্ছনা, কল্পনাদিযুক্ত সংগীতের তুলনা হয় না। ইয়ুরোপীয়গণ Harmony অর্থাৎ স্বরৈকতার উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত, তাঁহাদিগের সংগীতে ইহা ভিন্ন আর কিছুই মধুর নহে। আমাদিগের উদারা, মুদারা, তারা, সপ্তকের ন্যায় ইউরোপীয়গণের Bass, Tenor, Soprano তিন সপ্তক এবং আমাদিগের সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি, ন্যায় তাঁহাদিগেরও ডো, রি, মি, ফা, সল, লা, সি, সপ্ত-স্বর আছে। কিন্তু স্বর সাধন

প্রণালী আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। আমরা "ইতালীয় অপেরায়" বিবিধযন্ত্র সহযোগে মধুরকণ্ঠ সিগনোরা বোসেসিও এবং বিমলভীর সংগীত, তথা প্রোফেসর হেলর এবং জনসনের পিয়ানো বাদন শুনিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা কিয়ৎকালের জন্য মাত্র, অবশেষে তাহাতে অভিনবতা কিছুই না থাকায় বরং বিরক্তিবোধ করিয়াছিলাম। আমাদিগের সঙ্গীত এরূপ নহে, একটি রাগিণী অনেকক্ষণ শুনা হইলে তাহার পরেই আর এক একটী সময়োচিত নূতন নূতন রাগ গান হওয়াতে শ্রোতার ক্রমেই হর্ষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ কথায় যদি কেহ বলেন, আমাদিগের অধিকাংশ রাগ রাগিণী প্রায় এক প্রকার, কানাড়ার পর শ্রীশ্রী, মূলতানের পরে ভীমপলাশ, সোহিনীর পর পরজ, ভৈরবের পর রামকেলী ইত্যাদি প্রায় এক প্রকার বোধ হয়; এমন কি কোন কোন ব্যক্তির নিকট পিভিন্নই বোধ হয় না। যাঁহারা সংগীত শাস্ত্রে অজ্ঞ, তাঁহারা এ কথা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহারা হিন্দু সংগীত কিছু বুঝেন, তাঁহারাও উল্লিখিত রাগিণীনিচয়ের পরস্পরের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। আমাদিগের সংগীতবিদ্যা বড় কঠিন। না বুঝিয়া নিন্দা করিলে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিব না। এই সংগীতে সপ্ত স্বর, তিন গ্রাম, একবিংশতি মূর্চ্ছনা, দ্বাবিংশতি শ্রুতি। তাহাতে নানাবিধ রাগ রাগিণী সহ, তাল লয় স্বর সংযোগে স্থান

উৎপন্ন সুতরাং কণ্ঠে ও যন্ত্রে রাগাদি শিক্ষা করা যাইতে পারে। এবং ঐ শিক্ষার জন্য গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবেক। আমরা গোস্বামী মহাশয়কে রাগালাপের একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করি, তাহা প্রকাশ হইলে সকলেই সাদরে এক এক খণ্ড গ্রহণ করিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহোদয় যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা নামক সেতার শিক্ষার একখানি বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহাতে সেতার-শিক্ষার বহুবিধ প্রণালীর স্বরলিপি আছে। সংগীতবিৎ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সেতার শিক্ষা" একখানি অভিনব গ্রন্থ। এখানি ইউরোপীয় প্রণালীতে সঙ্কলিত। স্বরলিপি "গৎ" সমূহ, হার্মোনিয়ম ও "পিয়ানো" যন্ত্রে অতি সহজে বাজাইতে পারা যায়। কৃষ্ণধন বাবু ইউরোপীয় সঙ্গীত যে উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থ দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। এই গ্রন্থের তালাধ্যায় অতি বিশদ হইয়াছে, তদ্দ্বারা সহজে প্রচলিত তালগুলি শিক্ষা করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত সঙ্গীতরত্নাকর নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানিও সঙ্গীত শিক্ষোপযোগী গ্রন্থ।

আজি কালি কলিকাতার অনেকেই ঐকতান বাদনের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে বিশুদ্ধ সংগীতবিদ্যার কোন উন্নতি হইতেছে না; তবে অনুক্ষণ সিন্ধু, কাফী, খাম্বাজ

ও মিশ্র সাহানা রাগিণীর "গজ্জ ভাঙ্গা গৎ" অর্থাৎ কোন প্রচলিত গানের সুরে "গৎ" নামা যন্ত্র সহযোগে শুনিতে ভাল লাগে মাত্র।

প্রথমে পাথুরিয়াঘাটার মাট্যামোদী মহোদয়গণ কর্তৃক সঙ্গীত পাঠশালা সংস্থাপিত হয়, তৎপরে কিয়ৎকালের মধ্যে কয়েকটী তাহার শাখা-পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া অতীব সুখী হইলাম। এই সংবাদে সংগীত-প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই আমাদিগের ন্যায় সুখী হইবেন। এ সময় সংগীতের উন্নতি করিতে যিনি চেষ্টা করিবেন তিনিই আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু কেহ কেহ সাময়িক পত্রে সংগীত শাস্ত্রের তর্ক করিবার ভাণ করিয়া কোন সম্প্রদায় বা কোন মান্য-ব্যক্তিকে গালি বর্ষণ করিতেছেন, দেখিয়া অত্যন্ত পরিতাপিত হইতেছি। এতাদৃশ ব্যবহার কখনই প্রশংসনীয় নহে, ইহা উদ্যমের সময়—এখন প্রকৃত বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য।

পরিশিষ্ট।

সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।

আমি বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়া পরে বান্ধবগণের অনুরোধে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ প্রস্তাবমধ্যে সেনবংশীয় নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় স্থির করায়, গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "পুরাবৃত্তানুসন্ধানেচ্ছু" মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয় বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বহুল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকায় এবং রহস্যসন্দর্ভে দুইটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই সেন রাজাদিগকে বৈদ্য বোধ করা যুক্তিবিরুদ্ধ বুঝিবেন। উমাপতি ধর *-কৃত কবিতা মধ্যে সেন বংশীয় নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয়বর্ণ করা হইয়াছে, যথা সামন্ত সেন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

---

*ইনি লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ছিলেন, যথা—

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।

কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

"তস্মিন্ উদার্ন্ধবাধী মলি[illegible]হস্মলীলভাহনরন্ন মাদ্ভি
[illegible]ল্লাশিরোদাম সামন্ত হীন;।"

এইরূপ অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে "ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ" বলা হইয়াছে।" প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল না। পুরাবৃত্তানুসন্ধানেচ্ছু মহাশয় রাজেন্দ্রবাবুর লিখিত প্রবন্ধদ্বয় পাঠে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় উত্তমরূপ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।

তাং ২২ কার্তিক।
১২৭৯ সাল।

শ্রীরামদাস সেন।

মধ্যস্থ হইতে উদ্ধৃত।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সাল।

বররুচি।

আমি মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে বররুচি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম "আর্য-প্রবর" পত্রে তাহার প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ যতই উত্তমরূপ সামঞ্জস্য করিয়া সমালোচিত হয় ততই মঙ্গল, কিন্তু প্রত্যুত্তরলেখক যে যে বিষয়ে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। বররুচি সম্বন্ধে উইলসন, বল, মুলার, কাউয়েল এবং গোল্ডষ্টুকর গ্রন্থ হইতে প্রমাণ

বৃহৎকথার প্রমাণ যাহা প্রামাণিক বোধ করিয়াছেন—তাহা সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ভূমিকায় গ্রহণ করিয়াছেন। কাত্যায়ন-বররুচি পাণিনির বার্ত্তিক কর্ত্তা, ইহা প্রস্তাবলেখক কোন প্রমাণ না দিয়া কাত্যায়নের অপর নাম বররুচি নহে, ইহা কি প্রকারে খণ্ডন করিতে সাহসী হইলেন? প্রস্তাবলেখক কহেন "স্থল বিশেষে রাজতরঙ্গিণী যে বিশেষ মান্য গ্রন্থ, ইয়ুরোপীয় দূরদর্শিগণ ইহাকে সম্ভ্রমযোগ্য জ্ঞান করেন, উহা ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক, রামদাস বাবু তাহা করেন নাই", ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত, তাহার মধ্যে বররুচির প্রসঙ্গ মাত্র নাই, সুতরাং তাহার নাম উল্লেখের আবশ্যক কি? ইহাতে বোধ হয় প্রস্তাবলেখক রাজতরঙ্গিণীর নাম মাত্র শুনিয়াছেন, পাঠ করেন নাই; সুতরাং "তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত জ্ঞান থাকিলে এরূপ হইত না।" "রাজতরঙ্গিণী" মান্য গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেও অসম্ভব কথা আছে। রণাদিত্য ৩০০ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তথাপি এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক প্রমাণ সাদরে উদ্ধৃত করিয়া থাকি, কেন না ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় নাই।

প্রস্তাবলেখক কহেন "কাত্যায়ন" গোত্রীয় নাম। তাহাতে তাঁহার অপর নাম বররুচি হইবার বাধা কি? শাক্যসিংহের গৌতম গোত্রীয় নাম, তাহাতে তিনি গৌতম এবং শাক্য

উভয় নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তদ্ভিন্ন আরও নাম ছিল। পূর্ব্বকালে একব্যক্তির দুই তিন নাম প্রায়শঃ প্রচলিত থাকিত।

আমি পাণিনির বার্ত্তিক কর্ত্তা এবং বৈদিক কল্পসূত্রপ্রণেতা কাত্যায়ন বা বররুচি এবং সুবন্ধুর মাতুল বররুচির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জনক-পুরোহিত কাত্যায়ন ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তা ঋষি। সরিপুত্র, কাত্যায়ন এবং মৌদ্গাল্যায়ণ বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য। এই কাত্যায়ন পালিভাষার ব্যাকরণ-কর্ত্তা, ইহাঁর উল্লেখ মহাবংশে আছে এবং ইহাঁকে পালিভাষায় বৌদ্ধেরা কচ্চায়ণ বলে।

শ্রীরামদাস সেন।

বহরমপুর।

সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।

২৬এ চৈত্র ১২৭৯।

গত ১৯ চৈত্রের সোমপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মল্লিখিত শ্রীহর্ষাখ্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। আমি "বঙ্গদর্শনে" পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয়ের অনুসন্ধান একেবারে ভ্রমশূন্য হইবে এরূপ সম্ভাবিত নহে। তবে আমার যদি কোন

তান ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। জয়চন্দ্রের মাতা তুয়ার বংশীয়া এবং তিনি পৃথ্বীরাজের মাতার সহোদরা।

কবিচন্দ্র বরদাই পৃথ্বীরাজ বা রায় পিথোরার সভাসদ। তাঁহার "পৃথ্বীরাজ চৌহান রাসো" মধ্যে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"सर्वस्व पंचम्म श्रीहर्षसारम् ।
नैषेधराय काव्य दिन्नी सब्बसारम् ॥"

নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষ পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র, কবিচন্দ্র, কুমার পাল এবং হেমাচার্য্যের সমকালবর্ত্তী।

লেখক মহাশয় বলেন যে, বীরসিংহের বিষয় লিপি নাই। ইহার অর্থ কি বুঝিতে পারিলাম না। কেননা শ্রীহর্ষের জীবন চরিত মধ্যে বীরসিংহের কিছুই উল্লেখ নাই; সুতরাং তাঁহার বিষয় লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক। অপ্রাসঙ্গিক লিখিব কেন?

নৈষধকর্ত্তা ও রত্নাবলী নাটিকাপ্রণেতা শ্রীহর্ষের বিষয় যত দূর পাওয়া গিয়াছে তাহা "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা যদি কেহ তাঁহাদিগের জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করিতে পারেন, তবে তাহা পাঠ করিয়া পরম সুখী হইব; নতুবা বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া প্রকাশ্য সম্বাদ পত্রের ছয় কলম "কিছুই ঠিক নাই" বলিয়া অসার প্রস্তাবে পরিপূর্ণ করাতে কিছু মাত্র লাভ নাই।

তাঁহার নিরুৎসাহপূর্ণ বাক্যে এতদ্দেশীয় পুরাবৃত্তসন্ধায়িগণের কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না ; বরং তাহাতে তাঁহাদিগের উত্তরোত্তর উৎসাহ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীরামদাস সেন।

বহরমপুর।

(ক)—প্রবন্ধকোষে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে যাহা কিছু আছে, তাহার সার বৃত্তান্ত গ্রন্থ মধ্যে (শ্রীহর্ষ প্রস্তাবে) দিয়াছি। তথাপি লোক-প্রত্যয়ের নিমিত্ত পুনশ্চ তত্রস্থ মূলের কিয়দংশ এবং তৎপ্রস্তাবের সংক্ষেপ অনুবাদ এস্থলে স্বতন্ত্র ভাবে বিন্যস্ত করিতেছি। যথা—

প্রবন্ধকোষের অনুবাদ—বারাণসীতে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। ইহাঁর পুত্র জয়ন্তচন্দ্র। জয়ন্তচন্দ্র "সপ্ত-যোজন শতমানাং" ৭০০ যোজন বিস্তৃতা পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র মেঘচন্দ্র। মেঘচন্দ্র পিতা অপেক্ষাও বীর ছিলেন। এই জয়ন্তচন্দ্রের সভায় অনেক বিদ্বান্ ছিল, তন্মধ্যে এক জন পণ্ডিতের নাম শ্রীহীর। এই শ্রীহীর-পণ্ডিতের পুত্র শ্রীহর্ষ। ইনি প্রাজ্ঞমণ্ডলীর চক্রবর্ত্তীস্বরূপ। শ্রীহর্ষ যখন বালক, তখন তাঁহার পিতা অনেক পণ্ডিত কর্তৃক বিচারবিবাদে রাজসমক্ষে পরাভূত হন। তিনি তদবধি মলীন ভাবে থাকিতেন এবং সেই পণ্ডিতের সহিত শ্রীহীরের শত্রুতা

পারিয়া গেল। শ্রীহীর মরণকালে শ্রীহর্ষকে ডাকিয়া বলি-লেন, পুত্র! যদি তুমি সৎপুত্র হও—তবে আমার শত্রু যাহাতে পরাজিত হয় তাহা করিও। শ্রীহর্ষ পিতৃবাক্য স্বীকার করিলেন। পরে শ্রীহীর পরলোক গমন করিলে, শ্রীহর্ষ সংসারের ভার জ্ঞাতিবর্গের উপর নিক্ষেপ করিয়া বিদেশে গমন করিলেন। সকল দেশের পণ্ডিতের নিকট সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। অবশেষে গুরুদত্ত চিন্তামণি মন্ত্র জপ করিয়া (গঙ্গাতীরে) সিদ্ধ হইলেন। মন্ত্রের দেবতা ত্রিপুরা। ১ বৎসর পরে ত্রিপুরা দেবী সাক্ষাৎ হইলেন। তাঁহার বরে শ্রীহর্ষ অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও ঘোর পণ্ডিত হইলেন। কেহই তাঁহার বাক্-ভঙ্গীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না দেখিয়া, শ্রীহর্ষ ক্ষুব্ধ হইলেন। এবার তিনি সরস্বতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন, তিনিও দেখা দিলেন, এবং বলিলেন, তুমি মধ্য রাত্রে স্নান, দধি ভোজন এবং মস্তকে জল দিয়া নিদ্রা যাইও—তাহা হইলে ক্রমে বুদ্ধিমান্দ্য হইবে—তখন তোমার মুখ দিয়া সুহজ কথা বাহির হইবে। শ্রীহর্ষ তাহাই করিলেন, ক্রমে তাহাই হইল। অতঃপর খণ্ডন খাদ্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিলেন। কাশীধামে আসিয়া জয়ন্তচন্দ্রকে সংবাদ দিলেন। রাজা তাঁহাকে সানন্দে গ্রহণ পূর্ব্বক সভাসদ করিলেন। শ্রীহর্ষের পিতৃবৈরী তথায় ছিলেন, পিতৃ আজ্ঞানুসারে তিনি তাঁহাকে জয় করি-লেন। পরাজিত পণ্ডিত এখন তাঁহার সহিত বন্ধুতা করি-

दुःखं यदि सत्पुत्रोऽसि तदा तं जयेः, आम्-इदमिति श्रीहर्षेणोक्ते पीतमिति, हीरो दिवं गतः, श्रीहर्षस्तु कुटुम्बभरणभारं मातुलादिष्वारोप्य विदेशं गत्वा विविधाध्यापकपार्श्वे चिरं तर्कोऽलङ्कार गीत गणित ज्योतिष-चूडा-मणि मंत्र-व्याकरणादीः सर्वा विद्याः समभ्यस्य गङ्गातीरेषु गुरुदत्तं चिन्तामणिमन्त्रं वर्षमप्रमत्तः साधयामास। प्रत्यक्षा त्रिपुराऽभूत्, अमी वार्द्धमत्वाद्विवरोऽभि:, तदादिराजगोष्ठ्यां भ्रमति अनेकोक्तिक्लिष्ट-रितं जल्पं करोति परं कोऽपि न बुध्यते तत इति विद्याऽपि लोकागोचर भूतया खिन्नः पुनर्भारतीं प्रत्यक्षीकृत्याऽभणत् मातस्तिपथाऽपि तीव्रा च मे जाता बुधानवबोधं मा कुरु। तयोक्तं तर्हि मध्यरात्रे स्नात्वा अम्भःक्लिन्ने शिरसि दधीनि पिब पश्चात् स्वपिहि कफांशाऽवताराज्ज-डतालेशमाप्स्यसि, तथैव कृतं, बोध्यतामागमीत्, खण्डनादिग्रन्थान् प्रशस्-तान् अगृह्य, कृतकृत्यीभूय काशीमायासीत्। नगरबहिःस्थितः अग्रजम् अभिज्ञपत् अहमागतोऽस्मि। राजाऽपि गुणस्नेहाभ्यां वीरजेन पण्डितेन सह सप्रातृव्यः पुरोपरिसरमसरत्। श्रीहर्षो नृपस्तुतः।

× × × × इत्यादि।

এতদপেক্ষা অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই।

OPINIONS OF THE PRESS.

VARATHABARSAR PURABRITHA SAMALOCHANA, by Ramdas Sen.—This essay has been re-printed from the *Banga Darsana*. It displays research and is well written.—*Hindoo Patriot.*

KALIDASA in Bengali, by Ramdas Sen.—This is a critique on the works of Kalidasa, the prince of Sanskrit poets. It has been re-printed from the *Banga Darsana.* It is the first attempt at a complete criticism of Kalidasa's works in Bengali, and has been ably executed. The writer is an enlightened zemindar of the Moorshedabad District.—*Hindoo Patriot.*

IN his notices Baboo Ramdas professes his faith with all humility. We find him inclined to be guided by the authority of the author of *Rája Táranginè* It is asserted by the latter that *Kálidasa,* otherwise named *Mátri Gupta,* lived in the sixth century after Christ. This opinion is not quite new; it has found friends in Germany and Bombay. We need not discuss the soundness of the theory; it suffices to say that it well accords with the general tendency of the present day to regard our greatest master of the lyre as a modern poet, rather than one who lived in the obscure ages.—*The Calcutta Review.*

সমালোচকদিগের অভিপ্রায়।

ঐতিহাসিক-রহস্য, ১ম ভাগ।

ইহাতে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, মহাকবি কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ, হেমচন্দ্র, হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, বেদ-প্রচার, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-বৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। + + + এই সকল বিষয় সঙ্কলনে যেরূপ শ্রম, যত্ন, দর্শন ও অনুসন্ধান আবশ্যক, সারবান্ লোকমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। + + + ঐতিহাসিক-রহস্যের ন্যায় আর দুই এক খণ্ড গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে বাঙ্গালা ভাষায় "এসিয়াটিক রিসার্চ" জন্মগ্রহণ করিবে সন্দেহ নাই। পুস্তকখানি ষ্টান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য এক টাকা।

[সংবাদ প্রভাকর।

রামদাস বাবু সাধারণের অপরিচিত নন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও নানাশাস্ত্র বিষয়ক গবেষণার বিষয় সকলেই বিদিত আছেন। এই পুস্তকখানি তাহার অন্যতম প্রমাণ। ইহাতে কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির জীবন ও কীর্ত্তি প্রভৃতি বিষয়ক অনেক নূতন কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে কৌতুহল জন্মে এবং অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করা যায়।

[সোম প্রকাশ।

রামদাস বাবু * * ভূরি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। পাঠকবর্গ তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া দেখুন, তিনি কেমন অবলীলাক্রমে, বিনা আড়ম্বরে, যেন কয়েকটী সরল কথা সহজে কহিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার এক একটী কথা, কেহ এক খানি, কেহ দুই খানি, কেহ দশখানি গ্রন্থের সারভাগ।

[এডুকেশন গেজেট।

বহরমপুরের বাবু রামদাস সেন প্রকৃত বড় লোক এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার সমাদর হওয়া অতি কর্ত্তব্য। * * * তাঁহার ঐতিহাসিক রহস্য একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। * * * তিনি পরিশ্রম করেন এবং পৃথিবীতে কিছু নূতন দেন তাঁহার এরূপ যত্ন আছে। তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক রহস্যে ইহার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনা" প্রভৃতি দশটী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধে তিনি তাঁহার বিদ্যার ও যত্নের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এই পুস্তক দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী মস্তিষ্ক গবেষণা করিতে ক্ষমবান্।

[অমৃত বাজার পত্রিকা।

* * প্রসিদ্ধ কবিগণের জীবন বৃত্তান্ত উদ্ধার করণার্থ রামদাস বাবু কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, বোধহয় তাহার পরিচয় সকলেই পাইয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গ ভাষার কেন,

এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা-ভাষায় প্রচারিত হইল।

[বঙ্গদর্শন।

বহরমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন যে সকল ঐতিহাসিক প্রস্তাব বঙ্গদর্শনাদি সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহা একত্র করিয়া ঐতিহাসিক রহস্য নামে পুস্তক ছাপাইতেছেন। যে সকল প্রস্তাব প্রথম ভাগে আছে, তাহার মধ্যে "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তসমালোচন" ও "মহাকবি কালিদাস" পূর্ব্বে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। * * * রামদাস বাবু উল্লিখিত প্রস্তাব দ্বয়ে যেরূপ প্রগাঢ় অনুসন্ধানের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছেন, অবশিষ্ট প্রস্তাবগুলিতে সেই সকল চিহ্ন স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ আমরা "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়" ও "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের গ্রন্থাবলীর" বিবরণ পাঠে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। বেদ-প্রচার নামক প্রস্তাব অতি উত্তম হইয়াছে। * * * অবশেষে বক্তব্য এই যে, প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের যে মহাসভা সম্প্রতি ইংলণ্ডে হইয়াছিল, তাহাতে ভট্ট মোক্ষ মূলর রামদাস বাবুর এই গ্রন্থকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন ও ইংরাজীতে অনুবাদের উপযুক্ত বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

রামদাস বাবুর ন্যায় আর জন কতক গ্রন্থকার হইলে বঙ্গভাষার অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইবে। [জ্ঞানাঙ্কুর।

এই গ্রন্থে যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ গ্রথিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমুদয়ই পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকটিত হইয়াছিল। সুতরাং সাহিত্যরসানুরাগী পাঠকসমাজে তৎসমূহের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। গ্রন্থকারবর্গের গুণগান ও দোষ কীর্ত্তন করা যাঁহাদিগের ব্যবসায়, তাঁহারা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে রামদাস বাবুকে প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া, প্রশংসা হইতে অধিক, কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি।

ঐতিহাসিক রহস্য লেখক সম্পদহীনা, নিরাভরণা বঙ্গভাষাকে একখানি বহুমূল্য আভরণ প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ইহা অবশ্য মনে থাকিবে। [বান্ধব।

বহরমপুরস্থ প্রসিদ্ধ নামা শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় ইহার প্রণেতা। * * * ইনি প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে স্বদেশের প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের আলোচনা, সংস্কৃত ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় ইতিহাস ও নানাকূট গ্রন্থ সকলের অধ্যয়ন ও তত্তাবৎ হইতে সারজ্ঞানরূপ নবনীত সংগ্রহ কার্য্যে নিয়ত রত আছেন। ইহাঁর অনুসন্ধিৎসা ও অনুসন্ধান এদেশীয় অলস-শিক্ষিতের ন্যায় না হইয়া সর্ব্বতোভাবে ইউরোপীয় প্রাচীনতত্ত্ববিদের সদৃশ প্রশংসনীয়। [মধ্যস্থ।

"ঐতিহাসিকরহস্যম্"। গ্রন্থমিদং বহরমপুরপত্তন মুর্শিদাবাদি-শ্রীরামদাস সেন সর্ব্বগুণালঙ্কৃতেন বিদ্বজ্জনপ্রণয়িনা

तथा सारसुहृत्य च प्रकृतेतिहासशून्येऽस्मिन् भारतवर्षे ऐतिहासिकरहस्य प्रकाशनेन स्वदेशनि:श्रेयसी कृतसङ्कल्प: × × ×

* * * * *

अत हि बाणभट्टचरित जैनधर्म्म बौद्धधर्म्म-शाक्यसिंहदिग्विजय-सङ्गीत शास्त्रानुगतकृत्यासिन्ध शाङ्खायनचरित बौद्धमतसमालोचन हैद-शालिवाहनचरित-बुद्धदेवदन्तप्रमुखा निबन्धा * * * ग्रन्थकृता बहुशास्त्रप्रमाणान्याकलय्य सुविचार्य्य च लिखिता:। इदानीं बहुविधा: प्रबन्धा: कृतविद्यैर्भारतवासिभिर्लिख्यन्ते, परमेतादृशसारवत्प्रबन्धानामयमेव ग्रन्थकृत् प्रथमावतारक:। अनेन हि तिमिराच्छन्ने प्रदेशे दीप इव प्रकृतेतिहासरहितायां भारतभूमावितिहासाविष्करणपद्धतिराविष्कृता।

× × × × × ×

विद्योदय:।

Long before our countrymen took any real part in unveiling the face of India's antiquity, oriental scholars of the West begun to examine these relics, compare their several parts with one another and fonnd conclusions thereoon. The examples of these scholars, combined with the force of education that is steadily growing among us, have infused into the minds of many educated natives of modern times the spirit of antiquary. Babu Ramdasa is one of these minds; and his Eithihasika Rahasya is a specimen of the noble and arduous attempts that are being

made by our countrymen to reduce to intelligible form the huge mass of obscure Indian records.

The book contains 198 neatly printed pages ; and almost every page shows research. Most of the essays contained in it are but reprints from the Bangadarsana. In fact, we think highly of the work and hope to see the second part of it published ere long. THE CALCUTTA REVIEW.

Baboo Ram Das Sen, a literary Zeminder, who is favourably known as a Bengali poet, has just published an elegant volume in Bengali prose under the name of Aithihasika-Rahasya. The book which is dedicated to Professor Max Muller is a reprint of articles which the Baboo had contributed chiefly to the Bengali Magazine, Banga Darsana. The subjects treated of in the book are as follows :—(1) A Review of Indian History ; (2) Kalidasa (3) Vararuchi ; (4) Sriharsa ; (5) Hem Chandra ; (6) the Hindu Theatre ; (7) On the Vedas ; (8) Notice of Vaishnava books ; (9) Srimadbhagvata ; (10) Indian Music. In our opinion, the monographs of the Sanskrit poets are the best in the collection, though all of them have been exceedingly well written. Boboo Ram Das Sen is master of a graceful style, and his criticism is thoroughly appreciative. THE BENGAL MAGAZINE.

The collected essays of Ram Das Sen well deserve a translation into English.

Professor Max Muller.
Transactions of the Second Session of the International Congress of Orientalists.

Baboo Ram Das Sen has all the necessary requirements of a student of antiquities. His contributions in vernacular have elicited before the public several unknown portions of Indian biography. * * * * The National Magazine.

---

* * * Aitihasika Rahasya or "Historical secrets" by Baboo Ramdas Sen of Berhampore, is worthy of special note. It extends to two volumes, and comprises twenty-two essays on various literary and antiquarian subjects, some of which in an English dress would have greatly interested European orientalists. The essays on the writings of Bana Bhatta, Vararuchi, Sriharsa, and Hemchandra, are especially valuable as containing much original matter which will serve to throw a considerable amount of new light on the history of those distinguished Indian scholars and leaders of thought. * * * * * The essay on Vaishnava literature and one or two others are also worthy of favorable mention as excellent specimens of conscientious and able research and of lucid exposition.

The Statesman and Friend of India.
May 12th 1877.

We are delighted to have in our hands a second instalment of the researches of Baboo Ram Dass Sen into the literature, philosophy and religion of his country.
The Bengal Magazine.

Ram Das Sen, whose essays on some of the principal poets of India have excited great interest among Sanskrit

scholars, has just published a second volume, called Historical Essays (Aitihasika Rahasya.) * * * An English translation of these essays or of a selection from them, would be welcomed by all friends of oriental literature.

The Academy. (London)
February 24th 1877.

The name of Baboo Ram Das Sen is well known to the readers of Bengali literature. His two volumes of "Aitihasika Rahasya" are the first productions of their kind in Bengali literature.

The Indian Echo

PROFESSOR WEBER'S
REMARKS.

AITIHÂSIKA RAHASYA. Çrî Râmadâsa Sena pranîta. Kalikâtâ, Stanhop-yantre mudrita. Prathama bhâga, Sana 1281 : Dvitîyabhâga, Sana 1283. Calcutta, Stanhope Press 1874, 1876. VI, 21, 208 : VI, 238 S. 12°. [Ohne Preisangabe.]

Dem schweren Geschütz der ernsten Wissenschaft, dem weit hinaus geplanten Werke, stellen wir in Nr. 2 den leichten literargeschichtlichen Essay des journalistischen Feuilletons zur Seite, welches zwar **für uns** nicht so viel Gewicht hat, als jenes, in seiner **unmittelbar** eingreifenden Wirksamkeit **für Indien** dagegen dasselbe weit überragt. Es sind kurze Berichte über die mannichfachsten Gegenstände der indischen Geschichte und Literatur die zum Theil schon in dem bengalischen Journal **Banga Darçana** gestanden haben, und deren Zweck einfach dahin geht, den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Forschung darüber dem bengalischen Publikum vorzuführen und dasselbe dafür zu interessiren. Es scheint dies ihnen denn auch in der That trefflich gelungen zu sein, wie aus den verschiedenen Recensionen in andern indischen Journalen, die am Schluss zusammengedruckt sind, und die sich durchweg sehr anerkennend aussprechen, zu entnehmen ist. Es ergiebt sich im Uebrigen aus einer dieser Kritiken im 'Hindoo Patriot', dass der Verf. 'an enlightened **Zemindar** of the Moorshedabad District' ist. Ein beigefügtes Certificat, welches ihm von dem Vicekönig von Indien in

Anerkennung der Dienste, die er den öffentlichen Angelegenheiten 'of his native town and district', Berhampore, geleistet hat, unter dem 1. Jan. d.J. verliehen worden ist, bezeichnet ihn als 'honorary Magistrate of Moorshedabad.' Und unter diesen Umständen gewinnt denn natürlich eine solche Publikation ihr ganz besonderes Interesse. Wenn erst die Gutsbesitzer Indiens anfangen, in dieser Weise europäische Bildung und Wissenschaft nicht nur sich selbst anzueignen, sondern auch in ihren Provincial-Journalen und Dialekten ihren Landsleuten mundgerecht zu machen, so dass die Kenntnisse und Resultate, die dadurch zu gewinnen sind, sich nicht mehr bloss auf die Englisch redende und lesende Bevölkerung allein erstrecken, sondern auch den nur ihren Dialekt verstehenden Klassen derselben zugänglich werden,——da ist denn doch wirklich Aussicht vorhanden, dass die geistige Entwickelung des so hoch begabten indischen Volkes wieder in neue Bahnen tritt und eine Wiedergeburt von innen heraus erfolgen kann! Leider reicht mein Verständniss des Bengalischen nicht aus, um dem Verf. auch da eingehend zu folgen, wo das Sanskrit mich dabei ganz im Stiche lässt. Bei den hier behandelten Gegenständen kommt man ja freilich auch so wenigstens weit genug, um sich ein Urtheil über die Art und Weise, wie der Verf. dieselben behandelt hat, bilden zu können. Und da kann ich denn nur sagen, dass ich davon einen so günstigen Eindruck empfangen habe, dass ich es bedaure, dass diese Essays uns nicht auch englisch vorliegen! Schon die Auswahl der Stoffe ist eine ganz vortreffliche (die dabei beobachtete Reihenfolge lässt freilich Manches zu wünschen übrig!) und weist auf ein eingehendes Verständniss und Studium der hergehörigen

Fragen und Quellen, in Sanskrit wie in Englisch, hin. Ja, das Motto auf dem Titel ist sogar aus Ludwig Feuerbach, ein anderes aus Alex. v. Humboldt entnommen, beide freilich aus englischer Uebersetzung. Aber Goethe's Verse über die Çakuntalâ werden wirklich auch deutsch citirt, und die Verdienste Deutschlands (Jarmanyadeça) um die vedischen Studien werden wiederholt dankbar anerkannt, wie denn die beiden, auch äusserlich sehr schmuck ausgestatteten Bändchen 'to Professor Max Müller' (als ein Wort; mâkshamûlara in Innern, mokshamûlâra in der Sanskrit-Dedikation) 'as a testimony of respect and admiration' gewidmet sind. — Es hat im Uebrigen Babu Ram Das Sên nicht nur einige Gegenstände behandelt, die uns ferner liegen und bei denen er entschieden Neues, zum wenigsten uns bisher Unbekanntes, darbietet, sondern es enthalten auch seine auf den uns bekannten Bahnen wandelnden Artikel gar Manches, was bisher nicht bekannt war, so dass der Wunsch nach einer englischen Uebersetzung, wenigstens eines Theiles derselben, eben unwillkürlich rege wird.

Der erste Artikel, 'Blick auf die alte Geschichte Bhâratavarsha's' (Indien's) beginnt mit dem Eingeständniss, dass die Inder den Historikern der Romaka und Grîka nichts zur Seite zu stellen hätten, giebt auch die Gründe dafür an, und geht sodann, in wesentlichem Anschluss an M. Müller's History of Anc. S. Lit. zu einem kurzen Ueberblick über die vedischen Literaturstufen: chandas, mantra, brâhmaṇa und sûtra über. Die Epen und die Purâṇa werden nur flüchtig berührt, jedoch Candragupta, Alekjander und seine Nachfolger, sodann Açoka etc. etwas ausführlicher, Vikramâditya dagegen, Bhoja, Hiuen Thsang

Anerkennung der Dienste, die er den öffentlichen Angelegenheiten 'of his native town and district', Berhampore, geleistet hat, unter dem 1. Jan. d. J. verliehen worden ist, bezeichnet ihn als 'Honorary Magistrate of Moorshedabad.' Und unter diesen Umständen gewinnt denn natürlich eine solche Publikation ein ganz besonderes Interesse. Wenn erst die Gutsbesitzer Indiens anfangen, in dieser Weise europäische Bildung und Wissenschaft nicht nur sich selbst anzueignen, sondern auch in ihren Provincial Journalen und Dialekten ihren Landsleuten mundgerecht zu machen, so dass die Kenntnisse und Resultate, die dadurch zu gewinnen sind, sich nicht mehr bloss auf die Englisch redende und lesende Bevölkerung allein erstrecken, sondern auch den nur ihren Dialekt verstehenden Klassen derselben zugänglich werden,—da ist denn doch wirklich Aussicht vorhanden, dass die geistige Entwickelung des so hoch begabten indischen Volkes wieder in neue Bahnen tritt und eine Wiedergeburt von innen heraus erfolgen kann! Leider reicht mein Verständniss des Bengalischen nicht aus, um dem Verf. auch da eingehend zu folgen, wo das Sanskrit mich dabei ganz im Stiche lässt. Bei den hier behandelten Gegenständen kommt man ja freilich auch só wenigstens weit genug, um sich ein Urtheil über die Art und Weise, wie der Verf. dieselben behandelt hat, bilden zu können. Und da kann ich denn nur sagen, dass ich davon einen só günstigen Eindruck empfangen habe, dass ich es bedaure, dass diese Essays uns nicht auch englisch vorliegen! Schon die Auswahl der Stoffe ist eine ganz vortreffliche (die dabei beobachtete Reihenfolge lässt freilich Manches zu wünschen übrig!) und weist auf ein eingehendes Verständniss und Studium der hergehörigen

[illegible]agen und Quellen, in Sanskrit wie im Englisch, hin. Ja, das Motto auf dem Titel ist sogar aus Ludwig Feuerbach, ein anderes aus Alex. v. Humboldt entnommen, beide freilich aus englischer Uebersetzung. Aber Goethe's Verse über die Çakuntalâ werden wirklich auch deutsch gegeben, und die Verdienste Deutschlands (Jarmanadeça) um die indischen Studien werden wiederholt dankbar anerkannt, wie denn die beiden, auch äusserlich [illegible] ausgestatteten Bändchen [illegible] Max Müller (als ein Wort; mâkshamûlara im [illegible] mokshamûlara in der Sanskrit-Dedikation) 'as a testimony of respect and admiration' gewidmet sind. — Es hat im Uebrigen Babu Ram Das Sen nicht nur [illegible] Gegenstände behandelt, die uns ferner liegen und in denen er entschieden Neues, zum wenigsten uns bisher Unbekanntes, darbietet, sondern es enthalten auch seine auf den uns bekannten Bahnen wandelnden Artikel gar Manches, was bisher nicht bekannt war, so dass der Wunsch nach einer englischen Uebersetzung, wenigstens eines Theiles derselben, eben unwillkürlich rege wird.

Der erste Artikel, 'Blick auf die alte Geschichte Bharâtavarsha's' (Indien's) beginnt mit dem Eingeständniss, dass die Inder den Historikern der Romaka und Grîka nichts zur Seite zu stellen hätten, giebt auch die Gründe dafür an, und geht sodann, in wesentlichem Anschluss an M. Müller's History of Anc. S. Lit. zu einem kurzen Ueberblick über die vedischen Literaturstufen: chandas, mantra, brâhmaṇa und sûtra über. Die Epen und die Purâṇa werden nur flüchtig berührt, jedoch Candragupta, Âlekjander und seine Nachfolger, sodann Açoka etc. etwas ausführlicher, Vikramâditya dagegen, Bhoja, Hiuen Thsang

etc. nur kurz behandelt; den Schluss machen einige Bemerkungen über die Râjataranginî, Râjâvalî, Nîlapurâṇa etc. bis zum Kshitîçâvançâvalîcaritam hinab. (Der Verf. bedient sich, um dies nicht unerwähnt zu lassen, durchweg unserer Zeitrechnung.) Der Zweite Artikel handelt in sehr ausführlicher Weise von Kâlidâsa, den der Verf., nach dem Vorgange Bhâu Dâjî's, mit dem Mâtrigupta, welchen der Râjataranginî zufolge König Harsha zum König von Kashmir machte, zu identificiren geneigt scheint (!); hier finden sich denn eben gar manche neue und interessante literargeschichtliche Angaben eingeflochten.—Es folgen Artikel über Vararuci,—über Çrî Harsha und die verschiedenen Werke, resp. Personen, die unter diesem Namen gehen,—über Hemacandra,—über das indische Drama,—über den Veda und die Publikationen der einzelnen vedischen Texte (Apîrekṭ = Aufrecht, Mokshamûlara, Venphi = Benfey, Uilasan = Wilson, Shṭibhansan = Stevenson, Oyevar = Weber, Varnel = Burnell, Rath = Roth, Huiṭnî = Whitney, Hag = Haug). Von erheblichem Interesse endlich sind die beiden folgenden Essays, von denen der eine in bibliographisch-biographischer Weise von der Vaishṇava-Literatur in Bengalen, der zweite von der ind. Musik (Sangîta çâstra) handelt.

Auch in dem zweiten Bändchen könnte die Reihenfolge etwas besser geordnet sein. Nach einem Essay über Bâṇa bhaṭṭa, seine Zeit und seine Werke folgen zwei Artikel über die Lehre der Jaina und über den Buddhismus,— sodann eine Abhandlung über Tanz, Pantomimik etc. auf der indischen Bühne,—darauf eine dgl. über das Sahasâṅkacaritam des Maheçvara, mit

speciellem Anschluss an die in der Einleitung des von demselben Verf. herrührenden Viçvakosha enthaltenen Angaben. Der Verf. wendet sich sodann wiederum zum B u d d h i s m u s und seinen Lehren zurück, und handelt im Anschluss daran vom P â l i und seiner Literatur. Darauf folgt wieder ein Artikel über den V e d a und seine Götterwelt,—danach ein manches Neue bringender dgl. über Ç â l i v â h a n a oder Sâtavâhana, den Mahârâshṭra-König von Pratishṭhâna,—und den Schluss macht ein Bericht über den h e i l i g e n Z a h n B u d d h a ' s in Ceylon!

Es ist höchst erfreulich zu sehen, dass die e c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung nicht mehr bloss im w e s t l i c h e n Indien, wo dieselbe durch Bhandarkar, Shankar Pandit, Trimbak Telang u. A. in so würdiger, den Arbeiten ihrer, europäischen Collegen ganz ebenbürtiger Weise vertreten wird, ihre Bekenner findet, sondern das nunmehr auch das ö s t l i c h e Indien, wo bisher der hochverdiente Râjendra Lâla Mitra in d i e s e r Beziehung ziemlich allein stand, an derselben selbständig Theil zu nehmen beginnt. Der Segen der englischen Herrschaft, resp. der europäischen Cultur, in Indien kann eben erst dann zu voller Geltung gelangen, wenn die dadurch gelegten Keime geistiger Bildung und Entwickelung sich wirklich in s e l b s t ä n d i g e r Weise regen und entfalten und wieder e i g e n e Sprossen treiben. Quod d. b. v.!

Berlin. A. Weber.

Janaer Literatur Zeitung. 4th *August*, 1877.